আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

২৬ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ৩৮ || সোমবার || আষাঢ় ১২ || ১৪৩০ || জিলহজ্ব ৭ || ১৪৪৪ || Vol. 27 || Issue 38 || June 26 || 2023 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বুধবার ঈদ জামাত কখন কোথায়

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট : নিউইয়র্ক সহ উত্তর আমেরিকায় আগামী ২৮ জুন বুধবার পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপিত হবে। যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ঈদুল আজহা **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**



আ.লীগ নেতা আবুল কাশেম গ্রেপ্তারঃ দেশ ও প্রবাসে ব্যাপক চাঞ্চল্য

কোটি কোটি টাকার উৎস সন্ধানে গোয়েন্দারা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম সহ সভাপতি, প্রস্তাবিত পিপলস ব্যাংকের চেয়ারম্যান আবুল কাশেম ঢাকায় গ্রেফতার হয়েছেন। দীর্ঘদিন ঢাকায় অবস্থান শেষে যুক্তরাষ্ট্রে পালানোর সময় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তিনি গ্রেফতার হয়েছেন বলে জানা গেছে। তার গ্রেফতারের খবরে নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঢাকার দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, বুধবার (২১ জুন) মধ্যরাতে বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। অর্থ পাচারের এক মামলায় বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার পর তিনি গ্রেফতার হন। তার গ্রেফতারের সত্যতা যুগান্তরকে নিশ্চিত করেছে সিআইডির একটি সূত্র। সূত্রটি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার (২২ জুন) সকালে সিআইডির কাছে আবুল কাশেমকে বুঝিয়ে দিয়েছে ইমিগ্রেশন পুলিশ। এরপর রিমান্ড চেয়ে তাকে আদালতে পাঠানো হলে শুনানির জন্য ২৫ জুন তারিখ রাখেন বিচারক। সেইসঙ্গে আবুল কাশেমকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। অর্থ পাচারের মামলায় বুধবার ই-কমার্স কোম্পানি আলেশা মার্টের চেয়ারম্যান মো. মঞ্জুর আলম শিকদারসহ চারজনের বিদেশযাত্রায় আদালত নিষেধাজ্ঞা দেয় তাদেরই একজন আবুল কাশেম। তিনি যুক্তরাষ্ট্র **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**

নিউইয়র্কে বাড়িভাড়া বাড়লো ৩%

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: টানা দ্বিতীয় বছরে বাড়িভাড়া বাড়ছে নিউইয়র্কে। এক বছরের মাথায় ২ মিলিয়ন নিউইয়র্কারের জন্য ফের ৩ শতাংশ বাড়ি ভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হলো। নিউইয়র্ক সিটি রেন্ট গাইডলাইন্স বোর্ড গত ২১ জুন বুধবার **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

প্রার্থীতা নির্বাচনের বড় লড়াই

মঙ্গলবার নিউইয়র্ক সিটি প্রাইমারি নির্বাচন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে মঙ্গলবার (২৭ জুন) অনুষ্ঠিত হচ্ছে সিটির প্রাইমারী নির্বাচন। নগরের ভোটাররা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে ছুটবেন সেন্টারে সেন্টারে। তারা সিটি কাউন্সিল প্রতিনিধি, স্থানীয় বিচারিক দায়িত্ব, জেলা এটর্নির আসনগুলোর জন্য প্রার্থী নির্বাচনে ভোট দেবেন। এই নির্বাচনে নির্বাচিত প্রার্থীরা মূল





নির্বাচনী লড়াইয়ে নামবেন আগামী ৭ নভেম্বর। রি-ডিস্ট্রিক্টিংয়ের কারণে এবার ৫১ জন সিটি কাউন্সিল সদস্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামছেন চার বছর মেয়াদে নির্বাচনে। এর আগে তার দুই বছর এই পদে সিটির জন্য কাজ করেছেন। সিটি কাউন্সিল সদস্য ও বিচারক পদের জন্য লড়াইয়ে র‍্যাঙ্কট-চয়েজ ভোটিং পদ্ধতি **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

ঈদের শুভেচ্ছা

আগামী ২৮ জুন বুধবার পবিত্র ঈদুল আজহা। ঈদ উপলক্ষ্যে বাংলা পত্রিকার সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি রইল ঈদের শুভেচ্ছা।

-সম্পাদক

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

টেকআউট প্যাকেট বাড়তি চামচ দিলেই জরিমানা নিউইয়র্কে

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাইরের খাবার ঘরে নিয়ে খাওয়ার অভ্যাস নিউইয়র্কারদের। দোকানিরাও তা বেচতে অভ্যস্ত। বিশেষ করে প্যানডেমিকের সময় এই ব্যবস্থাই ছিলো অবশ্য পালনীয়। প্যানডেমিক এখন কেটে গেছে। ফলে বেরিয়ে আসছে এসব **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

বিয়ানীবাজার ক্যান্সার হসপিটালের চিকিৎসা সেবা বাড়ানোর উদ্যোগ

নিউইয়র্ক-নিউজার্সীতে সাড়ে ৩ লাখ ডলার অনুদান সংগ্রহ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: সিলেটের বিয়ানীবাজার ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটালের জন্য নিউইয়র্ক থেকে নগদ ৩ লাখ ৫০ হাজার ডলার অনুদান নিয়ে লন্ডন ফিরেছেন হসপিটালের কর্মকর্তারা। **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

শ্রমিকদের মজুরি চুরি করলে সাজার প্রস্তাব



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শ্রমিকের মজুরি চুরির অভিযোগে সাজার মুখে পড়ছেন নিউইয়র্কের মালিকরা। তাদের বিরুদ্ধে আনা হচ্ছে সহিংসতামূলক অপরাধের অভিযোগ। এরই মধ্যে এমন অভিযোগের প্রস্তাব গভর্নর ক্যাথি হোকুলের **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

WIN ZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Assoricate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার টাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public - Bookkeeping - Business Formation - Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

২৩ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

We are Top 500 intuit Company

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



Steven M. Levy, CPA



আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস
74-09 37th Avenue, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকা
168-16, Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone: 646-464-5944
718-487-4507

ব্রংক্স
1445 Unionport Roa, Bronx, NY
পার্কচেষ্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

email: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
৩-এর পৃষ্ঠা

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা প্রধানের সাক্ষাৎ

ঢাকা, ২৫ জুন : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জিন পিয়েরে ল্যাক্রোইক্স। রোববার (২৫ জুন) সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। আজ বাংলাদেশে আসবেন বলে খবর পাওয়া গেলেও তিনি গতকাল শনিবারই ঢাকায় আসেন। গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন জিন পিয়েরে ল্যাক্রোইক্স। ছবি: ফোকাস বাংলা গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন জিন পিয়েরে ল্যাক্রোইক্স। ছবি: ফোকাস বাংলা জিন পিয়েরে ল্যাক্রোইক্স টুইটারে শনিবার বিষয়টি নিশ্চিত করে লেখেন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মন্ত্রী পর্যায়ের প্রথম প্রস্তুতিমূলক বৈঠকের জন্য এইমাত্র বাংলাদেশে এসেছি। শান্তিরক্ষায় কীভাবে নারীদের সংখ্যা বাড়ানো যায় এবং আমাদের মিশনগুলোতে কীভাবে সমস্ত দায়িত্ব তারা পালন করতে পারে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। এর জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলো এবং অংশীদারসহ সকলের প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন।

MIJAN REAL ESTATE LTD.
Reg. No. C-187784
মিজান রিয়েল এস্টেট লিমিটেড
রাজউক অনুমোদিত পূর্বাচল, উত্তরা এবং বসুন্ধরা,ধানমন্ডি, বনানী ও গুলশান সহ ঢাকায় জায়গা, বাড়ি, প্লট ও ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন। 917-631-5050
USA Address:
127-14 101 Avenue
Queens, NY 11419
EXIT REALTY PRIME
Thinking of BUYING-SELLING, INVEST, RENT
Houses, Co-op&Condo
Mijanur Rahman (Mijan)
Licensed Real Estate Agent
189-10 Hillside Ave, Suite E, NY 11423
Tel: 718-262-0205, Fax: 718-262-0254
www.EXITprmeNY.com
Mijanur Rahman (Mijan)
Chairman & CEO
917-631-5050
Email: RealtorMijan@gmail.com

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত
MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট
কার্ডিওলজী — তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড কেলারে, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট
পডিয়াট্রি — ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ
সাইকিয়াট্রিস্ট — সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট
We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

গ্যাসের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে? দ্রুত কাজ।
যদি কিছু খারাপ মনে হয়... যেমন আপনি একটি পঁচা ডিমের গন্ধ পাচ্ছেন, একটি সাদা মেঘ দেখতে পান, জলে বুদবুদ, ধুলো উড়ছে বা মৃত গাছপালা, অথবা যদি আপনি একটি গর্জন, হিস শব্দ বা শিস শুনতে পাচ্ছেন- অবিলম্বে চলে যান এবং আপনার সাথে অন্যদেরও নিয়ে যান। যদি ফুটো বাইরের দিকে থাকে দূরে নিরাপদ স্থানে চলে যান। তাহলে কল করুন 911-এ বা 1-800-75-CONED.
conEd.com/gassafety-তে গ্যাস নিরপত্তা সম্পর্কে আরো জানু
conEdison

عيد مبارك

Eid-Ul-Adha

Eid Mubarak

Four Jamats (Congregation) will be held in the beutiful enviornemnt of Darus Saalam Masjid on the occasion of holy Eid-Ul-Adha

All Muslim Brothers & Sisters are cordially invited

28 June 2023
Wednesday

Place :
Darus Salam Masjid
148-16 87th Road, Jamaica, NY 11435

EID PRAYER

1st Jamat : 7.00
2nd Jamat : 8.00
3rd Jamat : 9.00
4th Jamat : 10.00

Special arrangement for the ladies in the 2nd, 3rd & 4th Jamat

পবিত্র ঈদ-উল-আযহা-২০২৩

উপলক্ষে নিউইয়র্ক জ্যামাইকাস্থ দারুস সালাম মসজিদে মনোরম পরিবেশে ৪টি জামাত অনুষ্ঠিত হবে।

সকল মুসলমান ভাই ও বোনেরা সাদরে আমন্ত্রিত



স্থান : দারুস সালাম মসিজদ
148-16 87th Road, Jamaica, NY 11435

তারিখ : ২৮ জুন ২০২৩ বুধবার

জামাতের সময়সূচী

১ম জামাত সকাল ঃ ৭.০০
২য় জামাত সকাল ঃ ৮.০০
৩য় জামাত সকাল ঃ ৯.০০
৪র্থ জামাত সকাল ঃ ১০.০০

১ম জামাত ব্যতিত প্রত্যেক জামাতে মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে।

DARUS SALAAM MASJID

A Non-profit Religious & Educational Organization
148-16 87th Road, Jamaica, NY 11435
Tel: 347-593-1591, 917-428-1519, 718-558-6111

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

সুইস ব্যাংকে কাদের টাকা?

গেলো সপ্তাহে বেশ কয়েকটি দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংক থেকে এক বছরে ১০ হাজার ১১৭ কোটি টাকা বাংলাদেশীরা তুলে নিয়েছে। বাকি আছে ৬৮৪ কোটি টাকা (প্রতি সুইস ফ্র্যাঙ্ক ১২৪ টাকা হিসেবে)। গত ২২ জুন বৃহস্পতিবার সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকের প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। ব্যাংকটি তাদের ওয়েবসাইটে এ রিপোর্ট প্রকাশ করে। তবে কোনো বাংলাদেশী তার নাগরিকত্ব গোপন রেখে টাকা জমা করেছে, তার তথ্য প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি। ব্যাংকের হিসাবে, ২০২২ সালে বাংলাদেশীদের আমানত ছিল ৫ কোটি ৫২ লাখ সুইস ফ্র্যাঙ্ক। তার আগের বছর ছিল ৮৭ কোটি ১১ লাখ ফ্র্যাঙ্ক। অর্থাৎ এক বছরে প্রায় ৯৫ শতাংশ টাকা তুলে নেয়া হয়েছে। এই টাকা কোথায় গেছে, কারা নিয়েছে, এর কোনো তথ্য ব্যাংকটির বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ নেই। তবে ব্যাংকের কাছে এ সংক্রান্ত তথ্য মজুত আছে। এক বছরে হঠাৎ বিশাল অঙ্কের টাকা উধাও হয়ে যাওয়া নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন অর্থনীতিবিদরা। তারা মনে করছেন, বাংলাদশ ব্যাংক ও দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) চাইলে তথ্যগুলো জানতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও দুদকের উচিত কে বা কারা টাকাগুলো সুইস ব্যাংক থেকে তুলে নিল এবং কোথায় নিয়ে গেল-এসব বিষয়ে দ্রুত তথ্য সংগ্রহ করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন, প্রতিবছর আমানতের তথ্য ফাঁস করায় দুর্নীতির মাধ্যমে পাচার করা টাকা সুইস ব্যাংকে রাখা এখন আর নিরাপদ মনে করছে না বাংলাদেশীরা। তাদের মতে, এর আগে নির্বাচনের বছরগুলোতে যেখানে আমানত বেড়েছে, এবার সেখানে এক বছরে আমানত কমেছে ৯৫ শতাংশ। দেশে অর্থপাচার নতুন কোনো ঘটনা নয়। প্রতি বছরই হাজার হাজার কোটি টাকা বিভিন্ন দেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অর্থপাচার যেমন রোধ করতে পারছে না, তেমনি পাচারকৃত অর্থ ফেরতও আনতে পারছে না। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, সুইস ব্যাংকের বাইরে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশিদের অর্থ পাচার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের মতে, অনিশ্চয়তার কারণে বিত্তবানরা দেশকে নিরাপদ মনে করছে না। ফলে বিভিন্ন উপায়ে তারা অর্থ পাচার করছে। এছাড়া ঋণের নামে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতষ্ঠানের টাকা, বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থ এবং ঘুষ-দুর্নীতির টাকা দেশ থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ৬টি সংস্থার রিপোর্টে বাংলাদেশ থেকে টাকা পাচারের তথ্য পাওয়া গেছে। এগুলো হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থা গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি (জিএফআই), সুইস ব্যাংক, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম (আইসিআইজে), পানামা প্যারাডাইস ও পেনডোরা পেপারস, জাতিসংঘের উন্নয়ন প্রোগ্রা মের (ইউএনডিপি) রিপোর্ট এবং মালয়েশিয়া প্রকাশিত সেদেশের সেকেন্ড হোম রিপোর্ট। এছাড়াও সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও সিঙ্গাপুরে বেশকিছু বাংলাদেশীর অর্থ পাচারের তথ্য পাওয়া গেছে। গত বছরে ডিসেম্বরে প্রকাশিত জিএফআই-এর প্রতিবেদনে বলা হয়, ৬ বছরে দেশ থেকে ৪ হাজার ৯৬৫ কোটি ডলার পাচার হয়েছে। প্রতি ডলার ১১২ টাকা হিসাবে এ অর্থের পরিমান ৫ লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা। গড়ে প্রতিবছর পাচার হচ্ছে প্রায় ৯৩ হাজার কোটি টাকা। অর্থনীতিবিদরা উদ্বেগ জানিয়ে বলেছেন, সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশের যে টাকা রাখা হয়েছে, এর বড় অংশই মূলত দুর্নীতির মাধ্যমে পাচার হয়েছে। দেশে দুর্নীতি বাড়ার কারণে অর্থপাচারও বেড়েছে। এছাড়া দেশে বিনিয়োগের পরিবেশ না থাকা এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার কারণেও অর্থপাচার বেড়েছে। পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, বাংলাদেশের বিত্তবানরা নিজ দেশে তাদের সম্পদ রাখাকে নিরাপদ মনে করছে না। তাই তারা বিদেশে টাকা পাচার করছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক ও দুদকের কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেই। কারণ, যাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তারা রাজনৈতিক শক্তির ভেতরে অবস্থান করে। অর্থপাচারের সাথে সাধারণ কোনো মানুষ জড়িত থাকে না। যারা অর্থপাচার করে তারা অঢেল সম্পদের মালিক এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী। ফলে অর্থপাচারের সাথে জড়িতদের কারো বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। সুনির্দিষ্টভাবে কারো নামও প্রকাশ করা হয়নি। পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, বাংলাদেশ ব্যাংক ও দুদক চাইলেই অর্থপাচারের সাথে জড়িতদের শনাক্ত করতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও দুদকের উচিৎ কে বা কারা সুইস ব্যাংক থেকে অর্থ তুলে নিয়েছে এবং কোথায় নিয়েছে, তা জানার উদ্যোগ নেয়া। যেহেতু সুইস ব্যাংকগুলোতে তাদের তথ্য রয়েছে, তাই তাদের কাছ থেকে দ্রুত তথ্য সংগ্রহ করে তা জনগণের সামনে প্রকাশ করা। সরকার ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেটে অর্থ পাচারকারীদের অর্থ ফিরিয়ে আনতে ৭ শতাংশ কর দেয়ার সুযোগ দিলেও এ পর্যন্ত কোনো অর্থ ফেরত আসেনি। এ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না, পাচারকৃত অর্থের সিংহভাগই দুর্নীতি ও অবৈধভাবে উপার্জিত। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ও দুদকের সক্রিয় হওয়া জরুরি। এখনও সুইস ব্যাংকগুলোতে যাদের অর্থ রয়েছে, সেগুলো কাদের, সে সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে তা প্রকাশ করতে হবে। পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

নরেন্দ্র মোদির যুক্তরাষ্ট্র সফর স্পষ্ট হবে ভবিষ্যতের যাত্রাপথ

॥ জয়ন্ত ঘোষাল ॥

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যুক্তরাষ্ট্র সফর নিয়ে বিস্তর আলাপ-আলোচনা শুরু হয়ে গেছে ভারতে-বাংলাদেশে। অনেকেই প্রশ্ন করছেন, এবার মোদির যুক্তরাষ্ট্র সফরে বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা হলো? সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন যেভাবে বাংলাদেশের ওপর খড়্গহস্ত হয়েছে, এক বিচিত্র ভিসানীতি ঘোষণা করেছে স্টেট ডিপার্টমেন্ট, সে ব্যাপারে নরেন্দ্র মোদি কি বাইডেনকে কিছু বললেন? কেউ কেউ বলছেন, এ বিষয়ে আলোচনা করার প্রশ্নই ওঠে না। বাইডেনের সঙ্গে বাংলাদেশ নিয়ে মোদি আলোচনা করতে যাবেন কেন? আবার অনেকে বলছেন, না, বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা হয়েছে বিস্তর। আসল সত্যটা কী?

বিনীতভাবে পাঠকদের জানাতে চাই, রাজীব গান্ধী যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, সেই তখন থেকে আমি দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সফর করছি।

প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী সাংবাদিক হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে গেছি। কখনো অটল বিহারি বাজপেয়ি, নরসিমা রাও, কখনো মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে। এখন নরেন্দ্র মোদির যে যুক্তরাষ্ট্র সফর, সেটি অতীতের সফরগুলোর সঙ্গে অনেক বিষয়ে ফারাক আছে। কূটনীতির একটা নিজস্ব ধারাবাহিকতাও থাকে। অর্থাৎ সেটা বুশ, ওবামা, ক্লিনটন,ট্রাম্প থেকে বাইডেন, সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। কাজেই নেহরু থেকে মোদি, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের অনেক উত্থান-পতন হয়েছে। কিন্তু কূটনীতির একটা ধারাবাহিকতা সব সময় ছিল, আছে। সেখানে কিভাবে এবং কোন বিষয়ে আলোচনা হতে পারে বা হতে পারে না, সেটা প্রথমে বুঝে নিতে হয়।

বাইডেন ও মোদির যখন বৈঠক হয়, তখন সেটা ঠিক আমাদের পাড়ার সকালের চায়ের আড্ডা নয় যে মোদি বলবেন, 'কী বাইডেন মশাই, আপনি বাংলাদেশ নিয়ে কী ভাবছেন? আচ্ছা, বাংলাদেশের ভিসানীতি নিয়ে আপনি যে এ রকম সব বললেন, এমনটা বললেন কেন? এটা কিন্তু আমাদের না পছন্দ। আর যাই বলুন, বাংলাদেশ নিয়ে এমন কোনো কাজ করবেন না, যাতে ভারতের কোনো ক্ষতি হয়ে যায়।' তখন বাইডেন আরে নরেন্দ্র বলে পিঠটা চাপড়ে দিয়ে বলবেন, 'আপনি এত বাংলাদেশ নিয়ে দুশ্চিন্তা করেন কেন? চিন্তার কোনো কারণ নেই।' ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক এ রকম নয়। তাহলে কেমন?

প্রথমত আলোচনা হয়।

সেখানে এ ধরনের আলোচনাগুলো দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে, কূটনৈতিক দ্বিপক্ষীয় আলোচনা। যেখানে বাইডেনের সঙ্গে একটি প্রতিনিধিদল থাকে। যেখানে আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্রসচিব থাকবেন। আবার ভারতেরও একটা প্রতিনিধিদল থাকে, যেখানে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ভারতের প্রতিনিধিদল থাকবে। দুই দেশেরই জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা থাকবে। আবার অনেক সময় ওয়ান টু ওয়ান বৈঠক হয়। অর্থাৎ সেখানে দুজনই থাকেন। কোনো তৃতীয় ব্যক্তি সেখানে থাকেন না। সাধারণত সেটা খুব কম হয়। আর যাই হোক, একজন দোভাষীকে তো থাকতেই হয়, যিনি হিন্দি থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেবেন। আর এই দ্বিপক্ষীয় আলোচনার পর শুরু হয় তার পরের স্তরের আলোচনা। অনেক সময় সেটা আগেও হোম ওয়ার্ক করার জন্য হয়। আবার অনেক সময় দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হয়ে যাওয়ার পরও সেটা হতে থাকে। সেটা কখনো ভারতে, কখনো আমেরিকায় হয়।

নরেন্দ্র মোদির যুক্তরাষ্ট্র সফর স্পষ্ট হবে ভবিষ্যতের যাত্রাপথ একটা উদাহরণ দিই, ধরুন, মোদি বাইডেনের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে দিল্লিতে এসেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলেভান। সেই জ্যাক সুলেভানের সঙ্গে অজিত দোভাল বৈঠক করেন, যেটা প্রধানমন্ত্রী স্তরে বা হেড অব দ্য স্টেটের স্তরে হয় না, কিন্তু এনএসের স্তরে সে কথাটা বলা যায়, সেখানে অজিত দোভাল বলেছেন, বাংলাদেশ নিয়ে আমেরিকা যেন এমন কিছু না করে, যাতে ভারতের যে সার্বভৌম স্বার্থ বাংলাদেশের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে, সেখানে এমন কিছু যেন না হয়, যেটা বাংলাদেশকে আঘাত করতে গিয়ে ভারতও আহত না হয়। কেন ভারত বাংলাদেশ নিয়ে উত্থাপন করছে? সেটা যতটা বাংলাদেশের স্বার্থে, তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সার্বভৌম স্বার্থও জড়িয়ে আছে। অজিত দোভালও যখন এ কথাটা বলবেন, তখন তিনি বলবেন, এই উপমহাদেশে ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও আপনারা এমন কোনো নীতি গ্রহণ করবেন না, যেটা ভারতের সার্বভৌম স্বার্থে আঘাত লাগে। আমরা এটাকে বলি, আন্ডারস্টুড ডিপ্লোম্যাসি। অর্থাৎ বুঝে নিতে হয়। স্পষ্ট ভাষায় চায়ের দোকানের মতো করে চোখে আঙুল দিয়ে কথা বলার প্রয়োজন কূটনীতিতে হয় না। অর্থাৎ কূটনীতিতে যেমন বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ইমপর্ট্যান্ট, শরীরের ভাষার পাশাপাশি নানা রকমের ইঙ্গিত, নানা রকমের সংকেত ইত্যাদিও থাকে।

এখানে নরেন্দ্র মোদির এবারের যুক্তরাষ্ট্র সফরে অনেক আলোচনা হয়েছে। তার মধ্যে বাংলাদেশের বিষয়টা কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে? তার কারণ নরেন্দ্র মোদি যাওয়ার আগেই আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টকে জানিয়ে দেওয়া হয়, তিনি যদি বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলেন বা অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্র নিয়ে কথা বলেন, সেটাতে তারা ডিসকারেজ করবে না। অর্থাৎ সেটাতে বাধা দেবে না। কোনো নিষেধাজ্ঞা থাকবে না। মোদি জি২০-এর শুধু ক্যাপ্টেন নন, তিনি এই উপমহাদেশেরও একজন বড় রাষ্ট্রনায়ক। চীন ও ভারতের মধ্যে



একটা অক্ষগত জটিলতা এবং সংঘাত আছে। সুতরাং সেখানে ভারতের যে সার্বভৌম স্বার্থ যেসব দেশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করাটাই তো স্বাভাবিক ঘটনা। আজকে চীন যদি মিয়ানমারে ড্রাগনের নিঃশ্বাস ফেলে, মিয়ানমার-চীন সম্পর্কের জন্য যদি ভারতের অসুবিধা হয় এবং এর ফলে রোহিঙ্গা সমস্যা ভারতের অস্বস্তির কারণ হয়, তাহলে সেটা কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রকে না জানানোরও কোনো কারণ নেই। কেননা যুক্তরাষ্ট্রও তো আবার প্রথম দুনিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র, যার সঙ্গে চীনের সরাসরি সংঘাত আছে। সুতরাং জিওস্ট্র্যাটেজিক কারণেই কিন্তু এই আলাপ-আলোচনা হয়।

বারবার আমি বলছি, হেড অব দ্য স্টেটের স্তরে সব সময় এগুলো এত খোলাখুলি, এত সবিস্তার আলোচনা হয় না। হয়, যদি সেটা ওয়ান ইজ টু ওয়ান বৈঠক হয় এবং যখন রিট্রিট হয়। অর্থাৎ যখন কোনো রেকর্ড থাকে না, খোলামেলা আলোচনা হয়।

আমরা জানি, গোধরা কান্ডের জন্য নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে আমেরিকার সমস্যা কম ছিল না। তখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নরেন্দ্র মোদি, তখন আমেরিকা তাঁকে ব্ল্যাকলিস্টেড করেছিল এবং ভিসা দিত না। তারপর ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আমেরিকা তাঁকে ভিসা দিতে বাধ্য হয়। তবে কোনো দিনই স্টেট ভিজিট কিন্তু হয়নি। সব সময় ওয়ার্কিং ভিজিট কিংবা অফিশিয়াল ভিজিট ইত্যাদি খেতাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই প্রথম স্টেট ভিজিট হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সফর বাইডেনও খুব বেশি করেন না। এর আগে একবার কোরিয়ার ক্ষেত্রে তিনি করেছিলেন এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট করেছিলেন।

নরেন্দ্র মোদির এবারের রাষ্ট্রীয় সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তার কারণ আমেরিকারও কিন্তু ভারতকে বিশেষভাবে প্রয়োজন এবং ভারতকে আমেরিকাও যথেষ্ট খাতির-যত্ন এবার করেছেন বাইডেন। পুরো সফরটা যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে নরেন্দ্র মোদিকে একটু বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেমিকন্ডাক্টর সরবরাহ থেকে ড্রোন দেওয়া পর্যন্ত সব ব্যাপারে সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। জি২০ সম্মেলন হবে সেপ্টেম্বর মাসে। সেখানেও যেহেতু ভারত প্রধান ক্যাপ্টেন। সেই কারণে সব নেতাই আবার ভারতে আসবেন। সেখানে কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে নরেন্দ্র মোদিকে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় চাইছে ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলো। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও জাপানে হিরোশিমায় নরেন্দ্র মোদির একটা বৈঠক হয়েছে। রাশিয়ার সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি তাঁর সম্পর্ক অটুট রেখেও আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এটা তাঁর কূটনীতির একটা সাফল্য। ন্যাটো সদস্য না হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দর-কষাকষি করে তাঁর নিজের মর্যাদাটা তিনি রক্ষা করছেন। বাইডেনের সঙ্গে বৈঠকের পর হোয়াইট হাউসে যৌথ সংবাদ সম্মেলনেও নরেন্দ্র মোদি সে কথা জানিয়েছেন।

এখানে একটা কথা বলব, আসলে আত্মসমর্পণ করলেই সুসম্পর্ক হয় না। বাংলাদেশ যখন ১৯৭১ সালে গঠন হয়, তখন আমেরিকার কী অবস্থান ছিল এবং সেই সময় থেকে বাংলাদেশও কিভাবে আমেরিকার সঙ্গে লড়াই করে তার নিজের সার্বভৌম স্বার্থকে রক্ষা করেছে, সেটা মুজিবুর রহমানের যে ঘোষিত নীতি, সেই ঘোষিত নীতির পর নিক্সন-ইন্দিরা ও ভারতের সম্পর্কের যে জটিলতা এবং পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর বাংলাদেশে সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন হওয়ার পর আমেরিকাকেও কিন্তু সেই সার্বভৌম রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে মেনে নিতে হয়। সেই লড়াই কিন্তু আজও চলেছে। এবারও নরেন্দ্র মোদি তাঁর মার্কিন সফরে এই লড়াইয়ে লড়ে বাংলাদেশের জন্য যথেষ্ট আশ্বাস অর্জন করতে পেরেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রেও এখন আর্থিক সংকট চরমে। সেখানে তিনটা ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেছে। আর্থিকভাবে ঋণগ্রস্ত আমেরিকা। বাইডেনকে সংসদের মুখোমুখি হতে হয়েছে। সেই ঋণমুক্তির ওয়ে আউট কী হতে পারে, তা নিয়ে সংসদে আলোচনা করতে হয়েছে। বিরোধীরা অবশ্য বাইডেনকে এ ব্যাপারে সমর্থন করেছেন। একটা ঋণমুক্তির রাস্তা বের করেছে সংসদ। এ অবস্থায় চীন একটা মস্ত বড় থ্রেট। সেখানে চীনের মোকাবেলায় ভারতকে সঙ্গে রাখা আমেরিকার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ। যে কারণে এবারের দি ইকোনমিস্ট পত্রিকারও প্রচ্ছদ নিবন্ধ হচ্ছে যে আমেরিকার বেস্ট ফ্রেন্ড এখন ভারত। আমেরিকাকে ভারত যতই অপছন্দ করুক না কেন, ভারত আমেরিকার বেস্ট ফ্রেন্ড। এটা ইকোনমিস্টের মতো পত্রিকার প্রচ্ছদ নিবন্ধের বিষয়।

এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এবারে বাংলাদেশসহ এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে দুটি তথ্য দিয়েছে আমেরিকান পররাষ্ট্র দপ্তর। প্রথমত, বিশদভাবে যুক্তরাষ্ট্র তার স্বার্থের জন্য ভূমিকা রাখতে দ্বিধা করবে না। আর দ্বিতীয়ত, স্বার্থগুলো যখন এই অঞ্চলের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তখন ভারত সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদার। ওয়াশিংটন ডিসিতে পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখ্য উপ-মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

নামাজের সময়-সূচী

জুন	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	১	২
ফজর	৩.৪৬	৩.৪৬	৩.৪৭	৩.৪৭	৩.৪৮	৩.৪৯	৩.৪৯
সূর্যোদয়	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৭	৫.২৭
জোহর	১২.৫৯	১২.৫৯	১২.৫৯	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০
আসর	৬.১৩	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৪
মাগরিব	৮.৩২	৮.৩২	৮.৩২	৮.৩২	৮.৩২	৮.৩২	৮.৩২
এশা	১০.১২	১০.১২	১০.১২	১০.১২	১০.১২	১০.১১	১০.১১

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

‘মানুষের আদলে মানুষ’

॥ হাজেরা ইয়াসমিন ॥

পৃথিবী নামের সুন্দর এই গ্রহে মানুষেরই আধিপত্য আছে, তার আছে স্বাধীনতাও। সব প্রাণীর সেরা প্রাণী হলো মানুষ। এর পেছনে অকাট্য যুক্তিও আছে। আবার মানুষকে বলা হয় দ্বিজ, যার অর্থ দুবার জন্মগ্রহণকারী। জন্মের পর প্রথম দিকে অন্য সব প্রাণীর মতো থাকে নিরীহ। পরবর্তীতে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমেই ভালো মানুষ পরিচয় লাভ করে। প্রায়ই দেখা যায়, মানুষ অধিকার বা কর্তব্যসচেতন। এর পাশাপাশি দায়িত্ব সচেতনতাবোধ খুব একটা চোখে পড়ে না। অথচ কর্তব্য এবং দায়িত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি থাকলে অন্যটিও থাকতেই হবে। এর হেরফের হলেই ত্রুটি-বিচ্যুতিসহ বিভিন্ন অঘটনের সম্ভাবনা থাকে। কথায় বলে, ‘প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না।’

মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। দোষ-গুণের সংমিশ্রণ থাকবেই মানব চরিত্রে। মানুষ ষড়রিপু কবলিত প্রাণী। এই ষড়রিপু না আছে ফেরেশতার মধ্যে, না আছে পশুর মধ্যে। আমার তো মনে হয় যে, ফেরেশতারা ষড়রিপু-কবলিত নয় বলেই তারা আল্লাহর প্রতিটি আদেশ যথাযথ ও নির্ভুলভাবে পালন করতে সক্ষম হন। যদি থাকত তাহলে তাদেরও ভুল হতো এবং দোষ করতেন তারাও। অপর দিকে পশু-পাখি এবং কীট-পতঙ্গগুলোকে আল্লাহ যে যে আচরণিক বৈশিষ্ট্যাবলি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, এরা তাই-ই করে থাকে। ইচ্ছার স্বাধীনতা বা স্বীয় মতামতের ধারেকাছেও না এরা। সুতরাং এদের কোনো জবাবদিহিতাও নেই। আর এদের অপরাধ করার নেই কোনো অপশন এবং বিশেষ গুণ প্রদর্শন করে কৃতিত্ব অর্জনেরও প্রশ্ন আসে না।

মাখলুকাতের আরো একটি সৃষ্টি হলো, জিন জাতি। এরা পৃথিবীতে বসবাসকালে এতটাই সীমা লঙ্ঘন করে ফেলেছিল, যার ফলে মহান আল্লাহ এদেরকে পৃথিবী থেকে অপসারিত করে তারপর মানুষ সৃষ্টি করে পাঠালেন তাঁর এই সুন্দর পৃথিবীতে। সুতরাং ফেরেশতাকুল, পশুকুল, জিনকুল ও মানবকুল... এ সবগুলোর মধ্য থেকে মানবকুলকেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে সেই শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরিয়ে দিয়ে সম্মানিত করলেন মহান আল্লাহ তায়ালা। মাটির তৈরি আমাদের আদি পিতা আদম আ:-কে আল্লাহর হুকুমে নূরের তৈরি ফেরেশতাদের দিয়ে সেজদা করানোর মধ্য দিয়ে আমাদের মহান রব মানবজাতিকে যে সম্মান দিলেন, তা মূলত কীসের ইঙ্গিত বহন করে? আল্লাহ প্রদত্ত এত বড় সম্মান রক্ষা করা আমাদের একান্ত দায়িত্ব।

একমাত্র মানুষের মধ্যেই আছে ষড়রিপু, আছে বিবেক-বুদ্ধি আর আছে ইচ্ছার স্বাধীনতা। আর এখানেই আসল কাহিনী। মানুষের বিবেকের সাথে আছে আবেগও। কারো হাতে যদি একটি ধারালো ছুরি থাকে, আর ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে বলেই এর সদ্ব্যবহার ও অপব্যবহার দুটোই করতে পারে। কেউ চাইলে এটি দিয়ে যেমন মানুষ খুন করতে পারে, আবার কেউ ইচ্ছা করলে এটি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে ফুলের চাষও করতে পারে।

হিসাব করতে হয় সাধারণ মানুষদের নিয়ে। সব সাধারণের মধ্যে আবার থাকে কিছু কিছু ব্যতিক্রমও। এই ব্যতিক্রম থাকাটিও কিন্তু স্বাভাবিক। তবে ব্যতিক্রমদের সাধারণের মধ্যে টেনে নিয়ে আসা উচিত হবে না। ব্যতিক্রম তো ব্যতিক্রমই। এখন এই সাধারণের মধ্য থেকেই বাছাই করে নিতে হবে উত্তম, মধ্যম আর অধমদের। সাধারণেরা শতভাগ ভালো বা শতভাগ মন্দ হবে না। এর মধ্যেও শ্রেণিবিভাজন করতে হয়। এই যেমন ৮০ শতাংশ ভালো গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেই মোটামুটি ভালো মানুষ হিসেবে স্বীকার করে নেয়া যায়। বাকি ২০ শতাংশ মন্দের দিকটি থেকে যায়। এতে তেমন একটা সমস্যা নেই। অথবা এরা এই সামান্য ভুলগুলোকে শুধরে নিতে পারলে তখন এরাই হবে উত্তম। এর বেশি আশা করে কষ্ট বাড়িয়ে লাভ নেই। কিন্তু যারা বিবেককে হত্যা করে কবর দিয়ে পরের অনিষ্ট সাধন করে হলেও নিজের সুখ কিনে নিয়ে নোংরা অট্টহাসি হাসে, যেকোনো মূল্যেই হোক নিজ স্বার্থ হাতিয়ে নিয়ে পরের দীর্ঘশ্বাস দীর্ঘ থেকে দীর্ঘায়িত করতে কুণ্ঠিত হয় না, পঞ্চইন্দ্রিয়ের জঘন্য প্রয়োগের দ্বারা কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, যা পশু দ্বারা কখনো ঘটে না; এরাই হলো নোংরা নর্দমার জঘন্যতম কীট। এরা মানবজীবনের আপদস্বরূপ। এদেরকে ‘পশু’ বলে গালি দিলে পশুদের অপমান করা হয়। সমাজবিধ্বংসী এই কীটগুলো বরং মহা দাপটেই চরে বেড়ায় মূল্যবান লেবাস ও দামি পারফিউমের আধিক্যে নিজেকে আড়াল করে!

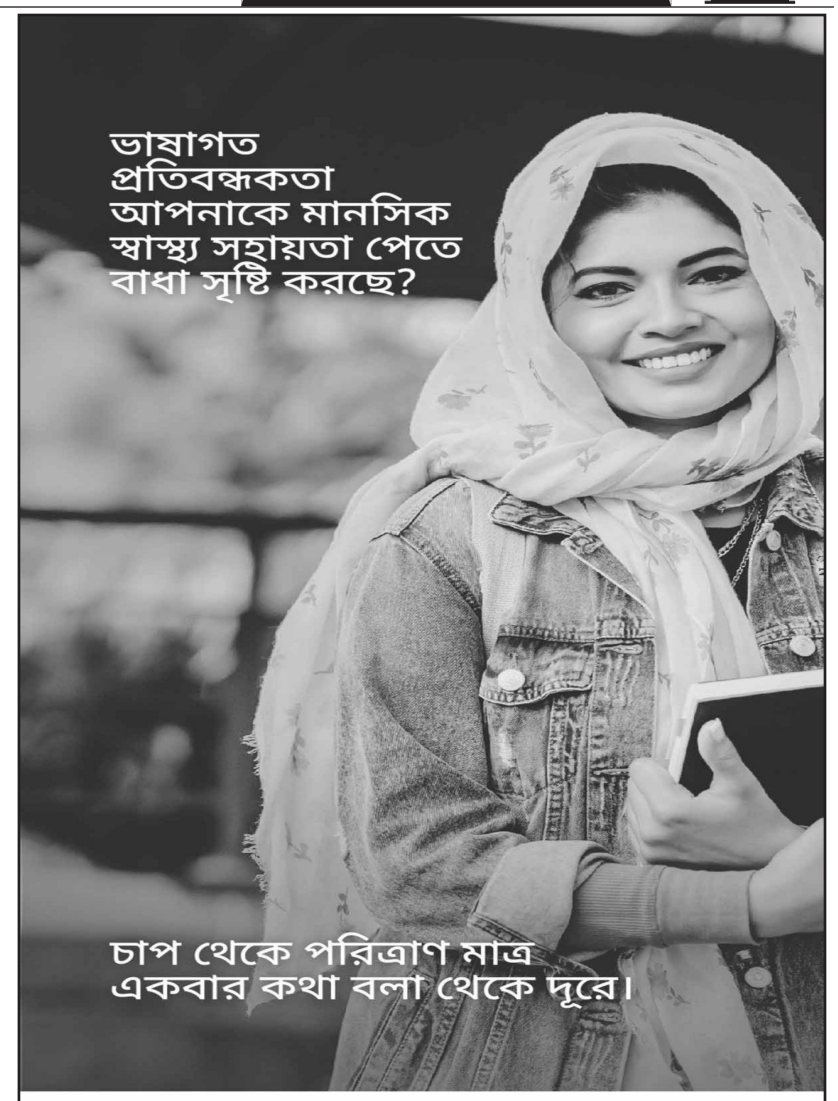
আসলে উত্তম তো তারাই, যারা পরোপকারী হয়। এতে নিজের কিছুটা ক্ষতি হলেও তারা মানুষের উপকার করেই শান্তি পায়। এরা স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় বেশ যত্নশীল। আর মধ্যম তারাই, যারা অপরের এবং উপকার এ দু'টির কোনোটিই সচরাচর করে না। অর্থাৎ সময় ও সুযোগ পেলে কারো উপকারে এগিয়ে আসতে দেখা যায় এদেরকে। তবে ভুলেও কারো অপকার করে না। আর মন্দেরা! নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য এমন কোনো কাজ নেই যা তারা করে না। পৃথিবী গোল্লায় গেলেও এদের কিচ্ছু যায়-আসে না। একেই বলে ঋণাত্মক মানসিকতা। এরা মিথ্যা বলায় বেশ পারদর্শী। এদের মিথ্যাগুলো সত্যকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় এক নিমেষে। বিশেষ করে ভালো মানুষ সেজে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে, আবার তা সময়মতো ভঙ্গ করা এদের কাছে পান্তাভাতের মতো। এরাই হলো মুনাফেক। এদের মুখোশ একবার উন্মোচন হয়ে গেলে তার কাছে কেউ ঘেঁষতেও চায় না, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। এতে অবশ্য এদের আফসোস হয় না। তবে যে লোকটি মুখ ফিরিয়ে নিলো, যা সর্বনাশ হওয়ার তা কিন্তু হয়েই গেছে। মানুষের কাছে মানুষ মাথা নত করে এক শ্রদ্ধায়, আর এক ভয়ে। সর্বনাশের ভয়ে মন্দ লোকের কাছেও মানুষ মাথা নত করে।

মনোবিজ্ঞানী রিচার্ড ওয়াইজম্যান বলেছেন, ‘প্রতিদিনই জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মিথ্যা বলে।’ তিনি আরো বলেন, ‘আমরা মিথ্যা বলায় বেশ ভালো, মিথ্যা শনাক্তকরণে বেশ বাজে।’ সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, ৫ শতাংশ মানুষ দাবি করে যে, তারা কখনোই মিথ্যা বলেনি। লক্ষ করলে বোঝা যায়, মিথ্যা বলা থেকে শুরু করে অন্য যত খারাপ কাজ আছে, বেশির ভাগই সচরাচর করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় বড়লোক (তথাকথিত) ও ছোটলোকদের (গরিব ও অসহায়) মধ্যে। বড়লোকদের নেশা আর ছোটলোকদের পেশা। বিলাসিতার আধিক্যে এরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে কুপ্রবৃত্তিতে নিমগ্ন হয়। পাশাপাশি পেটের দাবি মেটাতে গিয়ে গরিবরা কুকর্মে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়।

রসিকতা করে যদি বলি তাহলে এভাবে বলতে পারি- মিথ্যা বলা সাধারণের জন্য অপরাধ, প্রেমিকের কাছে কৌশল, অবিবাহিতদের কৃতিত্বপূর্ণ কাজ আর বিবাহিতদের রমণীয় অভ্যাস। তবে মনীষী সারা পেশার্ভের চমৎকার একটি উক্তি না দিয়ে পারছি না, ‘মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না, এমন কী যখন সে সত্য কথাও বলে।’ আর গল্পের সেই মিথ্যাবাদী রাখালের কাহিনী কে না জানে? আসলে মিথ্যা বলতে বলতে মানুষ তার স্বয়ংক্রিয়তা হারিয়ে ফেলে যা তার নিজের জন্যও ভয়াবহ। এরা সার্বক্ষণিক অতৃপ্তির মর্মজ্বালায় পুড়ে। প্রশান্তি তাদের থেকে যোজন যোজন দূরে আত্মগোপন করে থাকে।

জর্জ বার্নার্ড শ যথার্থই বলেছেন, ‘মিথ্যাবাদীর শাস্তি হলো তাকে কেউ বিশ্বাস করে না এবং সেও অন্যদেরকে বিশ্বাস করতে পারে না।’ বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ বলেছেন, ‘মিথ্যা বলা মানে, আত্মার ক্ষয়।’ পৃথিবীর একটি অলিখিত নিয়ম হলো, পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে শেষ পর্যন্ত ভালো ও মন্দ লোক থাকবে। গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো- কিছু লোক খারাপ কাজ করে তাদের টাকা নেই বলে। আর কিছু লোক খারাপ কাজ করে তাদের অনেক টাকা আছে বলে। যাদের মস্তিষ্কে পচন ধরে গেছে, তারা সমাজকে না পচিয়ে মরবে না। বিশাল দেহী, সুন্দর গড়ন, জড়োয়া পোশাক, চটকদার বাড়ি-গাড়ি জীবন উপভোগ করতে তো নিষেধ নেই। কিন্তু এই যে বৈভব, স্বর্গের সাথে পাল্লা দিয়ে সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ, ভোগ বিলাস... এসবের পেছনের করুণ ইতিহাস (যদি থাকে) যখন কথা বলে উঠে, তখন যে দম বন্ধ হওয়া দুর্গন্ধে মাছিও ভেড়ে না, তখন, হ্যাঁ তখন, আপনি, এই আপনি শুধুই কয়েক বস্তা গোশত হাড্ডি ছাড়া আর কিচ্ছু না। আপনাকে কেউ চায় না। মৃত্যুর পর আপনি শুধু সার তৈরিতেই কাজে লাগতে পারেন, যদিও সেই সার ব্যবহার করার সময় মানুষ নাক সিঁটকিয়ে আপনার কথা উচ্চারণ করবে। সুতরাং আপনার মৃত্যুর অপেক্ষায় থেকে মানুষগুলো হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চায়। ভূপৃষ্ঠ নয়; বরং ভূগর্ভ আপনাকে কামনা করে, এমনটি যেন না হয়। কেননা, আপনার এই ৭০-৮০ কেজি গোশত আর হাড্ডিতে কারো প্রয়োজন নেই, যখন আপনি শুধুই একজন গোশতসর্বস্ব মানুষ, গোশত বহনকারী একজন মানুষ ছাড়া আপনার আর তেমন কোনো পরিচয় নেই!

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, হাজী অছি আমরুন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়,ঝিনাইগাতী, শেরপুর



প্রায় 200 জন সেবা প্রদানকারী যারা 17টি এশীয় ভাষায় কথা বলেন এবং ভাষা, অবস্থান, ইনস্যুরেন্স এবং আরও অনেক কিছু ফিল্টার করতে পারার সুবিধা থাকায় আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য ডাইরেক্টরি সঠিক থেরাপিস্টকে খুঁজে পাওয়া সহজ করে তোলে যিনি আপনার প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে পারবেন।

এশিয়ান মানসিক স্বাস্থ্য ডাইরেক্টরি

mhd.aafederation.org



বাংলাদেশ কী এক স্নায়ুযুদ্ধের মুখোমুখি হচ্ছে

॥ সালাহউদ্দিন বাবর ॥

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচন নিয়ে এখন নানা কথা হচ্ছে। এটি স্বাভাবিক। কেননা, নির্বাচনের সময় খুব দূরে নয়। আর একটি কথা এখানে যোগ করা যেতে পারে, গত দুই সংসদের নির্বাচন নিয়ে হাজারো কথা ও শত প্রশ্ন রয়েছে। তাই আসন্ন নির্বাচনের রূপ স্বরূপ নিয়ে মানুষের মন-মগজে ক্ষণেক্ষণে আশার আলো-ছায়ার খেলা চলছে। এমন খেলার প্রধান পক্ষ অবশ্যই ক্ষমতাসীন শক্তি ও তাদের প্রতিপক্ষ। প্রতিপক্ষ আন্দোলন করছে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, অর্থনীতি পুনরুদ্ধারসহ আর সব ধ্বংস করে দেয়া চাওয়া-পাওয়া ও অধিকারগুলো যথাস্থানে পুনঃস্থাপনের জন্য। এ সংক্রান্ত যাবতীয় অধিকারসংক্রান্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হলে প্রতিপক্ষ শক্তিগুলো মনে করছে পক্ষশক্তির বিকল্প অনুসন্ধান একান্ত অপরিহার্য।

অন্যদিকে ক্ষমতাসীনরাও বসে নেই তার কৌশল, অপকৌশল সব কিছুই তাদের বিবেচনায় থাকছে এবং কার্যক্রমে অনুসৃত হচ্ছে। যেমন তাদের আয়ত্তে যা কিছু আছে সবই তারা করছে পরবর্তী নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আসার জন্য। ইতোমধ্যে যে বিষয়টি হয়তো তাদের কাছে প্রথম ও সর্বোচ্চ প্রাধান্য পাচ্ছে, তা হলো এখনই প্রশাসনকে নিজেদের অনুকূলে বিন্যস্ত করে নেয়া। সবাই অবহিত যে, সরকার বেশ কিছু উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তার চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করছে। উপর থেকে জেলাপর্যায় পর্যন্ত প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে তাদের বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত অফিসারদের পদায়ন করছে। তারা আন্তর্জাতিক বলয়ে পশ্চিমের এক্সিস থেকে সরে এসে ভারত চীন-রুশ বলয়ে পাকাপোক্তভাবে আসন গেড়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এসব পদক্ষেপ তাদের কতটা শেষ রক্ষা করতে সক্ষম হবে। সবাই জানেন, বিরোধী দল বলতে প্রায় সব প্রতিপক্ষ শক্তি এখন এটি অনুভব করছে এবং ক্ষমতাসীনদের সব প্রস্তুতির খবর অবশ্যই তাদের লক্ষ্যসীমায় রয়েছে। তারা (ক্ষমতাসীনরা) বস্তুত বিনাযুদ্ধেই প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে লক্ষ্যেই এখন দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। সবাইকে আরো মনে রাখতে হবে, ক্ষমতাসীনরা যে নতুন আন্তর্জাতিক বলয়ে নাম লিখিয়েছে সেই নতুন বলয় থেকে অত্যন্ত খোলামেলা ও স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে, তারা বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন শক্তির অবস্থানকে সঠিক বলে মনে করে। শুধু মনে করে না সেজন্য সব প্রকার সহযোগিতা দেবে ক্ষমতাসীনদের স্বঅবস্থানে টিকে থাকার জন্য। আসলে সব মিলিয়ে এসব অগ্রগতি শুধু সরকারের প্রতিপক্ষের জন্য দুঃসংবাদ নয়; দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্যও সেটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। কেননা, যে কারণে দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতির ইতিবাচক উন্নতি ঘটার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না; বরং সামগ্রিক পরিস্থিতির অবনতি অনিবার্য হবে। এর প্রধান দুই কারণ হচ্ছে- প্রথমত, এই অক্ষম প্রশাসনের পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনাই আর হয়তো থাকবে না। দ্বিতীয়ত, সরকার যে নতুন বলয়ে প্রবেশ করছে তাদেরও কোনো সক্ষমতা এমন নেই যে, বাংলাদেশে এই মুহূর্তে যে অর্থনৈতিক সঙ্কট চলছে তা থেকে উত্তরণের জন্য দুই পয়সা দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করবে।



অথচ পশ্চিম বলয়ের যেসব শক্তিকে বর্তমান সরকার বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছে তাদের ঋণ অনুদান নিয়েই বাংলাদেশ এখনো চলছে। আরো ভয়ের বিষয়, বাংলাদেশের মাথায় এখন বিপুল ঋণভার। যেকোনো মুহূর্তে সেই ভারে দেশ অতল সায়রে ডুবতে পারে। সরকার প্রকৃতপক্ষে এই মুহূর্তে সব রকম অর্থনৈতিক সক্ষমতা হারিয়েছে। তাদের ঘাড় ঘুরানো এতটুকু স্পেস সম্ভবত এখন আর নেই। সরকারের নতুন বন্ধুদের পক্ষে এখানে কোনো ভূমিকা রাখার সক্ষমতা যে নেই, সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কোনো আর্থিক সহায়তা নিয়ে তাদের পক্ষে এগিয়ে আসা সম্ভব হবে না। উপরন্তু তাদের দেয়া ঋণের যে সুদ সেটিই পাওয়ার জন্য রুশদের প্রবল চাপ রয়েছে। অনেক সময় খড়কুটো ধরেও মানুষ বাঁচতে চায়। ক্ষমতাসীন মহল এখন সেই খড়কুটো ধরেই যেন ভেসে থাকতে চাচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, এই সিদ্ধান্তেই এখন তারা পৌঁছেছে যে, জনগণের প্রতি তাদের যেহেতু তেমন কোনো প্রতিশ্রুতি নেই তাদের ওপর ভরসা করা দরকারও নেই। অতীতে জনগণকে দূরে রেখে ভোটের নামে যে সব কীর্তিকলাপ করা হয়েছে, এখন সামনেও লোক দেখানো বা লোক হাসানোর মতো হলেও তেমনি কিছু করে পগার পার হওয়ার চেষ্টায় তারা সংকল্পবদ্ধ। তা ছাড়া তাদের 'তিন মুরব্বি' বলা হোক বা সুহৃদ বলা হোক; তারা সরকারকে খোলা চেক দিয়ে দিয়েছে। ক্ষমতাসীনরা যেকোনো অবস্থান নিক, তিন সুহৃদ তাদের নেত্র বন্ধ রেখে তাদের সাথেই থাকবে। জনঅভিপ্রায়কে দুই সুহৃদ নিজেদের দেশেই তোয়াক্কা করে না। ভিন্ন দেশে এসব ভেবে তাদের 'মূল্যবান সময়' নষ্ট করতে এতটুকু আগ্রহী হওয়ার কথা নয়।

অথচ বিএনপিসহ সরকারের অপর সব প্রতিপক্ষ কিন্তু আম মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দিয়েই চলেছে। জনসমাবেশ করে গণতন্ত্রসহ আর সব হৃত বিষয় বা অধিকার আদায়ের জন্য সহযোগিতা কামনা করছে। বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সমর্থনদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পশ্চিমের গণতান্ত্রিক শক্তি তাদের আদর্শগত অবস্থান থেকেই বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনরত উপরোল্লিখিত শক্তিগুলোকে নৈতিক ও পরোক্ষ সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। এখানে পশ্চিমের শক্তির নৈতিক অবস্থানের বিষয়টি আরেকটু গভীরভাবে চিন্তা করলে ভিন্ন একটি বিষয় পরিষ্কার হবে। সূর্যোদয়ের দেশ জাপানের পর থেকে বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত যেসব দেশ রয়েছে, সেসব দেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পরিস্থিতি এখন অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় রয়েছে। এসব অঞ্চলের শাসকগোষ্ঠীর, যারা গণতন্ত্রের 'গ' ও মানবাধিকারে 'ম' বলতে কিছু বোঝে না, তাদের প্রতি রুশ-চীন বলয়ের আশীর্বাদ শুভেচ্ছা পুরোপুরি বহাল রয়েছে। এই সম্মিলিত শক্তির প্রভাব মিয়ানমার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এখন তাদের লক্ষ্য বাংলাদেশের দিকে কি-না সেটাই বড় প্রশ্ন। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক শক্তি এখন কোন অবস্থানে থাকবে, তারই পরিষ্কার আভাস ইঙ্গিত কিন্তু উপরে দেয়া হয়েছে। আবারো ফিরে আসি পশ্চিমের গণতান্ত্রিক শক্তি ও রুশ-চীনের বাংলাদেশ নিয়ে তাদের ভিন্ন অবস্থান প্রসঙ্গে। বাংলাদেশের জনগণ সবসময় গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকে তাদের 'লাইফস্টাইল'-এর সাথে একীভূত করে নিয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে ও তারও আগে থেকে এ দেশের মানুষ এসব প্রশ্ন নিয়ে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তাই পশ্চিমের সাম্প্রতিক ভূমিকাকে তারা ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছে। অন্যদিক রুশ-চীন বলয়কে কখনোই তারা তাদের সুহৃদ শুভাকাঙ্ক্ষী বলে মনে করে না। তাই এই দুই বলয়ের শক্তিকে এক পাল্লায় তোলা কোনোক্রমেই যৌক্তিক নয়। আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ না করলেই নয়। সেটা হলো, বর্তমান প্রশাসন রুশ-চীন এই দুই দেশকে অযৌক্তিকভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে একান্তই স্বীয় স্বার্থে। বাংলাদেশকে এখন হয়তো একটা দীর্ঘ স্নায়ুযুদ্ধের মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। দেশের স্বার্থ না দেখে গোষ্ঠী স্বার্থের প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টি কোনো বিবেচনাতেই অনুমোদন দেয়া জনগণের পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভবত এসব কারণেই জনগণ ক্ষমতাসীনদের ব্যাপারে সন্দিহান।

ইতোমধ্যে কূটনীতিক মহল কিন্তু উদ্বিগ্ন বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অগ্রগতি লক্ষ করে। পশ্চিমা বিশ্ব বাংলাদেশ থেকে শুধু আমদানিই করে। বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে তৈরী পোশাক তারা সবচেয়ে বেশি আমদানি করে থাকে। যার পরিমাণ বাংলাদেশের তৈরী পোশাকের ৮৫ শতাংশের বেশি। অথচ চীন শুধু বাংলাদেশে পণ্য রফতানি করে এবং সে দেশটি বাংলাদেশের পণ্য আমদানির সবচেয়ে বড় উৎস হয়ে উঠেছে। আবার অতি মূল্যের অধিকাংশ মেগা প্রকল্পের ঠিকাদারি চীনা কোম্পানিগুলো পাচ্ছে। সে প্রতিষ্ঠানগুলো বিপুল মুনাফা এখান থেকে তুলে নিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে চীন তার অর্থনৈতিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে শর্তহীনভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমের শক্তি যদি বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থানকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে; কেবল মাত্র দুটো ক্ষেত্রে তাদের বর্তমান অবস্থানকে পুনর্মূল্যায়ন করতে চায় এবং অন্য পন্থা অবলম্বন করে সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে পরিস্থিতির উদ্ভব হবে সেটা সামাল দেয়ার কোনো সক্ষমতাই সরকারের নেই। বস্তুত এসব অগ্রগতি ভয়াবহ এক সঙ্কট দেশকে কাঁপিয়ে তুলতে পারে। তাই আমাদের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়াই সমীচীন।

সবাইকে এ কথা মনে রাখতে হবে কেউই সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে নয়। দীর্ঘ ১৫ বছর ক্ষমতার চর্চা কী যথেষ্ট নয়। তার পরও যদি কারো ক্ষমতা চর্চার অভিলাষ পূরণ না হয় তবে জনগণের কাছে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে ম্যানডেট গ্রহণ করা যেতে পারে। যদি জনগণ তাদের অতীতের কার্যক্রমকে ইতিবাচক বলে মনে করে তাদের হাসিমুখে বরণ করে নেয় তবে কারোই 'বেজার' হবার কোনো অবকাশ থাকে না। এ দেশ বড় গরিবের দেশ, একে নিয়ে কারোই ছলাকলা করার সুযোগ আছে কি না নিজেদের বিবেককে একবার প্রশ্ন করে দেখুন। কী জবাব আসে।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
অথবা ১ মিলিয়ন বা সমমানের ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
চলে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৩ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিণ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

কোরবানি : পশু নিয়ে মানুষ কান্ড

॥ রিন্টু আনোয়ার ॥

সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় গরুর আগমন রুখতে কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়েছে বিজিবি। একটি অসাধু চক্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর জাল করে বিট বা খাটাল স্থাপনের ভুয়া অনুমোদনপত্র তৈরি করে সীমান্ত দিয়ে গরু আনার চেষ্টার খবর জেনেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-বিজিবি। বিষয়টি জানতে পেরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে তারা। মন্ত্রণালয় অসাধু ও প্রতারক চক্রের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য শাহবাগ থানায় একটি মামলা করেছে। এ মর্মে সংস্থাটির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সম্প্রতি কিছু চক্র মন্ত্রণালয় ও দফতরের ভুয়া অনুমোদনপত্র তৈরি, ভুয়া পরিচয় ব্যবহারসহ নানা রকম প্রতারণার মাধ্যমে গরু চোরাচালানের অপতৎপরতা চালাচ্ছে। সীমান্ত দিয়ে যেন অবৈধভাবে কোনো গরু দেশে ঢুকতে না পারে, সে বিষয়ে গোয়েন্দা নজরদারির পাশাপাশি অভিযানও বাড়ানো হয়েছে।

ঢাকা মহানগর পুলিশ-ডিএমপির অ্যাকশনের বার্তা কিছুটা ইন্টারেস্টিং। ঈদুল আজহা উপলক্ষে কোরবানির পশুবাহী ট্রাক থামিয়ে চাঁদাবাজি করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করেছেন ডিএমপি কমিশনার। তার হুকুম, পশুবাহী কোনো ট্রাক থেকে কোথাও গরু নামাতে বাধ্য করা যাবে না। হাটে নেওয়ার জন্য গরু নিয়ে টানাটানি করা যাবে না।

কোরবানির পশুর হাটের নিরাপত্তা, মানি এসকর্ট, জাল নোট শনাক্তকরণ, সার্বিক আইনশৃঙ্খলা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে পুলিশের বিশেষ সমন্বয় সভাও হয়েছে। সেখানে ২৫ জুনের আগে কোনো গরু হাটে না উঠানোর নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে। পুলিশ প্রধান-আইজিপির নির্দেশনা আরো কড়া। পশু পরিবহনে কেউ বাধা দিলে নিকটস্থ থানা অথবা জাতীয় জরুরি সেবার ৯৯৯ নম্বরে ফোন দিলেই কড়া অ্যাকশনের বার্তাও দিয়েছেন তিনি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বিজিবি, পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর এসব হুকুম বা নির্দেশনার একটিও গরু-ছাগলসহ কোনো পশুর উদ্দেশ্যে নয়। প্রতিটির উদ্দেশ্যই মানুষ। কোথাও কোনো গরু বা ছাগল কোনো পশুত্বের কাণ্ড বা অনিয়ম করেনি। পশুত্বের কাণ্ডগুলো মানুষেরই করা। ভারত থেকে কখনো কোনো পশু নিজে নিজে আসেনি। তাদের আনা হয়েছে। গরুরা তাদের দাম হাঁকায় না। মানুষই তা করে। বোবা প্রাণীগুলোকে নিয়ে-দিয়ে চাঁদাবাজিসহ পশুত্বের যাবতীয় কায়কারবার আশরাফুল মাখলুকাত মানুষই করে। গরু-ছাগলসহ পশুদের হাট পশুরা বসায় না। বসায় মানুষই। এবার ঢাকা মহানগরে স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলিয়ে ২১টি পশুর হাটসহ সারা দেশের হাটগুলোও তাই। এই মানুষরা আবার যেনতেন মানুষ নয়, হোমড়া-চোমড়া বা বিশিষ্টজন। এবার রাজধানীর আফতাবনগরে পশুর হাট বসাতে দেয়া ইজারা বিজ্ঞপ্তির কার্যক্রম স্থগিত করতে হাইকোর্ট পর্যন্ত যাওয়া মানুষেরই কাজ। কোনো পশু সেখানে যায়নি। আবার স্থগিত আদেশ চার সপ্তাহের জন্য স্থগিতের যাবতীয় কাজ, বাদি-বিবাদি, উকিল-মোক্তার বিচারপতি সবাই মনুষ্য সোসাইটির। পশু কমিউনিটির কেউ নয়।

এবার পশুর প্রচুর উৎপাদন-মজুদ মানুষই করেছে। দামও বেশির ব্যবস্থাও তাদেরই করা। গরুর কোনো ভূমিকা এখানে নেই। এবার দেশে গতবারের চেয়ে কোরবানির পশুর মজুদ বেশি। গত বছরের তুলনায় কোরবানির পশুর দাম বেড়েছে অন্তত ৫ শতাংশ। এদিকে অনলাইনে পশু বেচাকেনা জমানোর কৃতিত্বও মানুষেরই। বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মার্স অ্যাসোসিয়েশন-বিডিএফএ ধারণা করছে, নির্বাচনের বছর হওয়ায় অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার পশু বিক্রি কিছুটা বাড়বে। ওই নির্বাচনও মানুষেরই কাজ। কোথাও কোনো গরু-ছাগল-ভেড়া ভোটে প্রার্থী হবে না। আগে পশুদের জন্য করা, মন্ত্রণালয়ের নাম ছিল পশু মন্ত্রণালয়। এখন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। অধিদপ্তর তো আছেই। তাদের তথ্য বলছে, এ বছর কোরবানিযোগ্য মোট গবাদিপশুর সংখ্যা এক কোটি ২৫ লাখ ৩৬ হাজার ৩৩৩টি, যা গত বছরের চেয়ে ৪ লাখ ১১ হাজার ৯৪৪টি বেশি। এ বছর কোরবানির পশুর সম্ভাব্য চাহিদা ১ কোটি ৩ লাখ ৯৪ হাজার ৭৩৯টি। সেই হিসাবে এ বছর কোরবানির পরও দেশে ২১ লাখ ৪১ হাজার ৫৯৪টি পশু থেকে যাবে।

বিডিএফএ বলছে, গতবার লাইভ ওয়েট বা জীবন্ত পশু ওজনের মাধ্যমে দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতি কেজি ৪৬০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৪৭৫ টাকা পর্যন্ত দাম উঠেছিল। এবার তা শুরু হয়েছে প্রতি কেজি ৪৮০ টাকা দিয়ে। মোটাতাজা গরু লাইভ ওয়েটে প্রতি কেজি ৫০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। গত বছরের তুলনায় চলতি বছর গোখাদ্যের দাম ৩০ শতাংশের মতো বাড়ানোর কাজটিও মানুষের। ভুষি-খৈল দিয়ে প্রস্তুত করা গোখাদ্য প্রতি কেজি ৩২-৩৫ টাকা থেকে ৫০ টাকার আশপাশে। পানি-বিদ্যুৎ বাবদ খরচও বেড়েছে। তাতে বাজারে গরুর দাম ৫ শতাংশের মতো বেড়েছে। খাসি বা অন্যান্য পশুর ক্ষেত্রে দাম আরেকটু বেশি বেড়েছে।

মানুষের আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় গোখাদ্যের দাম যেভাবে বেড়েছে, সেই অনুপাতে পশুর দাম বাড়ানো যায়নি। সে ক্ষেত্রে খামারিরা লাভের অঙ্ক কমিয়ে গরু বিক্রিতে নেমেছেন। এবার মজুদকৃত পশুর মাঝে ৪৮ লাখ ৪৩ হাজার ৭৫২টি গরু-মহিষ, ৭৬ লাখ ৯০ হাজার ছাগল-ভেড়া এবং ২ হাজার ৫৮১টি অন্যান্য প্রজাতির গবাদিপশু। ঢাকা বিভাগে ৮ লাখ ৯৫ হাজার, চট্টগ্রাম বিভাগে ২০ লাখ ৫৩ হাজার, রাজশাহী বিভাগে ৪৫ লাখ ১১ হাজার, খুলনা বিভাগে ১৫ লাখ ১১ হাজার, বরিশাল বিভাগে ৪ লাখ ৯৩ হাজার, সিলেট বিভাগে ৪ লাখ ১০ হাজার, রংপুর বিভাগে ১৯ লাখ ৬২ হাজার ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৬ লাখ ৯৮ হাজার কোরবানিযোগ্য পশু রয়েছে।

রাজধানীসহ আশপাশে অনলাইনকেন্দ্রিক গবাদিপশু বেচাকেনা বাড়লেও গ্রামের কোরবানিদাতারা এখনো প্রথাগত গরুর হাটের ওপরই নির্ভরশীল। কোরবানির পশুর হাটে টাকার নিরাপত্তা নিয়ে ভয়ে থাকেন অনেকে। এই ভোগান্তি থেকে মুক্তি দিতে ঢাকা ও চট্টগ্রামের পশুর ১০টি হাটে 'ক্যাশলেস' বা নগদবিহীন লেনদেনের উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এসব হাটে নগদ টাকার পরিবর্তে কার্ডের মাধ্যমে টাকা পরিশোধ করে পশু কেনা যাবে। এ কীর্তি তো মানুষেরই আবিষ্কার। তারা ইজার্ডা ঠিক করে। নইলে নিয়ন্ত্রণ করে। তারা এক একজন পরাক্রমশালী। গেল বছরগুলোতে মোহাম্মদপুর বসিলার ৪০ ফুট রাস্তাসংলগ্ন 'বসিলা গার্ডেন'-এলাকায় অস্থায়ী হাটটি ২৯ লাখ ৭৫ হাজার টাকায় ইজারা পেয়েছিলেন মেসার্স শাহীন ইন্টারন্যাশনাল। এই প্রতিষ্ঠানটির মালিক মো: আমজাদ হোসেন; যিনি দারুস সালাম থানা আওয়ামী লীগের নেতা। এ বছরও তিনি নিলামে অংশগ্রহণ করেন। তবে ইজারা পাননি। উচ্চ দামে হাটের ইজারা বাগিয়ে নেন এনায়েত হোসেন ভূঁইয়া।

ক্যাসিনোকাণ্ডে মোহাম্মদপুরের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর তারেকুজ্জামান রাজীব ও ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মো: হাবিবুর রহমান মিজান গ্রেফতার হওয়ার আগে তারা এই হাট নিয়ন্ত্রণ করতেন। কিন্তু গ্রেফতারের পর নিজেদের সাম্রাজ্য হারিয়ে ফেলেন তারা। সম্প্রতি জামিনে মুক্ত হওয়ার পর তারা পুনরায় মাঠ দখলে নেমেছেন, ফিরে পেতে চান নিজেদের আধিপত্য। এ কারণেই নামসর্বস্ব একটি প্রতিষ্ঠানের নামে মোটা অঙ্কের টাকা দেখিয়ে রাজীবের বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিত এনায়েত হোসেন ভূঁইয়ার নামে হাটটি ইজারা নেয়া হয়েছে। দলীয় তেমন পদ-পদবি না থাকলেও ক্যাসিনোকাণ্ডে অভিযুক্তদের সঙ্গে ওঠা-বসার ছবি প্রায়ই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেন এনায়েত হোসেন। প্রায় তিন কোটি টাকা দিয়ে নেওয়া হাটে লাভ করা তাদের উদ্দেশ্য না। মূলত অনুসারীদের পুনরায় মাঠে একত্রিত করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চান তারা। সাত গুণের বেশি টাকায় হাটটি নেওয়া হলেও সেই টাকা উঠে আসার সম্ভাবনা না থাকলেও মাঠে নিজেদের জানান দিতে তাদের এই বিনিয়োগ।

এরপরও কোরবানির হাট জমবে। অনলাইনে পশু কিনলে কসাইখানার সুবিধাও মিলবে। মাংস প্রস্তুত করে বাসায়ও পৌঁছে দেওয়া হবে। এসব সুবিধা ঢাকাবাসীর জন্য। অনলাইনে যারা পশু বিক্রি করছেন, তারা গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী ভিডিও কল, ছবিতে গরুর সর্বশেষ অবস্থা জানিয়ে দিচ্ছেন। ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোও অনলাইনে হাটে নানান অফার দিচ্ছে। কেউ দিচ্ছে ফ্রি ডেলিভারি, কেউ দিচ্ছে ক্যাশব্যাক অফার এবং কারো রয়েছে গিফট হ্যাম্পার। নানাভাবে ক্রেতাকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা। অনলাইন হাটের উদ্যোক্তারা বলছেন, গতবারের চেয়ে এবার এখন পর্যন্ত অনলাইনে চাহিদা কিছুটা কম। তা হওয়ারই কথা।

তারপরও নাম-যশ কামাই করতে বেশি দামে গরু-ছাগল কেনার কৌশল বহু বছর ধরেই চলে আসছে। বড় সাইজের গরু-ছাগল-মহিষ কিনে এর পেছন-পেছন হেঁটে যাওয়া বা বাড়ির সামনে বেঁধে রাখার সার্কাসের সঙ্গে আমরা পরিচিত।

পবিত্র ঈদুল আজহা সামনে রেখে রাজধানীর দুই সিটি করপোরেশনে বসছে অস্থায়ী ১৭টি পশুর হাট। ইতোমধ্যে ১৫টি হাটের ইজারা চূড়ান্ত হয়েছে ৩৭ কোটি ৬৬ লাখ ১৪ হাজার টাকায়। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের আটটি অস্থায়ী হাটের ইজারা মূল্য ১৭ কোটি ১ লাখ ৩৭ হাজার টাকা। তবে এই হাটগুলোর সরকারি ইজারা মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল ৬ কোটি ৪ লাখ ৩০ হাজার টাকা। জানা গেছে, ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা পেয়েছেন সব হাটের ইজারা। প্রভাব-প্রতিপত্তি মিলিয়ে সারা দেশে অবস্থা কম-বেশি এমনই। সব সৃষ্টির সেরা জীব মানুষেরই হাতে। পশুত্ব-মনুষ্যত্ব- যার যার পারসোনাল ইস্যু। পশুত্বের একটা বিশাল বেনিফিসিয়ারি গোষ্ঠীও তৈরি হচ্ছে। খাচ্ছে-দাচ্ছে, জাবর কাটছে, মনুষ্যত্বের করুণ পরিণতি দেখছে- এগুলো কি কম সুখের? তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার কাছে আশপাশ থাকছে ভীত-সন্ত্রস্ত। তাও কি কম তৃপ্তির? হাট, ব্যবসা, কোরবানি সব কিছুই এখন পশু দিয়ে হলেও প্রমাণ, সবার উপরে মানুষ সত্য, তার উপর নেই।



MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো পবিত্র ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

শর্তসাপেক্ষ গ্রিনকার্ডঃ

গ্রিনকার্ডের আবেদনের সময় স্বামী/স্ত্রীর বিয়ের বয়স ২ বছরের কম হলে তখন তাকে শর্তসাপেক্ষ গ্রিনকার্ড বলে। শর্ত সাপেক্ষ এবং তার মেয়াদ হবে মাত্র ২ বছর। সে ক্ষেত্রে পরবর্তী পদক্ষেপ হতে শর্ত প্রত্যাহার এবং ১০ বছরের গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করা। লক্ষ্য হচ্ছে ইউএসএ'র পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হওয়া।

শর্তসাপেক্ষ গ্রিনকার্ড কী?

শর্তসাপেক্ষ গ্রিনকার্ডের অর্থ হচ্ছে অন্যান্য যে কোন গ্রিনকার্ডধারীর মতই ইউএসএ'তে থাকতে পারবেন। কাজ করতে পারবেন, তবে পূর্ণ ১০ বছরের গ্রিনকার্ড পাওয়ার পূর্বে তার মেয়াদ হবে মাত্র ২ বছর।

শর্তসাপেক্ষ গ্রিনকার্ড কখনও নবায়ন হয় না। যদি ২ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে শর্তসাপেক্ষ গ্রিনকার্ড আপটুডেট করে ১০ বছরের পূর্ণ গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন না করা হয়। তবে শর্তসাপেক্ষ গ্রিনকার্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে তাকে ইউএসএ ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। গ্রিনকার্ডের উপর লেখা 'সিআর' এর অর্থ হচ্ছে 'কনডিশনাল রেসিডেন্ট।

শর্তসাপেক্ষ পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি কি?

শতসাপেক্ষ পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি বা মাত্র ২ বছরের নবায়নযোগ্য গ্রিনকার্ড পেয়ে থাকেন- স্থায়ী গ্রিনকার্ডের পরিবর্তে। স্থায়ী গ্রিনকার্ড হচ্ছে ১০ বছর মেয়াদী এবং নবায়নযোগ্য।

অস্থায়ী গ্রিনকার্ড থেকে শর্তসমূহ প্রত্যাহার করার জন্য শর্ত সাপেক্ষ গ্রিনকার্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিনে তাকে স্থায়ী গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করতে হবে।

বিবাহ ভিত্তিক ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে নবায়ন প্রমাণ করতে হবে যে এই বিয়ে হচ্ছে প্রকৃত বিয়ে। এর পর ১০ বছরের মেয়াদী স্থায়ী গ্রিনকার্ড পাওয়া যাবে।

নিউইয়র্ক থেকে আবিদ হাসান লিখেছেন যে আপনাদের বিয়ের ২ বছর পূর্ন হবার আগে আপনার স্ত্রী কনডিশনাল গ্রিনকার্ড নিয়ে এদেশ এসেছেন। খুব তাড়াতাড়ি কনডিশনাল গ্রিনকার্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। আর গ্রিনকার্ড হারালে কেমন হবে এবং সময় মতো আবেদ ন করতে হয় নি। আপনার পরামর্শ কামনা রইলো।

করে ১০ বছর মেয়াদী স্থায়ী গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করতে হবে যথার্থ যুক্তি প্রদর্শন করতে না পারলে বিলম্বে ফাইল করার আবেদন ইমিগ্রেশন সাধারণত গ্রহণ করে না।

এক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে, যত দ্রুত সম্ভব আই-৭৫ ফরমে স্থায়ী গ্রিনকার্ডের আবেদন জানানোর পূর্বে প্রয়োজনে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে পরামর্শ করলে ভাল হয়। সময়মতো আবেদন না করার কারণ এ্যাফিডেভিট আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিতে হবে।

আগে তার মা-বাবাকে দেখার জন্য বাংলাদেশে গিয়ে সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর এক পর্যায়ে তাকে আর বাঁচানো সম্ভব হয় নাই। এমন দুঃকজনক ঘটনার পর আমি বিশেষ প্রয়োজনে আপনার পরামর্শ জন্য লিখছি।

আপনার কাছে আমার জানার বিষয় হচ্ছে আমার স্বামী বাংলাদেশে বসবাসকারী আমার সন্তানদের জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু এখনো আর তিনি জীবিত নেই। তার মৃত্যুর পর বাংলাদেশ আমার সন্তানদের কেসের অবস্থা কি হবে?



আমরা আগেই আলোচনা করছি যে, ২ বছর মেয়াদী শর্তসাপেক্ষ গ্রিনকার্ড নবায়ন হয় না। গ্রিনকার্ড হারিয়ে ফেললে আপনাকে ডুপ্লিকেট গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আপনার ডুপ্লিকেট গ্রিনকার্ডের মেয়াদ ও আপনার প্রকৃত গ্রিনকার্ডের মেয়াদও শেষ হবে হারিয়ে যাওয়া গ্রিনকার্ডের তারিখেই। ২ বছর মেয়াদ শেষে আপনার স্ট্যাটাসহীন বলে বিবেচিত হবেন এবং ইমিগ্রেশন আপনাকে রিপোর্ট করে দিতে পারবে। আপনাকে আই-৭৫১ ফরম পূরণ

এছাড়াও স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করার মত প্রমাণ আছে সেগুলো সংযুক্ত করে দেবেন।

নিউইয়র্ক থেকে সুফিয়া খানমের প্রশ্নঃ

আমার ছেলে ইউএস সিটিজেন। তার করা আবেদনে আমরা স্বামী-স্ত্রী এদেশে এসেছি। আমাদের অন্যান্য সন্তানেরা বাংলাদেশে থাকে। তাদের দেখতে আমরা স্বামী-স্ত্রী অল্প দিনের জন্যে বাংলাদেশে বেড়াতে যাই।

আমার স্বামী বাংলাদেশে বসবাসকারী সন্তানদের জন্যে আবেদন করেছেন। আমার স্বামী কিছুদিন

আমার স্বামীর করা আবেদন বলবৎ থাকবে কিনা? তাদের জন্য করণীয় কী?

আমার প্রশ্নের মতো প্রায় একই রকমের প্রশ্ন এই বিভাগে অনেক দেখেছি। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

সুফিয়া খানমের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনাদের ইউএস সিটিজেন সন্তানের আবেদনে আপনারা স্বামী-স্ত্রী এদেশে এসেছিলেন। এখানে আসার পর আপনার স্বামী বাংলাদেশে বসবাসকরী আপনাদের অন্যান্য সন্তানদের জন্য আবেদন করেছিলেন।

কিন্তু দুঃখজন ঘটনা হচ্ছে আপনার স্বামী আর বেঁচে নেই। আপনার স্বামী হচ্ছে আপনাদের সন্তানদের আবেদনকারী। এ ব্যাপারে নির্মম সত্য হচ্ছে আবেদনকারীর মৃত্যু হলে আবেদনেরও ইতি হয়ে যায়। তবে একজন সিটিজেন এবং আপনার সন্তানদের মা হিসেবে আপনি তাদের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে আপনার করা আবেদন আপনার স্বামীর করা আবেদনের প্রায়োরিটি তারিখ পাওয়া যাবে না। আপনাদের কেসের ব্যাপারে আরো কিছু কথা বলতে গেলে আপনাদের সম্পর্কে আরো কিছু তথ্যা জানা দরকার। এ ব্যাপার প্রয়োজনবোধে একজন এটর্নীর সাথে আলোচনা করতে পারেন।

জুন ২০২৩ ভিসা বুলেটিনঃ

ফ্যামিলি স্পন্সরড অগ্রাধিকারঃ

প্রথমঃ (এফ-১) ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাঃ ডিসেম্বর ১৫, ২০১৪।

দ্বিতীয়ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানেরা এবং অবিবাহিত পুত্রও কন্যাগণঃ

এ. (এফ-২এ) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরাঃ সেপ্টেম্বর ০৮, ২০২০।

বি. (এফ২বি) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যারা (বয়স ২১ বছর বা তার বেশি)ঃ সেপ্টেম্বর ২১, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ এফ-৩) ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র ও কন্যাঃ ডিসেম্বর ০৮, ২০০৮।

চতুর্থ (এফ-৪) প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই ও বোনেরাঃ এপ্রিল ০৮, ২০০৭।

আরো বিস্তারিত জানতে এবং কর্মসংস্থান সম্পর্কে জানতে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইড ভিজিট করুন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

২০২৩ সালের প্রাথমিক নির্বাচন সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি - ২৭ জুন, ২০২৩

প্রার্থীদের তালিকা (পরিবর্তন হতে পারে)

ক্রমশ

সকল দলের মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা- নিম্নোক্ত অফিস এবং পদের জন্য:

নিউ ইয়র্ক কাউন্টি

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১১৮ বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে নিউ ইয়র্ক কাউন্টির প্রাথমিক নির্বাচন মঙ্গলবার, ২৭ জুন, ২০২৩ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিসট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং দলীয় পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

ডেমোক্রেটিক পার্টি

কাউন্সিল সদস্য
১ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত করা হবে: ১ জন
কাউন্সিল সদস্য
২ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত করা হবে: ১ জন
কাউন্সিল সদস্য -
৯ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত করা হবে: ১ জন
কাউন্সিল সদস্য -
১০ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত করা হবে: ১ জন
সিভিল কোর্টের বিচারক
১ নম্বর পৌরসভা আদালত ডিসট্রিক্ট - নিউ ইয়র্ক, মনোনীত করা হবে: ১ জন
ডিসট্রিক্ট নেতা
ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট, ৬৮ পার্ট বি, নির্বাচিত হবে: ২ জন
ডিসট্রিক্ট নেতা
ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট ৬৮ পার্ট ডি, নির্বাচিত হবে: ২ জন
ডিসট্রিক্ট নেতা
ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট, ৭০ পার্ট ডি, নির্বাচিত হবে: ২ জন
ডিসট্রিক্ট নেতা
ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট, ৭২ পার্ট বি, নির্বাচিত হবে: ২ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি
৬৮ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১০ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি
৭০ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১২ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি
৭১ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১১ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি
৭২ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ৮ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি
৭৫ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১৩ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের বিকল্প প্রতিনিধি
৬৮ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১০ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের বিকল্প প্রতিনিধি
৭১ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১১ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের বিকল্প প্রতিনিধি
৭২ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ৮ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের বিকল্প প্রতিনিধি
৭৫ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১৩ জন

কাউন্টি কমিটি
০১৩/৬৫, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০১৫/৬৫, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০১৮/৬৫, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০১৯/৬৫, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি
০২৩/৬৫, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০২৫/৬৫, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০২৬/৬৫, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি
০২৭/৬৫, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০৩১/৬৫, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি
০৪২/৬৫, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০৪৩/৬৫, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০৪৫/৬৫, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি
০৪৮/৬৫, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০৫৮/৬৫, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি
০৬৩/৬৫, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি
০৬৫/৬৫, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০৬৬/৬৫, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০১২/৬৬, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি
০৩৪/৬৬, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি
০৩৭/৬৬, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি
০০৯/৬৮, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি
০২৩/৬৮, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০৬৮/৬৮, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি
০০১/৭০, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০০২/৭০, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০০৩/৭০, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি
০০৫/৭০, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০০৬/৭০, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০০৮/৭০, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০০৯/৭০, নির্বাচিত হবে: ২ জন

কাউন্টি কমিটি
০১১/৭০, নির্বাচিত হবে: ২
কাউন্টি কমিটি
০১২/৭০, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি
০১৪/৭০, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০২২/৭০, নির্বাচিত হবে: ৩ জনগ্রুপ
কাউন্টি কমিটি
০৩৬/৭০, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০০৭/৭১, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি
০২২/৭১, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০২৩/৭১, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০২৮/৭১, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০২৯/৭১, নির্বাচিত হবে: ৩ জন

কাউন্টি কমিটি
০৪১/৭১, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি
০৪৬/৭১, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি
০৬৩/৭১, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি
০০৪/৭২, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি
০০৫/৭২, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি
০০৬/৭২, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি
০০৮/৭২, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি
০০৯/৭২, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি
০১০/৭২, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি
০১৮/৭২, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০১৯/৭২, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০২১/৭২, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০২৬/৭২, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০৫২/৭২, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০৫৬/৭২, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০৬৩/৭২, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০৬৪/৭২, নির্বাচিত হবে: ৪ জন

ব্রঙ্কস কাউন্টি

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১১৮ বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে ব্রনক্স কাউন্টির প্রাথমিক নির্বাচন মঙ্গলবার, ২৭ জুন, ২০২৩ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিসট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং দলীয় পদের পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

ডেমোক্রেটিক পার্টি
কাউন্সিল সদস্য
১২ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত করা হবে: ১ জন
কাউন্সিল সদস্য
১৩ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত করা হবে: ১ জন
কাউন্সিল সদস্য
১৪ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত করা হবে: ১ জন
কাউন্সিল সদস্য
২২ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত করা হবে: ১ জন
ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি
ব্রনক্স, মনোনীত করা হবে: ১ জন
রিপাবলিকান পার্টি
কাউন্সিল সদস্য
১৩ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত করা হবে: ১
কাউন্টি কমিটি
০১৮/৮২, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কনজারভেটিভ পার্টি
কাউন্সিল সদস্য - ১৩ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত করা হবে: ১ জন

কিংস কাউন্টি

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১১৮ বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে কিংস কাউন্টির প্রাথমিক নির্বাচন মঙ্গলবার, ২৭ জুন, ২০২৩ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিসট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং দলীয় পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

ডেমোক্রেটিক পার্টি
কাউন্সিল সদস্য
৩৪ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত করা হবে: ১ জন
কাউন্সিল সদস্য
৪১ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত করা হবে: ১ জন
কাউন্সিল সদস্য
৪২ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত করা হবে: ১ জনঈড়হঃরহঁবফ
কাউন্সিল সদস্য
৪৩ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত করা হবে: ১ জন
সিভিল কোর্টের বিচারক
কাউন্টি - কিংস, মনোনীত করা হবে: ১ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি
৪৬ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ৬ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি
৫৪ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ৬ জন

২০২৩ সালের প্রাথমিক নির্বাচন সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি - ২৭ জুন, ২০২৩

প্রার্থীদের তালিকা (পরিবর্তন হতে পারে)

ক্রমশ

সকল দলের মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা- নিম্নোক্ত অফিস এবং পদের জন্য:

বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের বিকল্প প্রতিনিধি
৪৬ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ৬ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের বিকল্প প্রতিনিধি
৫৪ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ৬ জন

রিপাবলিকান পার্টি
কাউন্সিল সদস্য
৪৩ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত করা হবে: ১ জন
কাউন্সিল সদস্য
৪৪ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত করা হবে: ১ জন
কাউন্সিল সদস্য
৪৭ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত করা হবে: ১ জন
কাউন্সিল সদস্য
৪৮ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত করা হবে: ১ জন
কাউন্টি কমিটি
০১৩/৪৬, নির্বাচিত হবে: ৩ জন

কুইন্স কাউন্টি
দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১১৮ বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে কুইন্স কাউন্টির প্রাথমিক নির্বাচন মঙ্গলবার, ২৭ জুন, ২০২৩ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিসট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং দলীয় পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

ডেমোক্রেটিক পার্টি
কাউন্সিল সদস্য
১৯ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত করা হবে: ১ জন
কাউন্সিল সদস্য
২২ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত করা হবে: ১ জন
কাউন্সিল সদস্য
২৩ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত করা হবে: ১ জন
কাউন্সিল সদস্য
২৫ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত করা হবে: ১ জন
কাউন্সিল সদস্য
২৬ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত করা হবে: ১ জন
কাউন্সিল সদস্য
২৯ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত করা হবে: ১ জন
কাউন্সিল সদস্য
৩৪ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত করা হবে: ১ জন
ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি
কইন্স, মনোনীত করা হবে: ১ জন

সিভিল কোর্টের বিচারক
কাউন্টি - কুইন্স, মনোনীত করা হবে: ১ জন
সিভিল কোর্টের বিচারক
ডিসট্রিক্ট - ৬ নম্বর পৌরসভা আদালত ডিসট্রিক্ট - কুইন্স, মনোনীত করা হবে: ১ জন

বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি
২৯ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১১ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি
৩৩ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১১ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি
৩৪ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ৬ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি
৪০ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের বিকল্প প্রতিনিধি
৩৪ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ৬ জন
রিপাবলিকান পার্টি - কাউন্সিল সদস্য
২০ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত করা হবে: ১ জন
কাউন্টি কমিটি
০৪২/২৬, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০৩৬/২৭, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০৩৯/২৭, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০৪২/২৭, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০৪৪/২৭, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০১০/৩০, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০৩৪/৩১, নির্বাচিত হবে: ২ জন

রিচমন্ড কাউন্টি
দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১১৮ বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে, প্রাথমিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকার কারণে রিচমন্ড কাউন্টির ভোটকেন্দ্রগুলো নির্বাচনের দিন বন্ধ থাকবে।

আপনার এই নির্বাচনে ভোট দেয়ার যোগ্যতা আছে কি না জানতে, কিংবা
আপনার ভোটকেন্দ্রের ঠিকানা খুঁজতে, অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েব সাইট vote.nyc দেখুন।

অথবা, কল করুন:
টোল ফ্রি: (866) 868-3692
টিটিওইয়াই নম্বর: (212) 487-5496

নমুনা ব্যালট দেখার জন্য, আমাদের ওয়েবসাইট www.nyc.pollsitelocator.com দেখুন
নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে কাজ করতে ইচ্ছুক হলে, nyc.electiondayworker.com মাধ্যমে আবেদন করুন

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস
ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক
Executive Office
32 Broadway, 7th Floor,
New York, NY 10004

কমিশনারস অব ইলেকশনস

Simon Shamoun – প্রেসিডেন্ট
Rodney L. Pepe-Souvenir - সেক্রেটারি
Jose Miguel Araujo
Michael J. Coppotelli
Carol R. Edmead
Gino A. Marmorato
Jodi Morales
Keith Sullivan
Frederic M. Umane

আগামীকাল প্রাথমিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে

ভোটকেন্দ্র সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

মঙ্গলবার, ২৭ জুন, ২০২৩

রিচমন্ড কাউন্টিতে প্রাথমিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকার কারণে নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্র খোলা ধাকবে না।

আপনি ভোট দিতে পারবেন কিনা জানতে, আপনার ভোটকেন্দ্র খুঁজে নিতে অথবা নতুনা ব্যালটের জন্য দেখুনঃ

vote.nyc

অথবা, কল করুন টোল ফ্রি: **(866) 868-3692**

টিটিওয়াই নম্বর: **(212) 487-5496**

নির্বাচন কর্মী হিসাবে কাজ করতে চাইলে দেখুন, **nyc.electiondayworker.com**

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস
ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক
Executive Office
32 Broadway, 7th Floor,
New York, NY 10004

কমিশনারস অব ইলেকশনস

Simon Shamoun – প্রেসিডেন্ট
Rodney L. Pepe-Souvenir - সেক্রেটারি
Jose Miguel Araujo
Michael J. Coppotelli
Carol R. Edmead
Gino A. Marmorato
Jodi Morales
Keith Sullivan
Frederic M. Umane

কুরবানীর আগে জরুরী

(শেষের পাতার পর)

কুরবানী মুসলিম মিল্লাতের এক ঐতিহাসিক ও অবিস্মরণীয় ইবাদাত। এটি হজ্বেরও একটি অংশ। হজ্ব অনুষ্ঠান ছাড়াও গোটা বিশ্বের মুসলমানগণ ঈদুল আজহা শেষে কুরবানী করে থাকেন। কুরবানীসহ গোটা হজ্ব অনুষ্ঠানটিই ঐতিহাসিক চেতনা সমৃদ্ধ একটি ইবাদাত। এ জন্য কুরবানী ও হজ্ব পালনকালে অবশ্যই এর ঐতিহাসিক চেতনাকে সামনে নিয়েই পালন করতে হবে। অন্যথায় কুরবানী ও হজ্ব অনুষ্ঠান স্রেফ অনুষ্ঠানই থেকে যাবে এবং থেকে যাচ্ছেও বটে। কুরবানী ও হজ্জের প্রায় সব কটি অনুষ্ঠানের পিছনে মুসলিম মিল্লাতের অবিসংবাদিত নেতা ও পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর ধৈর্যশীলা মহিয়সী সহধর্মিনী বিবি হাজেরাসহ তাঁদের সংগ্রামমুখর জীবনের একান্ত সহযোগী তাঁরই সুযোগ্যপুত্র হযরত ইসমাইল আঃ এবং তাঁদের সম্মিলিত দু'আর ফসল শেষ নবী মানবতার মহান বন্ধু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ত্যাগ ও কুরবানীর ইতিহাস বিজড়িত। যারা আল্লাহ রাস্তায় কুরবানী করবেন তাঁরা মনের আয়নায় দেখবেন, শিরকের মুলোৎপাটনকারী পিতা ও পুত্র তথা হযরত ইবরাহিম (আঃ) ও পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ) এর ত্যাগ ও আল্লাহর আনুগত্যের বাস্তব নমুনার ইতিহাস। এ প্রবন্ধে শুধুমাত্র এ কুরবানীর আলোচনা করতে চাই। কারণ এটি এমন এক চেতনার নাম যা আল্লাহর ঘরের মেহমান সম্মানিত হজ্ব যাত্রীসহ সারা বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের জন্য সমভাবে কাজে আসবে। সম্মানিত হজ্বযাত্রী ও কুরবানকারীদের অনুরোধ করব প্রবন্ধটি সামান্য সময়ের জন্য হলেও পড়ে নিবেন এবং শিরক উচ্ছেদে নিজেদেরকে উদ্দীপ্ত করবেন।

আমরা যেই পশুর গলায় ছুরি চালিয়ে কুরবানী করি এটি মুলতঃ সবচেয়ে বড় কুরবানী। কিন্তু ইতিহাসকে সামনে নিয়ে আসলে আমরা দেখতে পাই এর আগে আমাদের জীবনে আরো কতগুলো কুরবানী থেকে যায়। ঐ কুরবনীগুলো না দেয়া পর্যন্ত এই শেষ ও চুড়ান্ত কুরবানী দেয়ার অধিকার কারো নেই। অবশ্য কুরবানী করতে পারবো ঠিকই, কিন্তু সেটি হবে কসাইর দোকানের গোশত খাওয়ার মতই। নিম্নে সে কুরবানীগুলো ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আপনাদের সামনে পেশ করা হলো।

প্রথম কুরবানী: হযরত ইবরাহিম (আঃ) যে পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন, সেটি ছিল পুরোহিত পরিবার, যে পরিবার নক্ষত্র পুজার দেশবাসীর নেতৃত্ব দিতো। যে পরিবেশে তিনি বেড়ে উঠেন সে সমাজটি ছিল আপাদামস্তক শিরক ও মূর্তি পুজায় নিমজ্জিত। প্রথমত: তিনি নিজ জাতি ও পরিবারের গডডালিকা প্রবাহে গা এলিয়ে দেননি দ্বিতীয়তঃ পৈতৃক মন্দিরের পৌরহিত্যের মহাসম্মানিত গদি তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। যে গদিটিতে বসলে তিনি অনায়াসেই জাতির নেতা বনে যেতেন। চারদিক থেকে নযর-নিয়ায এসে জড় হত এবং জনগণ ভক্তি-শ্রদ্ধা ভরে মাথা নত ও হাত জোড় করে বসত। সাধারণ মানুষ হতে বাদশাহ পর্যন্ত সকলকে আজ্ঞানুবর্তী গোলাম বানিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু এ বিরাট স্বার্থের উপর পদাঘাত করে সত্যের জন্য দুনিয়া জোড়া বিপদের গর্ভে ঝাপিয়ে পড়লেন। তিনি মহান সৃষ্টিকর্তা ও প্রভুর সন্ধানে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্রকে ব্যর্থ প্রভু ভেবে ভেবে অবশেষে যখন সত্যের আলোর সন্ধান পেলেন, তখন নিজ জাতি ও পরিবারকে উদাত্ত কণ্ঠে জানিয়ে দিলেনঃ "তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক বলে মনে কর তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই।" তিনি আরো বললেন "ইন্নি ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাজি ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরধ ওমা আনা মিনাল মুশরিকিন।" অর্থাৎ "আমি সব দিক হতে মুখ ফিরিয়ে বিশেষভাবে কেবল সেই মহান সত্তাকেই ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য নির্দিষ্ট করলাম, যিনি সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল নহি।" এ পুর্ণাঙ্গ মানুষটি যৌবনের শুরুতেই যখন আল্লাহকে চিনতে পারলেন তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে বললেনঃ "আসলিম" অর্থাৎ "ইসলাম গ্রহণ কর-স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পন কর, আমার দাসত্ব স্বীকার কর।" তিনি উত্তরে পরিস্কার ভাষায় বললেন: "আসলামতু লি রাব্বিল আলামীন" অর্থাৎ "আমি ইসলাম কবুল করলাম, আমি সারা জাহানের প্রভুর উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করলাম, নিজেকে তার নিকট সোপর্দ করলাম।" তিনি রাব্বুল আলামীনের জন্য শত শত বছরের পৈতৃক ধর্ম এবং এর যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান ও আকীদা বিশ্বাস পরিত্যাগ করলেন। এটাই ছিল তাঁর প্রথম কুরবানী। এটাই হলো, তাঁর প্রথম ছুরি চালানো যা তিনি পিতৃপুরুষের অন্ধ অনুকরণ, বংশীয় ও জাতীয় গোঁড়ামীর উপর এবং নিজের প্রবৃত্তির সে সকল দূর্বলতার উপর চালিয়েছেন, যার কারনে মানুষ নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে নিজ পরিবেশ ও সমাজের গডডালিকা প্রবাহে গা এলিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় কুরবানীঃ ইবরাহিম আ: জানতেন, নিজ পরিবারসহ গোটা সমাজ ও পরিবেশ এমন কি রাষ্ট্র শক্তি শিরকের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি যে তাওহীদের সন্ধান পেয়েছেন এরা তা মানবে না। বরং এ জন্য তাঁকে কঠিণ নির্যাতন ও শাস্তি ভোগ করতে হতে পারে। তবু তিনি অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে উঠে দাঁড়ালেন। রাত-দিন তিনি কেবল একটি চিন্তাই করতে থাকলেন, দুনিয়ার মানুষকে অসংখ্য মিথ্যা রবের গোলামীর নাগপাশ হতে মুক্ত করে কিভাবে এক আল্লাহর বান্দায় পরিণত করা যায়। তিনি প্রথমে নিজের পিতাকে, নিজের খান্দানকে, নিজের জাতিকে, এমনকি রাজাকে পর্যন্ত শিরক থেকে বিরত থাকতে এবং তাওহীদের আকীদা কবুল করতে দাওয়াত দিলেন। এর ফলশ্রুতিতে তিনি একদিকে একা অপরদিকে গোটা দেশ ও জাতি তাঁর মোকাবেলায় এক সারিতে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু এর পরও হতোদ্যম হননি, তার মুখ অবসন্ন হয়নি। তখন সিদ্ধান্ত হলো আগুনে পুড়িয়ে মারার। তাতেও তিনি বিরত হলেন না। বরং এ কাজের জন্য লেলিহান অগ্নিগর্ভে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে পছন্দ করলেন। এটা তাঁর দ্বিতীয় কুরবানী। সুতরাং আমাদের কুরবানকারীদেরকে যে কোন পরিবেশে শিরক উচ্ছেদ ও তাওহীদের দাওয়াত দানের জন্য দাঁড়াতে হবে। সকল প্রকার ভয়-ভীতি ও জানমালের ক্ষতির আশংকা থাকতে পারে। এ গুলোর গলায় ছুরি চালাতে হবে।

তৃতীয় কুরবানীঃ আগুন থেকে বাঁচার পর এ দেশে থাকা তাঁর জন্য আর সম্ভব হলো না। তাওহীদের জন্য আল্লাহর একত্ববাদ কায়েম করার জন্য তিনি বহিস্কৃত জীবনই পছন্দ করলেন। তাওহীদের দাওয়াতের জন্য তিনি দেশের পর দেশ ঘুরতে থাকলেন। কিন্তু চারদিকে শিরক আর শিরকের অনুসারী থাকায় কোথাও তিনি ঠাঁই পেলেন না। তিনি সিরিয়া, ফিলিস্থিন, মিসর ও হিযাযে গিয়েছেন। মোট কথা আরাম আয়েশকে পিছনে ঠেলে দিয়ে গোটা জীবনই দেশ দেশান্তরে ঘুরেছেন। নিজ বাড়ী, খেত-খামার, পশু ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবই তো ছিল। কিন্তু এ গুলোর প্রতি লোভাতুর হননি। তাওহীদের পতাকা উড্ডীন করার দুর্বার স্পৃহা তাঁকে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরিয়েছে। এ টি তাঁর তৃতীয় কুরবানী। আমাদেরকেও নিজ বাড়ী, খেত-খামার, পশু ও ব্যবসা-বাণিজ্যের লোভকে সংবরণ করে তাওহীদ তথা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের পতাকা উড্ডীন করার নিমিত্তে দাঁড়াতে হবে।

শেষ ও চুড়ান্ত কুরবানীঃ দেশত্যাগ ও নির্বাসনের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার পর বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ তাকে সন্তান দান করলেন। তিনি তার জন্যও একই ধর্ম ও কর্তব্য ঠিক করলেন। সব কঠিন পরীক্ষায় পাশ করার পর চুড়ান্ত ও শেষ কঠিণ পরীক্ষা অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত হযরত ইবরাহিম আঃ সবকিছু অপেক্ষা রাব্বুল আলামীনকেই বেশী ভালবাসেন কিনা, তার ফয়সালা হতে পারত না। তাই বৃদ্ধ বয়সে একেবারে নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর তার সন্তান লাভ হয়েছিল সে প্রিয় সন্তানকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করতে পারেন কি না তারই পরীক্ষা নেয়া হলো। পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলেন। তখন চুড়ান্তরূপে ঘোষনা করা হলো যে, এখন তুমি প্রকৃত মুসলিম হওয়ার দাবীকে সত্য বলে প্রমান করেছো। এক্ষণে তোমাকে সারা পৃথিবীর ইমাম বা নেতা বানানো যায়। আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে:-"এবং যখন ইবরাহীমকে তার রব কয়েকটি ব্যাপারে পরীক্ষা করলেন এবং সে সব পরিক্ষায় ঠিকভাবে উত্তীর্ণ হলেন, তখন তাঁকে জানিয়ে দেয়া হলো যে, আমি তোমাকে সমগ্র মানুষের ইমাম বা নেতা নিযুক্ত করছি। তিনি বললেন, আমার বংশধরদের সম্পর্কে কি হুকুম ? আল্লাহ তা'আলা বললেন যালেমদের জন্য আমার ওয়াদা প্রযোজ্য নয়।"(সুরা বাকারা-১২৪)

এ আলোচনা থেকে আমরা একটি বিষয় বার চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখি, তা হলো "শিরক" উচ্ছেদ। কুরবানী ও গোটা হজ্বের মুল প্রতিপাদ্য হলো 'শিরক' উচ্ছেদ। সুতরাং শিরক থেকে নিজে বাঁচুন ও অন্যকে বাঁচান। শিরকের গুনাহ আল্লাহ মাফ করবেন না। সুপ্রিয় মুসলিম ভাই-বোনেরা! যারা কুরবানী করবেন, সবার আগে উল্লেখিত কুরবানীগুলো নিজের জীবনে সর্বাগ্রে বাস্তবায়িত করুন।

শ্রমিকের মজুরি চুরি করা মালিকদের সাজার প্রস্তাব

(প্রথম পাতার পর)

টেবিলে পাঠানো হয়েছে। এর আগে নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি এই প্রস্তাবে তার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়ে দিয়েছে।

পুরো প্রক্রিয়ার পেছনে রয়েছে নিউইয়র্কের শ্রমিক ইউনিয়ন। এর মানেই হচ্ছে, নিউইয়র্কে শ্রমিকের পে চেক নিয়ে প্রতারণা যারা করেছে তাদের এবার সাজা ভুগতে হবে। ১০০০ ডলারের কম মজুরি যারা পাচ্ছেন তারাও এবার এই আইনি সুবিধার আওতায় আসবেন আর যারা বার বার একই অপরাধ করছেন তাদেরকে ভোগ করতে হবে বাড়তি সাজা। মজুরি চুরির এই বিষয়টি মোকাবেলায় নিউ ইয়র্কের ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো আগে থেকেই তাদের উদ্বেগ দেখিয়ে আসছে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় যে আইন রয়েছে সেটিকে গুরুত্বে রেখে মালিকদের ওপর চাপটা কিভাবে কমিয়ে আনা যায় সে ব্যাপারেও কাজ করছিলো সংগঠনগুলো।

তবে রাজনৈতিক নেতারা এই মজুরির চুরির বিরুদ্ধে সোচ্চার রয়েছেন। সেনেটর নির ব্রেসলিন বলছিলেন, মজুরি চুরি স্রেফ শ্রমিকের বিরুদ্ধে প্রতারণা আর তা প্রায়শই আমাদের অভিবাসী ও স্বল্প-আয়ের শ্রমিকদের ওপর প্রভাব ফেলে। এ অবস্থায় একটি শ্রমিকপন্থি আইনই পারবে তার সুরক্ষা দিতে। আইনজীবিরা শ্রমিকদের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য শক্ত ভিত্তি পাবেন। নিউ ইয়র্কের শ্রমিক সংগঠনগুলো এ ব্যাপারে তাদের শক্ত সমর্থন দিয়ে আসছে। এছাড়াও পাশে রয়েছেন এটর্নি জেনারেল লেটিসিয়া জেমস। গভর্নরের অনুমোদন পেলে দ্রুতই এই আইন কার্যকর হয়ে যাবে।

অ্যাসেম্বলিমেম্বার ক্যাট্যালিনা ক্রুজ বলছিলেন, 'স্টেট জুড়ে এই সমস্যা প্যানডেমিকের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রমিকের মজুরি চুরিকে আমরা সহিংস অপরাধের আওতাভুক্ত করে এমন অপরাধী মালিকদের সাজার আওতায় আনা সম্ভব হলে তাদের কাছে এই বার্তা স্পষ্ট হবে যে, নিউইয়র্কে শ্রমিক নিষ্পেষণ সহ্য করা হবে না।'

টেকআউট প্যাকেট বাড়তি

(প্রথম পাতার পর)

সহজ ব্যবস্থার ভালোমন্দ নানা দিক। যার অন্যতম হচ্ছে, এসব টেকআউট অর্ডারে গাদাখানেক স্পুন, ফর্ক, নাইফ দিয়ে দেওয়া। যার অধিকাংশই থেকে যায় অব্যবহৃত। প্ল্যাস্টিকের সেসব স্পুন কাঁটাচামচ এখন কাঁটা হয়ে উঠেছে নিউইয়র্ক সিটির জন্য। সে কারণে নিউইয়র্ক সিটি প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিয়েছে টেকআউট প্যাকেটে বাড়তি চামচ ভরে দিলেই গুনতে হবে জরিমানা। সে জরিমানা হতে পারে ৫০ ডলার থেকে ২৫০ ডলার পর্যন্ত। হোক তা ফুড ডেলিভারি কিংবা থার্ড-পার্টি কুরিয়ারে পাঠানো খাবারও। এসব খাবার প্যাকেটে ভরে দেওয়া হয় সয়া সস ও ক্যাচাপের প্যাকেট। এসবও দেওয়া হয় বেশি বেশি। এমনকি যে গ্রাহকরা এসব চান না, তাদের খাবার প্যাকেটেও ভরে দেওয়া হয় এগুলো।

এসব এড়াতে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ 'স্কিপ দ্য স্টাফ' বিল গত ফেব্রুয়ারীতে আইন আকারে পাশ হয়। তারই ভিত্তিতে নগর কর্তৃপক্ষ গত ২০ জুন মঙ্গলবার এই নতুন জরিমানা নির্ধারণ করে। এই বিধানের একটাই উদ্দেশ্য নগরীতে প্ল্যাস্টিকের ব্যবহার কমানো। তবে রেস্টুরেন্টগুলোকে এখন কেবল সতর্কই করা হচ্ছে। জরিমানা কার্যকর করা হবে ১ জুলাই ২০২৪ থেকে। এনওয়াইসি'র হসপিটালিটি অ্যালায়েন্সের নির্বাহী পরিচালক অ্যান্ড্রি রিগি বলছিলেন, তারা এই আইনের মাধ্যমে হোটেল ব্যবসায়ীদের সচেতন করার সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু এরপরেও যারা তা অমান্য করবে তাদের জন্য জরিমানা অবধারিত।স্কিপ দ্য স্টাফ আইনটি এর আগের কয়েকট আইনের ধারাবাহিকতা। ওইসব আইনে প্যাস্টিকের ব্যবহার রোধে গুরুত্বারোপ করা হয়। বিশেষ করে প্ল্যাস্টিক স্ট্রর ব্যবহার, প্ল্যাস্টিক ব্যাগের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আনা হয় বিলগুলো। ২০১৯ সালে সিটি কর্তৃপক্ষ টেকআউট কনটেইনারে প্যাস্টিক ভরে দেওয়ার বিপরীতে আইনের উদ্যোগ নেয়।

নিউইয়র্কে বাড়িভাড়া

(প্রথম পাতার পর)

এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভাড়া বাড়লো এই দফায়। যার মাধ্যমে বিশ্বের রাজধানী হয়ে উঠলো বসবাসের জন্য সর্বকালের সবচেয়ে ব্যয়বহুল।

নগরের রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড অ্যাপার্টমেন্টগুলো এই ভাড়া বৃদ্ধির আওতাভূক্ত হবে। অথচ একটি সময়ে এই অ্যাপার্টমেন্টগুলোই ছিলো অপেক্ষাকৃত স্বল্প-আয়ের মানুষের জন্য সবচেয়ে সহজলভ্য আবাসস্থল। রেন্ট গাইডলাইন্স বোর্ডের ভোটে এক বছরের লিজের ক্ষেত্রে ৩ শতাংশ বাড়বে বাড়ি ভাড়া। এছাড়া দুই বছরের লিজে প্রথম বছরে ২.৭৫ শতাংশ আর দ্বিতীয় বছরে ৩.২ শতাংশ বাড়ি ভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। মেয়র এরিক অ্যাডামস দায়িত্ব নেওয়ার পর এটি দ্বিতীয় দফায় বাড়িভাড়া বৃদ্ধি। আর রেন্ট- গাইডলাইন্স বোর্ডের সদস্যারও তারই নিয়োগপ্রাপ্ত। আগে থেকেই নগরের বাড়ির মালিকেরা যেসব সমস্যার কথা বলে আসছিলেন তাদের দিকেই বেশি সহানুভূতি দেখালেন মেয়র এরিক। এ বছর ৩ শতাংশ বাড়ার সিদ্ধান্ত হলো। এক বছর আগে এই বৃদ্ধির হার ছিলো ৩.২৫ শতাংশ। ২০১৩ সালেল পর এই প্রথম এত বেশি হারে বাড়লো বাড়ি ভাড়া। আগামী ১ অক্টোবর থেকে এই বাড়তি বাড়ি ভাড়া কার্যকর করা হবে।

মঙ্গলবার নিউইয়র্ক সিটি প্রাইমারি নির্বাচন

(প্রথম পাতার পর)

ব্যবহার করা হবে। এই পদ্ধতিতে ভোটাররা পাঁচ জন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পছন্দ করতে পারবেন। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি নির্বাচনের জন্য স্টেটের নির্বাচনী বিধি মেনে চলা হবে। যাতে অবশ্য র‍্যাঙ্কড-চয়েজ পদ্ধতির প্রয়োগ হবে না।

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের মোট সদস্য সংখ্যা ৫১। কিন্তু সব আসনেই চ্যালেঞ্জার না থাকায় ২৭ জুনের প্রাইমারিতে নির্বাচন হচ্ছে মাত্র ২১টি আসনে। বাকি ৩০টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হবেন বর্তমান কাউন্সিল সদস্যরা। তার মধ্যে একটি হলো ব্রুকলীন থেকে নির্বাচিত প্রথম মুসলিম ও বাংলাদেশী-আমেরিকান সিটি কাউন্সিল সদস্য শাহানা হানিফ। এদিকে ২০২১ এর প্রাইমারীতে আধা ডজন বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত প্রার্থী চ্যালেঞ্জ করেছিলেন ডিষ্ট্রিক্ট ২৪এর কাউন্সিলম্যান জিম জিনারোকে। ২৭ জুনের প্রাইমারিতে জিম জিনারোকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রার্থিতা দিতে চেয়েছিলেন একমাত্র বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত প্রার্থী রাব্বী সৈয়দ। কিন্তু তার প্রার্থিতা বাতিল হয়ে যায়। তবে ডিষ্ট্রিক্ট ২৩ এর কাউন্সিল সদস্য লিন্ডা লিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন দুইজন। একজন বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত এডভোকেট রুবাইয়া রহমান এবং অপরজন স্টিভ বিহার। এই ডিষ্ট্রিক্টটি কুইন্স ভিলেজ, বেলরোজ, গ্লেন ওকস, ফ্লোরাল পার্ক, বেসাইড, ফ্রেশ মেডো নিয়ে গঠিত। এই ডিষ্ট্রিক্টে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী ইমি-গ্রান্টের বসবাস।

এডভোকেট রুবাইয়া রহমান তার নির্বাচনী ডিষ্ট্রিক্ট-২৩ এর সকল ভোটারের ভোট প্রার্থনা করে বলছেন, তিনি নির্বাচিত হলে এই ডিষ্ট্রিক্ট আরো নিরাপদ করবেন, স্কুল ও লাইব্রেরীর উন্নয়ন করবেন, আরো বেশি বাস সার্ভিস দেয়া, ৫ বছরের জন্য প্রোপার্টি ট্যাক্স ৫০ শতাংশ কমিয়ে আনার ব্যবস্থা করবেন। এছাড়াও এলাকার মানুষদের সাথে কথা বলে সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলো সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। বাংলাদেশী আমেরিকান পাবলিক ফ্রন্ট (বাপাফ), নিউ আমেরিকান উইমেন ফোরাম প্রভৃতি সংগঠনের সাথে তিনি জড়িত এবং নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি কমিউনিটি সেবা ও মূলধারার রাজনীতির পাশাপাশি ডিজএ্যাবিলিটি রাইট নিয়েও কাজ করে যাচ্ছেন নিরলসভাবে। রুবাইয়া রহমান অটিজম সোসাইটি হ্যাবিলিটেশন অর্গানাইজেশন (আশা)'র প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট। সমাজের এই সমস্যাটিকেও তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আন্তরিকতার সাথে দেখেন। কারণ তার একটি পুত্র স্পেশাল চাইল্ড।

অপরদিকে কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট ২৫ (জ্যাকসন হাইটস ও এলহার্স্ট) থেকে লড়ছেন বর্তমান কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান ছাড়াও পাকিস্তানী-আমেরিকান ফাতেমা ব্যারীয়াব এবং রিগোর্ডো প্যাকেডো। এই আসনের এই প্রার্থীদের মধ্যে শেখর ও ফাতেমার পক্ষে বাংলাদেশীরা সমর্থন ও কাজ করছেন। তবে কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণানের পক্ষেই বাংলাদেশীদের অবস্থান বেশী বলে এক অনুসন্ধানে জানা গেছে। নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশ স্ট্রিট ও কুইন্স বুলেবার্ডে 'আসিফ রহমান ওয়ে' প্রতিষ্ঠা করে প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিপুল সমর্থনে এগিয়ে রয়েছেন।

প্রাইমারী কি?

প্রাইমারী নির্বাচন মূলত চূড়ান্ত প্রার্থীতা নির্বাচনেরই একটি প্রক্রিয়া। দল থেকে শেষ পর্যন্ত মূল লড়াইয়ে কে হবে প্রার্থী তার নির্বাচন করতেই এই প্রাইমানী নির্বাচন। আগামী ৭ নভেম্বর এই সাধারণ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত। প্রাইমারীতে নির্বাচিতরা দলের হয়ে ওই নির্বাচনে লড়বেন। এটা সত্য সকল ডিস্ট্রিক্টে পদগুলোর জন্য প্রতিযোগী প্রার্থী নেই। কোনো কোন ডিস্ট্রিক্টে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট দলের স্রেফ ১ জন করেই প্রার্থী রয়েছেন। তাদের নাম ব্যালটে থাকছে না। কারণ সেখানে পছন্দ করার কিছু নেই। তারা বিনা প্রতিযোগিতায়ই দলের প্রার্থিতা পেয়ে যাচ্ছেন। কোনো কোনো ডিস্ট্রিক্টে বর্তমান কাউন্সিল সদস্যই থেকে যাচ্ছেন কারণ সেখানে কোনো দলই আর নতুন প্রার্থী দিচ্ছে না।

রিডিস্ট্রিক্টিং কি?

প্রতি দশ বছরে রাজনৈতিক ডিস্ট্রিক্ট লাইন নতুন করে নকশা করা হয়। সবশেষ আদমশুমারির ভিত্তিতে এই রিডিস্ট্রিক্টিং চলে। প্রতিটি ডিস্ট্রিক্ট যাতে কম-বেশি সম সংখ্যক ভোটার পেতে পারে সে লক্ষ্যেই এই রিডিস্ট্রিক্টিং করা হয়। এছাড়াও নেইবারহুড ও জাতিগত বিষয়ও এতে বিবেচনায় নেওয়া হয়। এর মানে হচ্ছে দুই বছর আগের নির্বাচনে আপনি যে ডিস্ট্রিক্টে ভোট দিয়েছিলেন এবছর সে ডিস্ট্রিক্টে নাও থাকতে পারেন। এজন্য বোর্ড অব ইলেকশনের ওয়েবসাইট থেকে আপনার বর্তমান ডিস্ট্রিক্ট সম্পর্কে ধারনা নিয়ে নিন। আর সেখানকার স্যাম্পল ব্যালট দেখে প্রার্থীদেরও চিনে নিন। হতে পারে আপনি যে প্রার্থীদের চেনেন তারা আপনার প্রার্থী নন।

আর্লি ভোট

মূল নির্বাচন ২৭ জুন। আর্লি ভোটিং শুরু হয় গত ১৭ জুন। যা রোববার (২৫ জুন) পর্যন্ত চলেছে। কিন্তু ভোটের কেন্দ্র কিংবা ভোট দেওয়ার সময়সূচি ছিলো ভিন্ন ভিন্ন। ভোটাধিকার রয়েছে এমন যে কোনো ভোটারই ছিলেন এই আর্লি ভোটের জন্য যোগ্য।

কে দিতে পারবেন ভোট?

গত ১৭ জুনের মধ্যে ভোটের জন্য নিবন্ধিত এবং কোনো একটি রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ থাকলে যে কোনো ব্যক্তিই এই প্রাইমারিতে ভোটের যোগ্য। ১৭টি ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারী, ৬টি রিপাবলিকান প্রাইমারি ও একটি কনজারভেটিভ প্রাইমারি থাকছে এবারের নির্বাচনে।

ডিস্ট্রিক্টে নতুন নকশা

এদিকে নতুন করে ডিস্ট্রক্টের নকশা আঁকায় বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। কোনো কোনো ডিস্ট্রিক্ট খুঁজে পাওয়া অনেকাংশেই অসম্ভব। কোনো ডিস্ট্রিক্ট হয়তো বিমানবন্দরে ঢাকা পড়েছে। কিন্তু দেখা যাবে বড় বড় হাউজিং কমপ্লেক্সের ভিতরে ঢুকে পড়েছে। বর্তমান নকশা অনুযায়ী নিউইয়র্ক সিটিতে মোট ৫১টি ডিস্ট্রিক্টস। এর মধ্যে ৮টি ব্রঙ্কসে, ১৬টি ব্রুকলীনে, ১০টি ম্যানহাটনে, ১৪টি কুইন্সে ও ৩টি স্ট্যাটেন আয়ল্যান্ডে।

ভোটারদের হয়তো নতুন কোনো প্রার্থীকে এবার ভোট দিতে হবে যাদের তার আগে থেকে চিনতেনই না। তাহল কিভাবে কোথায় যাবেন ভোটের জন্য সে জন্য অনুসরণ করুন এই গাইড লাইন। https://projects.thecity.nyc/new-york-city-council-district/

নিউইয়র্ক-নিউজার্সীতে সাড়ে ৩ লাখ ডলার অনুদান সংগ্রহ

(প্রথম পাতার পর)এছাড়াও আরো বিপুল পরিমান অনুদানের আশ্বাস পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন লন্ডন থেকে আসা প্রতিনিধিরা। নিউয়র্ক ও নিউজার্সীতে দুটি আলাদা ফান্ড রাইজিং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ তহবিল সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহিত এ তহবিল দিয়ে হসপিটালটিতে নতুন নতুন চিকিৎসাসেবা সংযুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

জানা যায়, বিয়ানীবাজার ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটাল, একটি স্বপ্ন এবং নির্ভরতার ঠিকানা। সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার প্রান্তিক জনগোষ্টির জন্য একটি সম্ভাবনার বাতিঘর। ২০১৫ সালে এই উপজেলার বাসিন্দা কতিপয় যুক্তরাজ্য প্রবাসীর প্রচেষ্ঠায় যাত্রা শুরু করে সম্পূর্ণ অলাভজনক এ হাসপাতাল। এরপর থেকে ক্যান্সারসহ জীবনঘাতি রোগের চিকিৎসায় দরিদ্র পিড়িত মানুষের আশ্রয়ের ঠিকায় পরিণত হয়েছে এ হাসপাতাল। সময়ের প্রয়োজনে চিকিৎসাসেবা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছেন হাসপাতালটির পরিচালকরা। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহে সম্প্রতি কয়েকজন উদ্যোক্তা লন্ডন থেকে ছুটে আসেন নিউয়র্কে। নিউইয়র্ক ও নিউজার্সীতে আলাদা দুটি ফান্ডরাইজিং ডিনারের আয়োজন করেন। মানবতার এই ডাকে দু'হাত উজাড় করে এগিয়ে আসেন, অভাবনীয় সাড়া দেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীরা। ভবিষ্যতে এমন সহযোগিতা অব্যাহত রাখারও আশ্বাস দেন তারা।

ফান্ড রাইজিং অনুষ্ঠানে বিয়ানীবাজার ক্যান্সার হাসপাতালের সিও মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন, নিউইয়র্কের বিশিষ্ট বাবসায়ী আলহাজ বদরুল হক, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি বদরুল হোসেন খান, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের, সেন্টার ফর এনআরবি'র চেয়ারম্যান শেকিল চৌধুরী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

উদ্যোক্তারা জানান, সংগৃহীত তহবিল দরিদ্র রোগিদের আধুনিক চিকিৎসা সেবার সুযোগকে আরো সম্প্রাসারিত করতে সহায়ক হবে। ফান্ড রাইজিং উপলক্ষে নিউয়র্ক ও নিউজার্সীতে বসবাসরত বাংলাদেশী প্রবাসীদের মিলনমেলা তৈরি হয়েছিলো। তারা সবাই একই সুরে মানবিক এ প্রতিষ্ঠানের পাশে থাকার অঙ্গিকার করেন।

EID MUBARAK

EID MUBARAK

American Muslim Center

TAHERA AL-QURAN ACADEMY

89-14, 150 St, Jamaica, NY 11435 929-361-0609, 917-204-3570, 929-204-8448, 347-575-1110

amcusa150@gmail.com www.amcdawa.org facebook.com/americanmuslimcenterofficial

EID-UL-ADHA JAMAT

28 JUNE 2023, WEDNESDAY

1st Jamat	:	6:00AM	AMC Masjid
2nd Jamat	:	7:00AM	AMC Masjid
3rd Jamat	:	8:00AM	AMC Masjid
4th Jamat	:	9:00AM	Rufus King Park (In front of Masjid)
5th Jamat	:	10:00AM	Rufus King Park (In front of Masjid)

Incase of Rain Jamat will be held in Masjid

Please donate generously to pay off Qard-E-Hasan for the purchasing of the AMC Masjid building.

Zelle amcusa150@gmail.com

paypal.me/AMERICANMUSLIMCENTER

WE PROVIDE MUSLIM NIKAH REGISTRATION SERVICE

Courtesy by:

MHC MARKS HOME CARE

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE
MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain
Phone: 646-591-6782

QSADCC QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.

কোটি কোটি টাকা উৎস সন্ধানে গোয়েন্দারা

(প্রথম পাতার পর)

আওয়ামী লীগের অন্যতম সহ-সভাপতি।

দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা পাওয়া বাকি দু'জন হলেন- আলেশা মার্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মঞ্জুর আলমের স্ত্রী সাদিয়া চৌধুরী এবং আলেশা মার্টকে মোটরসাইকেল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এস কে ট্রেডার্সের মালিক মো. আল মামুন। আবুল কাশেম গ্রেফতার হলেও অন্যরা পলাতক রয়েছেন।

এ মামলার একটি অভিযোগে বলা হয়েছে, প্রস্তাবিত পিপলস ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালকের পদ পাওয়ার জন্য এবং শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে হাজারো গ্রাহকের কাছ থেকে নেওয়া একশ কোটি টাকা মঞ্জুর আলম ওই ব্যাংকের চেয়ারম্যান আবুল কাশেমকে দিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলার সন্তান আবুল কাশেম দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী এবং এই দেশের নাগরিক। তিনি নিউইয়র্কের ব্রুকলীনে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তার পেশা কন্সট্রাকশন ব্যবসা। দ্বিতীয় দফায় আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসার পর তিনি কয়েক বছর পর আগে পিপলস ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমোদন পান। এরপর পর থেকেই তিনি বেশীরভাগ সময় ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। আরো উল্লেখ্য, শুধু আবুল কাশেম-ই নন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা একাধিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত। তাদের কেউ কেউ ব্যাংকের চেয়ারম্যান অথবা পরিচালক।

পরিচালক বানাতে টাকা তোলেন কাশেম, ফেঁসে গেছেন অনেকে

এদিকে ঢাকার প্রথম আলোর খবরে প্রকাশ: সরকারের সাবেক একজন পদস্থ ব্যক্তির কাছে 'নতুন ব্যাংকের মালিক' হওয়ার আশ্বাস পেয়ে ২০১৭ সালে দেশে আসেন আওয়ামী লীগের যুক্তরাষ্ট্র শাখার সহসভাপতি আবুল কাশেম। অনুমোদন পাওয়ার আগেই রাজধানীর বনানী ডিওএইচএসে 'প্রস্তাবিত পিপলস ব্যাংক লিমিটেড' নামে সাইনবোর্ড ব্যবহার করে কার্যালয়ও খোলেন তিনি। এরপর ব্যাংকের পরিচালক বানানোর আশ্বাস দিয়ে ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে মূলধন ও বাড়তি খরচ সংগ্রহ শুরু করেন। এভাবে কাটে প্রায় দুই বছর।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ২০১৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী পিপলস ব্যাংক, বেঙ্গল কমার্শিয়াল ও সিটিজেন ব্যাংকের নীতিগত অনুমোদন দেয়। নীতিগত অনুমোদন পাওয়া পিপলস ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন আবুল কাশেম। ওই অনুমোদনের পর বেঙ্গল কমার্শিয়াল ও সিটিজেন ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করলেও পিপলস ব্যাংক আর আলোর মুখ দেখেনি।

শর্ত পালন করতে না পারায় ব্যাংকটির প্রাথমিক অনুমোদনও বাতিল করে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। কিন্তু অনুমোদনের আগে ব্যাংকের নামে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নেওয়া অর্থ আর ফেরত দেননি আবুল কাশেম। ব্যাংকের পরিচালক বানানোর কথা বলে এসব অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল। সেই টাকায় আবুল কাশেম গুলশানে কেনেন ফ্ল্যাট, কেনেন দামি গাড়ি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ২০১৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী ব্যাংকটি দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাংকটিকে লেটার অব ইনটেন্ট বা আগ্রহপত্রও দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ। তবে তিন বছরে কয়েক দফায় সময় নিয়েও সেই আগ্রহপত্রের শর্ত পূরণ করতে পারেনি ব্যাংকটি।

জানা গেছে, পিপলস ব্যাংকের পরিচালক বানানো ও শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের কথা বলে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আলেশা মার্ট থেকেও ১০০ কোটি টাকা নিয়েছিলেন আবুল কাশেম। এ ঘটনায় পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) আবুল কাশেমের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

পাশাপাশি তাঁর বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গত ২১ জুন বুধবার মধ্যরাতে রাজধানীর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বর্তমানে আবুল কাশেম কারাগারে রয়েছেন।

আবুল কাশেমের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের পরিদর্শক মো. মনিরুজ্জামান বলেন, ২২ জুন বৃহস্পতিবার সকালে সিআই-ডির কাছে আবুল কাশেমকে বুঝিয়ে দেয় ইমিগ্রেশন পুলিশ। এরপর রিমান্ড চেয়ে তাঁকে আদালতে পাঠানো হলে শুনানির জন্য ২৫ জুন তারিখ নির্ধারণ করা হয়। সেই সঙ্গে আবুল কাশেমকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত।

জানা গেছে, পিপলস ব্যাংকের পরিচালক বানানো ও শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের কথা বলে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আলেশা মার্ট থেকেও ১০০ কোটি টাকা নিয়েছিলেন আবুল কাশেম। এ ঘটনায় পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) আবুল কাশেমের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

কে এই আবুল কাশেম

পিপলস ব্যাংকের অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দেওয়া জীবনবৃত্তান্ত অনুযায়ী, আবুল কাশেমের জন্ম ১৯৫২ সালে। তাঁর বাবা চট্টগ্রামের সন্দ্বীপের রহমতপুরের আবু বকর সিদ্দিক। সন্দ্বীপের এবি হাইস্কুল থেকে ১৯৭৩ সালে মাধ্যমিক, ওমর গনি কলেজ থেকে ১৯৭৫ সালে উচ্চমাধ্যমিক ও চট্টগ্রামের নাজিরহাট ডিগ্রি কলেজ থেকে ১৯৭৮ সালে বিএ সম্পন্ন করেন আবুল কাশেম। আশির দশকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেন। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ব্রুকলীনে স্পারো কন্ট্রাকটিংয়ে কাজ নেন। ১৯৮৭ সালে গড়ে তোলেন কাশেম কন্ট্রাকটিং।

আবুল কাশেম ২০০৮ সালে জাসদ থেকে আওয়ামী লীগে যোগ দেন। তিনি আওয়ামী লীগের যুক্তরাষ্ট্র শাখার ১০ নম্বর সহসভাপতি। যুক্তরাষ্ট্রে নির্মাণব্যবসা রয়েছে তাঁর। ব্যাংক গঠনের জন্য আবুল কাশেম যেসব সম্পদের হিসাব বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দেন, তার সব কটির সত্যতাও খুঁজে পায়নি কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

গত ২১ জুন বুধবার তাঁকে আটকের পর নিউইয়র্কের ব্রুকলীনের বাসায় যোগাযোগ করলে তাঁর মেয়ে পরিচয় দেওয়া একজন নারী বলেন, আবুল কাশেম গত ডিসেম্বরে শেষবার ব্রুকলীনে গিয়েছিলেন। এর পর থেকে বাংলাদেশেই থাকতেন।

আওয়ামী লীগের যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান বলেন, আবুল কাশেম ১৯৮৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। তিনি ও তাঁর পরিবার যুক্তরাষ্ট্রে সচ্ছল পরিবার। মানুষ এখন বৈধ-অবৈধ বিভিন্ন উপায়ে টাকা উপার্জন করছেন। ব্যাংকের মালিক হওয়া প্রতিপত্তির বিষয়, এ জন্য অনেকেই তাঁকে টাকা দিয়েছেন। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাথমিক অনুমোদন দিয়ে তাঁকে স্বীকৃতিও দিয়েছে।

ব্যাংক গঠনের উদ্যোগ যেভাবে

আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার পর ব্যবসা সীমিত করে ফেলেন আবুল কাশেম। ২০১৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের তৎকালীন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেলে তাঁর সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলেন তিনি। তখন ওই ব্যক্তি আবুল কাশেমকে ব্যাংকের সনদ দেওয়ার আশ্বাস দেন।

এরপরই তিনি দেশে এসে পিপলস ব্যাংক গঠনের উদ্যোগ নেন। নিয়ম অনুযায়ী, ব্যাংক গঠনে ৫০০ কোটি টাকা মূলধন লাগে। বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দেওয়া ব্যাংকটির আবেদনপত্রে পরিচালক হিসেবে ছিলেন দিশারি ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক ফারজানা হোসাইন, তমা কনস্ট্রাকশনের পরিচালক মুকিতুর রহমান, গাড়ি বিক্রয়কেন্দ্র কার সিলেকশনের মালিক আসলাম সেরনিয়াবাত, সুমি অ্যাপারেলসের প্রতিনিধি রেজাউল হোসেন, মদিনা ফার্মাসিউটিক্যালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহা. জাকির হোসেন পাটওয়ারী, খান ব্রাদার্স গ্রুপের এমডি তোফায়েল কবির খান, গুলশানের খন্দকার টাওয়ারের মালিক খন্দকার বদরুল আহসান, দিগন্ত সোয়েটারের প্রতিনিধি তানজিমা শাহতাজ, শোয়ান ইন্টারন্যাশনালের এমডি আমজাদ খান ও সাইনেস্ট অ্যাপারেলের প্রতিনিধি সামিহা আজিম। এ ছাড়া মেঘনা ব্যাংকের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আলিম খানও ছিলেন তাঁর সঙ্গে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরিচালক হতে আগাম টাকা দিয়েছিলেন। তাঁদের অনেকে এখন সেই টাকা ফেরত পাচ্ছেন না।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ২০১৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী ব্যাংকটি দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাংকটিকে লেটার অব ইনটেন্ট বা আগ্রহপত্রও দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ। তবে তিন বছরে কয়েক দফায় সময় নিয়েও সেই আগ্রহপত্রের শর্ত পূরণ করতে পারেনি ব্যাংকটি।

এদিকে ব্যাংক গঠনের জন্য আবুল কাশেম যে অর্থ সংগ্রহ করেন, তার সব টাকা তিনি ব্যাংক হিসাবে জমা করেননি। আবার যেসব অর্থ জমা করেন, তা ব্যাংকের নামে না করে নিজ হিসাবে জমা করেন। আবার যাঁদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয়, তাঁদের সবাইকে পরিচালক বা উদ্যোক্তা পদও দেওয়া হয়নি।

শুরুতে যাঁদের পরিচালক করা হয়েছিল, পরে তাঁদের কয়েকজনকে বাদ দিয়ে ক্রিকেট তারকা সাকিব আল হাসান, তাঁর মা শিরিন আক্তারসহ নতুন কয়েকজনকে পরিচালক হিসেবে যুক্ত করার উদ্যোগ নেয় ব্যাংকটি। পাশাপাশি শর্ত পরিপালনের জন্য আরও সময় চায়। সাকিব আল হাসান ও আবুল কাশেম ২০২১ সালের ২১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নর ফজলে কবীরের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি জানান।

তবে ২০২২ সালের ২০ জানুয়ারী নতুন করে সময় বাড়ানোর আবেদন নাকচ করে দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ব্যাংকটিকে দেওয়া আগ্রহপত্রও বাতিল করা হয়। ফলে ভেস্তে যায় ব্যাংক গঠনের উদ্যোগ। তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে বলা হয়, সাকিব আল হাসান ৪০ কোটি টাকা দিয়ে ব্যাংকটির দুটি পরিচালক পদ নিয়েছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা শনিবার রাতে বলেন, পিপলস ব্যাংক বলতে দেশে কিছু নেই। অনেক আগেই এর উদ্যোগ ভেস্তে গেছে। যাঁরা পরিচালক হওয়ার জন্য টাকা জমা দিয়েছেন, তাঁরা নিজ দায়িত্বে দিয়েছেন। তাঁদের টাকা ফেরত পাওয়ার বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কিছু করার নেই।

পিপলস ব্যাংক গঠনের উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত একাধিক ব্যবসায়ী ও ব্যাংক কর্মকর্তার সঙ্গে কথা হয় প্রথম আলোর। তাঁরা জানান, ব্যাংকের পরিচালক হওয়ার আশায় কাশেমের সঙ্গে যুক্ত হন অনেকে। এখন ব্যাংকও হয়নি, টাকাও ফেরত পাচ্ছেন না।

আবুল কাশেমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু নজরুল ইসলাম বলেন, তিনি (আবুল কাশেম) নিউইয়র্ক সিটির একজন তালিকাভুক্ত ঠিকাদার। নব্বইয়ের দশকে তিনি নিউইয়র্কের ব্রুকলীনে একটি বাড়ি কেনেন। সাম্প্রতিক সময়ে আরও দুটি বাড়ি কিনেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে আসার আগে সন্দ্বীপে তিনি জাসদের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

আলেশা মার্টের টাকাও কাশেমের কাছে

২০২০ সালের ২৬ জুলাই আলেশা মার্ট যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর থেকে নিবন্ধন নেয়। আনুষ্ঠানিকভাবে আলেশা মার্টের যাত্রা শুরু হয় ২০২১ সালের ৭ জানুয়ারী। প্রস্তাবিত পিপলস ব্যাংকের পরিচালক হতে এবং শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের জন্য গ্রাহকের কাছ থেকে নেওয়া ১০০ কোটি টাকা আবুল কাশেমকে দিয়েছিলেন আলেশা মার্টের চেয়ারম্যান মঞ্জুর আলম শিকদার। ফলে আলেশা মার্টের গ্রাহকদেরও বড় অঙ্কের টাকা আটকে গেছে আবুল কাশেমের কাছে।

এ ঘটনায় ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আলেশা মার্টের চেয়ারম্যান মঞ্জুর আলম শিকদার, তাঁর স্ত্রী সাদিয়া চৌধুরী, পিপলস ব্যাংকের চেয়ারম্যান আবুল কাশেমসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা করেছে সিআইডি। সম্প্রতি রাজধানীর বনানী থানায় এ মামলা করেন সিআইডির সহকারী পুলিশ সুপার (এসপি) আল মামুন। এরপরই আবুল কাশেমকে আটক করা হয়।

কেনেন ফ্ল্যাট ও গাড়ি

২০১৭ সালে দেশে আসার কিছুদিন পর প্রস্তাবিত পিপলস ব্যাংকের পরিচালক হতে আগ্রহী এক ব্যক্তি আবুল কাশেমকে গুলশানে একটি বাসা ভাড়া করে দেন। ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ভেস্তে গেলেও তিনি গুলশান-২ এলাকার ১০৯ নম্বর সড়কের ৫ নম্বর বাড়ির ওই ফ্ল্যাট কিনে নেন। আটকের পর ওই বাসার নিচে পড়ে থাকতে দেখা যায় তাঁর ঢাকা মেট্রো-গ-৪৫-৭৮২১ নম্বরের গাড়িটি।

এদিকে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পরিচালক উত্তম কুমার মন্ডল অর্থ পাচার প্রতিরোধে নিয়োজিত সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে ১ জুন একটি চিঠি দেন। সেখানে বলা হয়, আবুল কাশেমের হাতে ব্যাংক চেয়ারম্যান হওয়ার মতো সম্পদ না থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে বসে আমেরিকায় ৪০ কোটি টাকার সম্পদ দেখান। ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আলেশা মার্টের মালিক মঞ্জুর আলম শিকদার যুক্তরাষ্ট্রে আবুল কাশেমের কাছে ১৫০ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ মুস্তফা কে মুজেরী বলেন, মানুষ এখন বৈধ-অবৈধ বিভিন্ন উপায়ে টাকা উপার্জন করছেন। ব্যাংকের মালিক হওয়া প্রতিপত্তির বিষয়, এ জন্য অনেকেই তাঁকে টাকা দিয়েছেন। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাথমিক অনুমোদন দিয়ে তাঁকে স্বীকৃতিও দিয়েছে।

আসলেই দেশে ব্যাংকের প্রয়োজন আছে কি না, তা বিবেচনা করা হয়নি। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে এই ব্যাংকের প্রাথমিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। এ জন্য ব্যাংকের পরিচালক হওয়ার জন্য একটা ভালো মানদন্ড ঠিক করা উচিত। শুধু আর্থিক নয়, সামাজিক মর্যাদাও বিবেচনা করা উচিত। তাহলে প্রতারণার কারণে জেলে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে না।

চূড়ান্ত অনুমোদনের আগে পিপলস ব্যাংকের সম্মতিপত্র বাতিল করে দিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক

প্রথম আলোর আরেক খবরে প্রকাশ: বেসরকারি খাতে 'পিপলস ব্যাংক লিমিটেড' নামে নতুন একটি ব্যাংক অনুমোদনের উদ্যোগ নিয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। এ জন্য ২০১৯ সালে ব্যাংকটিকে লেটার অব ইনটেন্ট বা আগ্রহপত্রও দিয়েছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ। তবে তিন বছরে কয়েক দফায় সময় নিয়েও সেই আগ্রহপত্রের শর্ত পূরণ করতে পারেনি ব্যাংকটি। এই কারণে ব্যাংকটির পক্ষ থেকে নতুন করে আবারও সময় বাড়ানোর আবেদন নাকচ করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ব্যাংকটিকে দেওয়া আগ্রহপত্রও বাতিল হয়ে গেছে। এতে আপাতত ভেস্তে গেছে এই ব্যাংক গঠনের উদ্যোগ। গত ২০ জুন বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্ষদ সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়। প্রস্তাবিত এই ব্যাংকটির চেয়ারম্যান যুক্তরাজ্য প্রবাসী আবুল কাশেম।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের একজন সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ২০১৯ সালে যখন আগ্রহপত্র দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে দুজন ছাড়া আর কেউ পর্ষদে নেই। আবার বারবার সময় নিয়েও মূলধন জোগাড় করতে পারেনি ব্যাংকটি। এখন আবার সময় চাইছে। তাই আর সময় দেওয়া হয়নি। এ জন্য আগ্রহপত্রও বাতিল হয়ে গেছে।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী আবুল কাশেম ব্যাংক গঠনের জন্য বিভিন্ন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেন। তবে তাঁদের সবাইকে পরিচালক বা উদ্যোক্তা পদ দেওয়া হয়নি। এর মধ্যে তাঁদের বাদ দিয়ে সাকিব আল হাসান, তাঁর মা শিরিন আক্তারসহ কয়েকজনকে নতুন করে পরিচালক হিসেবে নেওয়ার উদ্যোগ নেয় ব্যাংকটি। পাশাপাশি শর্ত পরিপালনের জন্য আরও সময় চায়। তবে সময় না দেওয়ায় নতুন করে ব্যাংকটির পরিচালক পদে কেউ যুক্ত হওয়ার অনুমোদন পাননি।

২০১৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় বেঙ্গল কমার্শিয়াল, সিটিজেন ও পিপলস নামে নতুন তিনটি ব্যাংকের নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়। এর মধ্যে বেঙ্গল কমার্শিয়াল কার্যক্রম শুরু করেছে। সিটিজেন ব্যাংক কার্যক্রম শুরুর অপেক্ষায়। আর পিপলস মূলধন জোগাড় করতে না পেরে ঘুরছে এখনো।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র সিরাজুল ইসলাম বলেন, পর্ষদ শর্ত পরিপালনের জন্য ব্যাংকটিকে আর সময় দেওয়ার পক্ষে সায় দেয়নি। এ জন্য এই ব্যাংক অনুমোদনের প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে গেল।

একটি নতুন ব্যাংক অনুমোদনের জন্য পুরো ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে থাকলেও নতুন ব্যাংক দেওয়া হচ্ছে সরকারের ইচ্ছায়। এ ক্ষেত্রে সরকারের একটি পক্ষ থেকে সবুজ সংকেত থাকলেও এখন আর নেই বলে জানা গেছে।

প্রস্তাবিত পিপলস ব্যাংক : অনুমোদনের আগেই অনিয়ম

অপরদিকে প্রস্তাবিত পিপলস ব্যাংক অনুমোদনের আগেই অনিয়ম হয়েছিলো বলে ২০১৯ সালের ০৬ সেপ্টেম্বর প্রথম আলো বিশেষ রিপোর্ট প্রকাশ করে। ঐ রিপোর্টে বলা হয়:

নতুন ব্যাংকের জন্য কোনো আবেদন আহ্বান করেনি বাংলাদেশ ব্যাংক। তবে আওয়ামী লীগের যুক্তরাষ্ট্র শাখার নেতা আবুল কাশেম যে পিপলস নামে একটি ব্যাংক পাচ্ছেন, তা নিয়ে নিশ্চিত হয়েছেন বেশ আগেই। এ জন্য ব্যাংকের মূলধন জোগান করতে ধরনা দিয়েছেন অনেকের কাছেই। এ সুযোগে ব্যাংক পরিচালক হতে ঋণের টাকাও মূলধন হিসেবে জমা হয়েছে। এতেই আটকে গেছে ব্যাংকটির চূড়ান্ত অনুমোদন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গত ১৭ ফেব্রুয়ারীর পরিচালনা পর্ষদের সভায় বেঙ্গল কমার্শিয়াল, সিটিজেন ও পিপলস নামে নতুন তিনটি ব্যাংকের নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়। এর মধ্যে কেবল পিপলস ব্যাংকের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রক্রিয়া আটকে গেছে। এ ব্যাংকে উদ্যোক্তা হিসেবে আরও রয়েছেন মেঘনা ব্যাংকের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আলিম খান, তমা কনস্ট্রাকশনের পরিচালক মুকিতুর রহমান, খান ব্রাদার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তোফায়েল কবির খান, কার সিলেকশনের কর্ণধার আসলাম সেরনিয়াবাতসহ দেশি ও প্রবাসী বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী। বর্তমানে নতুন ব্যাংক করতে ৪০০ কোটি টাকা মূলধন লাগে।

বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএ-ফআইইউ) তদন্তে ধরা পড়ে, ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে পিপলস ব্যাংকে ১০ কোটি টাকা মূলধন বিনিয়োগ করেছিলেন শহীদুল আহসান, যিনি নিজেও মার্কেন্টাইল ব্যাংকের একজন পরিচালক। এর মাধ্যমে তাঁর মালিকানাধীন এজি অ্যাগ্রোর প্রতিনিধি হিসেবে মেয়ে রাহনুমা আহসানকে পরিচালক করতে চেয়েছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী, কর পরিশোধ করা আয়কেই শুধু মূলধন হিসাবে দেখানো যায়।

প্রস্তাবিত ব্যাংকটির চেয়ারম্যান আবুল কাশেম এ নিয়ে এখনই কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। গত শনিবার ব্যাংকটির কার্যালয়ে তিনি বলেন, আকাশে চাঁদ উঠলে সবাই দেখবে। অবশ্য এখন রাহনুমা আহসানকে বাদ দিয়ে নতুন ব্যবসায়ী গ্রুপকে যুক্ত করে ব্যাংকটির চূড়ান্ত অনুমোদনের চেষ্টা চলছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র সিরাজুল ইসলাম এ নিয়ে বলেন, ব্যাংকটির আবেদনের নথিপত্রে কিছু সমস্যা আছে। তাই ব্যাংকটির চূড়ান্ত অনুমোদন আটকে আছে।

ঋণ যেভাবে মূলধন

বিএফআইইউর তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, আবুল কাশেম পাঁচটি হিসাব খুলেছিলেন মার্কেন্টাইল, প্রিমিয়ার, যমুনা, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক ও ইস্টার্ন ব্যাংকে। এসব হিসাবেই গত বছরের ১৪ থেকে ২৮ জানুয়ারির মধ্যে প্রায় ১০ কোটি টাকা জমা হয়। আবুল কাশেম জানান, এজি অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের প্রতিনিধি রাহনুমা আহসানের কাছ থেকে মূলধন হিসেবে এই টাকা নিয়েছেন তিনি। এজি অ্যাগ্রো আহ-সান গ্রুপেরই একটি প্রতিষ্ঠান।

বিএফআইইউয়ের তদন্তে বলা হয়েছে, আহসান গ্রুপের প্রতিষ্ঠান এজি গ্রিন প্রোপার্টিজের নামে মার্কেন্টাইল ব্যাংকের গুলশান শাখার হিসাব থেকে ওই টাকা নগদে উত্তোলন করা হয়। এরপরই তা আবুল কাশেমের হিসাবে জমা হয়। আবার মার্কেন্টাইল ব্যাংকের গুলশান শাখায় টাকাগুলো এসেছিল ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের বনানী শাখার ইস্যু করা পে-অর্ডারের মাধ্যমে। নির্মাণসামগ্রী কেনার জন্য ঋণ হিসেবে ওই টাকা দেয় ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক।

এজি গ্রিন প্রোপার্টিজের নামে বনানী শাখায় ১৪৫ কোটি টাকার একটি ঋণ অনুমোদন করা আছে। ঋণ অনুমোদনের শর্ত অনুযায়ী, এ সুবিধা ব্যবহার হবে শুধু বিভিন্ন নির্মাণকাজের মালামাল কেনার জন্য। আর মালামাল পাওয়ার পরই ব্যাংক পে-অর্ডারের মাধ্যমে এ টাকা শোধ করবে। তবে এ ক্ষেত্রে মালামাল কেনা হয়নি।

আরও যত অনিয়ম

ফার্স্ট সিকিউরিটির বনানী শাখা সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের জানুয়ারিতে নোয়াখালীর চৌমুহনীতে আহসান সিটি সেন্টারের নির্মাণসামগ্রী কেনার জন্য টাকা নিয়েছিল কোম্পানিটি। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের নিয়ম না মেনে এজি গ্রিন প্রোপার্টিজ ঋণের টাকা অন্য খাতে ব্যবহার করেছে। গত সপ্তাহে ব্যাংকটির বনানী শাখায় গেলে ব্যবস্থাপক তাহরুল হক তাদের গ্রাহক এজি গ্রিন প্রোপার্টিজকে 'ভালো গ্রাহক' হিসেবে উল্লেখ করে আর কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

শহীদুল আহসান বলেন, 'আমরা শুরুতে প্রস্তাবিত পিপলস ব্যাংকের সঙ্গে ছিলাম। এখন আর নেই। টাকা ফিরিয়ে নিয়েছি।' যদিও তাঁর বিষয়ে বিএফআইইউয়ের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, মার্কেন্টাইল ব্যাংকের আগ্রাবাদ শাখার গ্রাহক মিশ ম্যাক শিপ ব্রেকিং জাহাজ আমদানির আড়ালে সংযুক্ত আরব-আমিরাতের দুবাই ও উত্তর আমেরিকার নেভিসে ১৪৮ কোটি টাকা পাচার করে এবং বিল ক্রয়ের মাধ্যমে ২০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করে। আত্মসাৎ করা ওই অর্থ জমা হয় শহীদুল আহসানের প্রতিষ্ঠান ফ্রেন্ডস ইন্টারন্যাশনালের হিসাবে।

২০০৯ সাল থেকে বর্তমান মহাজোট সরকারের তিন মেয়াদে এখন পর্যন্ত ১৪টি বেসরকারি ব্যাংকের অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ফলে ব্যাংক বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ৬২টি।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

কীম্যান ভঞ্চঘর রেস্টুরেন্ট

॥ জয়নুল আবেদীন ॥

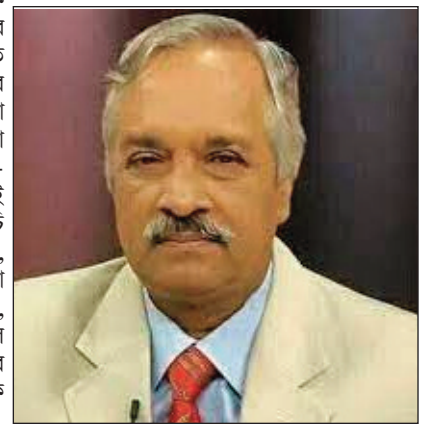
বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ১১টায় কাঠমান্ডু পৌঁছি। বেলা সাড়ে ৫টায় ইফতার খেয়ে বাসা থেকে বের হয়েছি। স্বল্পকালীন জার্নি হিসেবে বিমানে কোনো খাবার দেয়া হয়নি। সবার পেটে ক্ষুধা। মালামাল নিয়ে হোটেল রেডিসন (জধফরংংরড়হ)-এ পৌঁছতে রাত প্রায় ১টা বেজে যায়। ডাল ভাত তরকারি ও চিকেন খাওয়ার জন্য হোটেলে নির্দেশ দিয়ে নিজ নিজ কক্ষে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হই। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে খাবার প্রস্তুত হয়ে যায়। বিমানে খাবার না পেয়ে নেপালিদের ওপর যে রাগ উঠেছিল রেডিসনে ডাল ভাত ও তরকারি খেয়ে সে রাগটুকু পড়ে গেল। ভাত যেমন স্বাদ তেমন সুঘ্রাণ, ডালমাখানির তুলনাই হয় না। বাটি ভরা ডালমাখানি সামনে রাখতে না রাখতে শেষ হয়ে যায়। চামচ বাদ দিয়ে বাটি কাত করে ডাল নিতে শুরু করি।

আর পানির কোনো তুলনা নেই। এ নিরাকার তরলে যে একটা স্বাদ আছে তা নেপাল যাওয়ার আগে আমার জানা ছিল না। এক গ্লাস পান করার পর আরেক গ্লাস পানি পান করতে ইচ্ছে করবে। বাড়িতে আমার পানি কম পান করার বদ অভ্যাস ছিল। ফলে মাঝে মধ্যে গলায় কফ কাশি আটকে থাকত। এ কারণে ডাক্তারের মূল পথ্য ছিল বেশি বেশি পানি পান করা। দৈনিক দু-তিন লিটার পানি পান করলে এ সমস্যা থাকবে না। অশুদ্ধ পানি বিশুদ্ধ করে আমরা পান করি। নানা রকমের মেডিসিন মেরে ওপরে নিচে কত রঙের গড়াগড়ি করার পর দূষিত পানি শোধিত হয়। একবার টেলিভিশনে পানি শোধিত করার প্রক্রিয়া দেখেছি দেখার পর পানি পানে আগ্রহ কমে যায়। তখন থেকে সাপ্লাইয়ের পানি ইচ্ছামতো ফুটিয়ে কলসিতে ভরে ঠাণ্ডা হওয়ার পর পান করি। এতে পানির স্বাভাবিক স্বাদগন্ধ নষ্ট হয়ে যায়। বিভিন্ন কোম্পানির বাজারজাত করা পানিতেও পানির আদিম স্বভাব চরিত্র থাকে না।

আমার ধারণা, কোনো বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির বাইরে পাহাড়-পর্বত নিংড়ানো প্রাকৃতিক পানি স্বাদে গুণে সকল পানির শ্রেষ্ঠ। সে কারণেই গ্রীষ্মকালে ইফতারের আগে বরফ বিক্রেতারা টিউবওয়েলের পানি থেকে তৈরি বরফের টুকরা বের করেই 'পাহাইড়া বরফ-পাহাইড়া বরফ' বলে চিৎকার শুরু করে দেয়। হোটেলে প্রথম খেতে বসে প্রক্রিয়াজাত পানির পরিবর্তে ন্যাচারাল পানি গ্লাসের পর গ্লাস পান করলাম।

হোটেল লবিতেই সকালের নাশতা করতে হবে। 'সকাল ৮টায় যেন নাশতা করতে আসি' জানিয়ে দেয়া হয় সবাইকে। পূর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে এখন এসব হোটেলে খেতে বসলে সংযমী হওয়ার চেষ্টা করি। বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগে পৃথিবীটা প্রতিদিন ছোট হয়ে আসছে। মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও পরিজনদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ ও পর্যটন উপলক্ষে আজ ঢাকা, কাল দিল্লি-দুবাই ঘুরছে। যেখানেই ঘুরুক না, মাতৃভূমি, মাতৃভাষা ও মাতৃ খাবারের টান অস্বীকার করতে পারে না। বিজাতীয় খাবার খেয়ে তৃপ্তি লাভ তো দূরের কথা, ক্ষুধার খুঁত খুঁতানিই দূর হয় না।

এ কারণে হোটেলে অবস্থানরত নানা দেশের বোর্ডাররা ডাইনিং লবিতে নেমেই নিজ নিজ দেশের খাদ্য খুঁজতে থাকে।



তাই এসব হোটেলে শতাধিক খাবারের সবগুলোর স্বাদ পরীক্ষার ঝক্কি ঝামেলায় না গিয়ে প্লেট হাতে খুঁজতে খুঁজতে স্বদেশী খাবারটা বের করে যতো ইচ্ছে খেতে গেলে বাধা নেই, বরং হোটেলের বাটলাররা সহায়তা করবে। বোর্ডারকে সহায়তা করার জন্য চুলায় কড়াই চাপিয়ে ঝুড়ি ভর্তি ডিম, কুচিকুচি কাটা পেঁয়াজ, গাজর, মাশরুম, মরিচ, টমেটোসহ আরো অচেনা কতকিছু। ডিম মামলেট, ওমলেট, ফ্রাই, পোচ, বয়েল ও হাফ বয়েল যেভাবে অর্ডার পাবে ঠিক সেভাবে বানিয়ে দেয়ার জন্য সাদা পোশাক পরা বাটলারগণ দাঁড়িয়ে থাকে।

এ ছাড়া আছে নানা রকম ফলের জুস। জুস জারের পাশে খালি গ্লাস। লেখা দেখে প্রিয় জুস খুঁজে বের করে নিচের দিকে চাবি ঘুরালে কিংবা চাপ দিলেই জুস বের হবে। জুস জারের ওপরের ঢাকনা খোলার দরকার হবে না। অপারেটিংয়ে আরো আধুনিকতা থাকলে আড় চোখে একটু তাকিয়ে নিলেই হলো। ভুল করার চেয়ে শিখে নেয়া দোষের কিছু নয়। এ বিষয়ে আমি একটা ঘটনা শুনেছিলাম। অজপাড়াগাঁয়ের কোনো এক নেতা জনগণের ভোটে পাস করে ভিআইপি হয়ে যায়। নির্বাচনকালে মনের মতো হোটেলে খাওয়াবে, মর্মে ভোটারদের কাছে অঙ্গীকার করেছিল। নির্বাচনোত্তর ভোটাররা ধরে বসে গাঁয়ের মানুষকে শহরের দামি হোটেলে খাওয়াতে হবে। কী আর করা। এক ফাইভ স্টার হোটেলে নিয়ে যায় তাদের। খাদক-খাদ্য, প্লেট-বাটি, ছুরি-গ্লাস ও কাঁটা চামুচের যোগ-বিয়োগে ভোজ্য সামগ্রীর ছোটাছুটি, লুটা-লুটিসহ ডজনখানেক প্লেটও ধরাশায়ী হয়। খাওয়া শেষে হাত মুখ ধোয়ার জন্য পানি খুঁজতে থাকে। খুঁজতে খুঁজতে ক'জন ঢুকে পড়ে ছোট ঘরে (বাথরুম)। টাইলস বসানো ছোট ঘরের গামলায় (কমোড) টলটলে পানিতেই হাত-মুখ ধোয়ার উদ্যোগ নেয়।

তাই বলা হয়, ভুল করে লজ্জিত হওয়ার চেয়ে জেনে নেয়া উত্তম। অসংখ্য খাবার থেকে কোনটা ছেড়ে কোনটা খাবে, সিদ্ধান্ত নিতে একজন দক্ষ পর্যটকেরও ভুল হয়ে যায়। আর আমার মতো কবি কবি ভাবের হলে তো কথাই নেই।

কাবাব, চিকেন টিকা, ডালমাখানি, বাটার চিকেন, আলু সবজি, গাটাকারী, মাটনকারী, মালাইকোপ্তা, আলু গোব্বি, মিক্সড ভেজিটেবল, ফালুদা, দই, সসেজ, পাকোরা, তন্দুরি, আলু মিথি, মাটারকারী, অরেঞ্জ, আপেল, পাইন আপেল জুস, তরমুজ, কফি ও এলাচি চা খুঁজে পাই। এরকম শ' খানেক খাবারের মধ্য থেকে দেশী পছন্দের খাবার বেছে নিই। যতো সুন্দরই হোক, অচেনা খাবারের দিকে হাত না বাড়ানোই উত্তম।

কাঠমান্ডু থেকে পোখারা যাওয়ার পথে এক শ' দুই কিলোমিটার গেলে বাম দিকে কুরিন্টার নামক দর্শনীয় স্থান। নাম রিভার সাইড স্প্রিংস রিসোর্ট। এখানে আমরা চিকেন বিরিয়ানি, সবজি, চিকেন ফ্রাই ও কোল্ড ড্রিংক্স নেই। প্রিংস রিসোর্ট যেমন সুন্দর তেমনি সুন্দর পরিচ্ছন্ন এর রান্না, তৃপ্তিসহকারে এখানে লাঞ্চ গ্রহণ করি। পথে অনেক ফলফলাদির অস্থায়ী দোকান। অস্থায়ী দোকানদারগণ দূর থেকে সাইকেল ভ্যানে করে ফলফলাদি নিয়ে আসে, রাস্তার ধারে সাজিয়ে রাখে। সেখান থেকে আমরা আপেল খরিদ করি। বড় বড় লাল লাল আপেল যেমন রসালো, তেমন মিষ্টি। এসব আপেলের সাথে মালয়েশিয়ায় খাওয়া আপেলের তুলনা চলে। আমরা বিকেল ৪টায় পোখরায় সাংগ্রী-লা হোটেলে পৌঁছি। সকালের নাশতা ও দুপুরের খাবার খুব বেশি হয়ে পড়ায় রাতে শুধু ফলফলাদি খাবো স্থির করি। হোটেলের কাছেই পোখারা বাজার। সন্ধ্যা ৬টায় বাজারে গিয়ে দেখি, অধিকাংশ দোকান বন্ধ। দিনের বেলা আসার সময় রাস্তার দুই পাশে যেসব অস্থায়ী ফলের দোকান দেখেছিলাম; সেসব দোকানের একটাও নেই। ভেলকিবাজির মতো সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে যেন বাইরের সমস্ত দোকানপাট হাওয়ায় মিশে গেছে। দু-একটা স্থায়ী দোকানের ঝাঁপ খোলা রয়েছে। স্থায়ী দোকানের মধ্যে কোনো ফল নেই। কী আর করা, এক মুদি দোকানে ঢুকে রাতের জন্য মুড়ি পাউরুটি ও চানাচুরের প্যাকেট কিনি। চানাচুরের যে প্যাকেট আমাদের এখানে পনের টাকায় পাওয়া যায়, সে রকম একটা প্যাকেটের দাম রেখেছে ৫০ টাকা। অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মূল্যও বেশি।

হোটেলের লবিতে সকালের ব্রেক ফাস্ট। রেট ছোট, বড় জনপ্রতি পাঁচশ' রুপি। লেক সাইড এলাকায় বাইরের হোটেলে জনপ্রতি একশ' টাকায় মোটামুটি ভালো খাবার পাওয়া গেলেও বোর্ডারদের জন্য হোটেলের ব্রেক ফাস্ট প্রায় বাধ্যতামূলক। পোখারায় দুই রাত কাটিয়ে পুনরায় কাঠমান্ডু ফিরে আসার পর আমরা দুপুরের খাবার বাইরের ভালো কোনো হোটেলে খাব, গাইডকে জানাই। গাইড আমাদের শহরের এক চাইনিজ হোটেলে নিয়ে যায়। হোটেলের ভেতরের দৈন্যদশা দেখে আমাদের মন খারাপ হয়ে পড়ে। অর্ডার দেয়ার অনুমান চল্লিশ মিনিট পর রাইছ, চিকেন ফ্রাই, বাটার চিকেন, মিক্সড ভেজিটেবল ও ডালমাখানি আসে। সব খাবারের শেষে আসে টক দই। প্রত্যেক হোটেলেই টক দই থাকে। টক দই, কাটা আপেল, আনারস, তরমুজ, চিড়া ভাজা কিংবা কর্নফ্লেক্সের সাথে চিনি মিশিয়ে খেতে মন্দ লাগে না। কীম্যান ভঞ্চঘর রেস্টুরেন্টে এক জমকালো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গিয়ে- চবড়ঢ়ষব ড়ভ ঘবঢ়ধষ ষড়াব ঃড় ফৎরহশ অষপড়যড়ষ, ঢ়ধৎঙু ড়ৎ ধহু শরহফং ড়ভ ভবংঃরাধষং, রিঃযড়ঁঃ ধষপড়যড়ষ রং ফরভরপঁষঃ.এ কথার প্রমাণ পেয়েছি। বিভিন্ন ডিজাইন ও বাহারি পরিচ্ছদ পরিহিত পান যুবতীর হাতে ছিল শাহী আমলের পানপাত্র। পানপাত্র হাতে চার যুবতী ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। নাচতে নাচতে আমাদের সামনে রক্ষিত মাটির পাত্রে মদ ঢেলে রেখে যায় আর কপালে লাগায় সিঁদুর। অনুষ্ঠানে পাশাপাশি বসা আমরা মা, ছেলে ও জামাই শাশুড়ি। সকলের একই অবস্থা। সিঁদুর বুঝতে পেরেই দ্রুত মুছে ফেলি। সুরার উৎকট গন্ধে সামনে রক্ষিত অন্যান্য খাবারও ছুঁয়ে দেখিনি। আমাদের গাইড অনুষ্ঠানে প্রবেশের আগেই সতর্ক করে বলেছিল, সেখানে নর্মাল পানির কোনো কারবার নেই। মদই ওখানে পিপাসা নিবৃত্তির একমাত্র উপায়। একেতো আমরা মুসলিম কান্ট্রির লোক, তার ওপর বিরস সম্পর্কের টানাপড়েনে সবাই অস্বস্তিবোধসহ নাক ছিটকাতে শুরু করি। তা বুঝতে পেরে সম্মুখ থেকে মদের পেয়ালা সরিয়ে নেয়।

আমাদের ফর্মায়েশ মতো ভিন্ন স্থানে পৃথকভাবে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। পৃথক আয়োজিত খাবারের মধ্যে কয়েক প্রকারের শাক, ভর্তা, চিকেন, ডাল ও সাদা ভাত ছিল। পানির বোতল আনা হয় বাইরে থেকে। রেস্টুরেন্টের ছোট্ট একটা কোঠায় বসিয়ে ভিন্ন পরিবেশে দেশীয়ভাবে খাবার পরিবেশন করতেই আমরা খেতে শুরু করি। দশ মিনিটেই প্রথম দফায় পরিবেশিত খাবার শেষ করে ফেলি। আরো খাবারের জন্য বলি। রেস্টুরেন্টের কর্মচারীরা হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে আমাদের অপেক্ষা করতে বলে। দশ পনের মিনিটের মধ্যেই পালংশাক, লাল শাক, মাছ, ঝাল গোশত, ডাল ভর্তা ও সাদা ভাত নিয়ে ওরা হাজির হয়। গরম গরম খাবার থেকে বাষ্প নির্গত হচ্ছিল। ডাইনিং টেবিলের মাঝখানে রাখা খাদ্যসামগ্রী আমরা ফুঁ দিয়ে জুড়িয়ে জুড়িয়ে চামুচকাটা ফেলে হাত নামিয়ে মাখামাখি করে খাচ্ছিলাম। তা দেখে এক বাটলার আনন্দে নৃত্য করতে শুরু করে। আমরাও চারদিন পর আজ তৃপ্তিসহকারে খাই আর বলি, বিনে স্বদেশী খাবার, মেটে কি আহার।

(ভ্রমণকাল ০২.১১.২০০৫ সাল)।

লেখক : আইনজীবী ও কথাসাহিত্যিক



জামায়াত কি ফিরে আসছে?

মাহবুব হাসান

দীর্ঘ ১০ বছর পর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে সমাবেশের অনুমতি দেওয়ায় নতুন চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে রাজনীতিতে। নানা প্রশ্ন সবার মনে–তাহলে যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত জামায়াত কি আবার প্রকাশ্যে রাজনীতিতে ফিরছে? সরকার কি তার কৌশলে পরিবর্তন এনেছে? নাকি মার্কিন নতুন ভিসা নীতির সুফল পেতে শুরু করেছে জামায়াতও?

এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। তারা বলছে, এটি ৩০ লাখ শহীদের সঙ্গে বেইমানি। অবশ্য ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বলেছে, নির্বাচন সামনে রেখে আবারও আগুন সন্ত্রাসের প্রস্তুতি নিতে বিএনপিই জামায়াতকে মাঠে নামিয়েছে। অন্যদিকে জামায়াতের বিষয়ে কৌশলী অবস্থান গ্রহণ করেছে বিএনপি। দলটি বলছে, সব রাজনৈতিক দলেরই সভা-সমাবেশের অনুমতি পাওয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে। (সমকাল, ১১/০৬/২৩)

সরকারের কর্তাব্যক্তিরা বলছেন, জামায়াতকে মাঠে নামিয়েছে বিএনপি। তাঁদের কথা শুনে মনে হয়, রাষ্ট্র চালায় আওয়ামী লীগ আর পুলিশ চালায় বিএনপি। বাস্তবতা হলো, এ পর্যন্ত যত সমাবেশ ও মিছিল করেছে বিএনপি, সেগুলো অনেক ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ হলেও পুলিশ তাদের লাঠিপেটা করেছে। গুলি চালিয়ে ১৭ জনের প্রাণ হরণ করেছে। অন্যদিকে শান্তি সমাবেশের নামে সরকারি দলের নেতারা চটাং চটাং কথা বললেও পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী একটা ফুলের টোকাও দেয়নি তাদের।

বিএনপির বক্তব্যও সন্দেহজাগানিয়া বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। দলটির নেতারা এমনভাবে বললেন–সব রাজনৈতিক দলেরই সভা-সমাবেশের অনুমতি পাওয়ার অধিকার রয়েছে; যেন জামায়াতকে অনুমতিটা বিএনপিই দিয়েছে। তারা কি ক্ষমতায়? পুলিশ কি তাদেরই অধীন? অন্তত দুই বছর ধরে বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের অনেকে এটি প্রকাশ্যেই বলে আসছেন–জামায়াতের সঙ্গে তাদের মিত্রতা নেই। একই কথা জামায়াতের বর্তমান প্রধান নেতার মুখ থেকেও আমরা শুনেছি। বিএনপি আনুষ্ঠানিকভাবে এ বিষয়ে মুখ না খুললেও এই সময়ে তারা জামায়াতের সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করেনি। ধারণা করা হচ্ছে, ক্ষমতাসীন জোটের বাইরের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল দলগুলোকে নিজস্ব বলয়ে পেতেই এমন একটি অবস্থান গ্রহণ করেছে দলটি। কিন্তু জামায়াতকে সমাবেশ করতে সরকারের অনুমতিদানকে সমর্থন করায় এ ধারণাই পোক্ত হয়, বিএনপি-জামায়াতের মেলবন্ধন এখনও চলছে।

একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার, জামায়াত এখন আর নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নয়। তার নিবন্ধন নির্বাচন কমিশন বাতিল করলেও তা বহাল রেখেছেন উচ্চ আদালত। উপরন্তু, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল একাধিক রায়ের পর্যবেক্ষণে দলটিকে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধাপরাধ সংঘটনের দায়ে অভিযুক্ত করেছেন। সে দলটিকে বিএনপি সভা-সমাবেশ করার অনুমতি পাওয়ার যোগ্য বলে প্রত্যয়ন করছে। পুলিশ জামায়াতকে সভা-সমাবেশ করার পারমিশন দিল! ২০১৪ সালের একতরফা জাতীয় নির্বাচনে ১৫৩টি আসনে ক্ষমতাসীন দল ও তার সহযোগীরা বিনা ভোটে বিজয়ী ঘোষিত হলো। ২০১৮ সালের নির্বাচনটিতে বিএনপিসহ সব দল অংশ নিলেও তা বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। বরং নির্বাচনটি নিয়ে এমন সব কথা চালু আছে, যা বাংলার মানুষ আগে কখনও শোনেনি। হয়তো পৃথিবীর মানুষও দেখেনি। এ প্রেক্ষাপটে আগামী নির্বাচনটি কোন প্রক্রিয়ায় হবে–তা নিয়ে ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাবহির্ভূত দলগুলোর মধ্যে ব্যাপক তর্ক-বিতর্ক চলছে। এমনও শঙ্কা অনেকের মধ্যে, প্রয়োজনে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলা ও বিষাক্ত করে তোলার লক্ষ্যেই জামায়াতকে মাঠে নামিয়েছে বর্তমান সরকার। না হলে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অযোগ্য দলটিকে মাঠে নিয়ে আসার যৌক্তিক কোনো কারণ নেই। অনেকের মতে, আরও ইসলামী নামের দলকে এই শোভাযাত্রায় শামিল করতে পারে সরকার সামনের দিনগুলোতে, যাতে বিএনপি তাদের অধীনে নির্বাচনে না এলে এই বাহাত্তর দলের সম্মিলিত জোটের ব্যানার টাঙিয়ে আরেকটি অদ্ভুত নির্বাচন করার ইতিহাস রচনা করা যায়।

আসলে ক্ষমতা এমন এক মসনদ, যেখানে অর্থবিত্ত অর্জনের বৈধ-অবৈধ পথ অনেক। রাষ্ট্রক্ষমতার দম্ভ দেখিয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে যেমন দাবিয়ে রাখা যায়, তেমনি সামাজিক প্রতিপত্তিও প্রদর্শন করা যায়। সেই ক্ষমতার ঘ্রাণে মাতোয়ারা রাজনৈতিক ক্ষমতাবানরা। তাঁরা কেউ মসনদ ছাড়তে চান না। ছলে-বলে-কলে-কৌশলে মসনদে থাকতে চান কিংবা সেখানে যাওয়ার কসরত করেন। এ খেলার প্রথম ধাপ হিসেবে সংবিধান সংশোধন করে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পাল্টে দিয়েছে আওয়ামী লীগ। এখন বলছে সংবিধানের আলোকেই নির্বাচন হবে। অন্য কোনোভাবে হবে না। আবার বিএনপি বলছে, তাদের করা ব্যবস্থায় ফিরে যেতে হবে। কেননা, ওই ব্যবস্থায় নিরপেক্ষ ও জালিয়াতিমুক্ত নির্বাচন হয়ে আসছিল। সেটি বাতিল করার অর্থ–ভোট ছাড়াই ক্ষমতার মসনদে থাকার অপচেষ্টা।

উভয় পক্ষের সামনে-পেছনে বা মধ্যিখানে জনগণ নামক রাষ্ট্রের মালিক বা ভোটাররা নেই। কী অদ্ভুত চিন্তা জনগণের সেবকরূপী রাজনীতিকদের! জনগণ দ্বারা নয়, যেনতেন প্রকারে নির্বাচন করে ক্ষমতায় থাকাই হচ্ছে রাজনীতিকদের মৌলিক প্রয়াস। তা করতে গিয়ে জামায়াতরূপী অন্ধকারের শক্তিগুলোকেও পুনর্বাসনের চেষ্টা চলছে। জনগণ এদের প্রত্যাখ্যান করেছে সেই একাত্তর সালে। এদের থাকার কথা ছিল ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। কিন্তু ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির খেলায় এরা শুধু নিজেদের তবিয়তই বহাল রাখেনি, বরং কালে কালে শক্তি সঞ্চয় করেছে। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে ছোবল মেরেছে দেশের মৌলভিত্তির ওপর। দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে, যারা নিজেদের স্বাধীনতার চ্যাম্পিয়ন বলে দাবি করে, কথায় কথায় মুক্তিযুদ্ধের জয়গান গায়, তারাই আজকে হীনস্বার্থে ওই অপশক্তিকে পুনর্জীবন দিচ্ছে। এই চিন্তা ও চেষ্টার অন্ধ গলি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে তাদের, না হলে এ দেশের জনগণের ভোট প্রয়োগের অধিকার যেমন কায়েম হবে না; তেমনি বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যও ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

ড. মাহবুব হাসান: কবি ও সাংবাদিক



নরেন্দ্র মোদির যুক্তরাষ্ট্র সফর

(৫ পাতার পর)

বৈঠক করেছেন এবং নৈশ ভোজ হয়েছে। তিনি ভাষণ দিয়েছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যুক্তরাষ্ট্রের সফরকে ঘিরে গত ২০ জুন মঙ্গলবার ওয়াশিংটনে ব্রিফিংয়েও ভারত ও বাংলাদেশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগের সঙ্গে ভারত আছে কি না, তা জানতে চান এক সাংবাদিক। জবাবে বাইডেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্র তার অবস্থান থেকে কথা বলে। আর ভারত কথা বলে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে। ভারতকে বাংলাদেশ বিষয়ে বলার সুযোগ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বুধবার পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের সাম্প্রতিক সময়ের আলোচনা, বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শাসন আমলে ভারতের আসামের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী উলফার জন্য ১০ ট্রাক অস্ত্র চোরাচালানসহ সার্বিক নিরাপত্তার ঝুঁকির প্রসঙ্গ এসেছিল।

ব্রিফিংয়ে একজন সাংবাদিক যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, নরেন্দ্র মোদি এরই মধ্যে ওয়াশিংটন যখন পৌঁছে গেছেন। এই সফরের আগে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলেভান ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। সেই বৈঠকে অজিত দোভাল বলেছিলেন, ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোয় ভারতের জাতীয় শর্ত ক্ষুণ্ন হয় এমন কোনো উদ্যোগ নেওয়া থেকে অন্য দেশগুলোর বিরত থাকা উচিত। বিষয়টি ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ওই সাংবাদিক যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন, ভারতের একটি শীর্ষ দৈনিক পত্রিকা ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার বরাত দিয়ে লিখেছে যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতার জন্য ক্ষতিকর কিছু করা যুক্তরাষ্ট্রের উচিত নয়। যেমন-বাংলাদেশে খালেদা জিয়ার শাসনকালে আসামের সন্ত্রাসীগোষ্ঠী উলফার কাছে ১০ ট্রাক সামরিক অস্ত্র পাচার হচ্ছিল। এটা নিরাপত্তার মূল বিষয়। ওই সাংবাদিক এসব বিষয়, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্যের সমস্যার সৃষ্টি করা উচিত নয়- এমন প্রত্যাশার বিষয় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিক্রিয়া জানতে চান। জবাবে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখ্য উপমুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল এবং ভারত ও আমেরিকার নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের মধ্যে আলোচনায় বাংলাদেশের প্রসঙ্গ ওঠার কথা নাকচ করেননি। আবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গ উঠেছে- তিনি এমনটাও সোজাসুজি বলেননি। বেদান্ত প্যাটেল বলেছেন, আমি দুটি বিষয় বলব, প্রথমত বিশদভাবে যুক্তরাষ্ট্র তার স্বার্থের বিষয়ে এবং ক্ষেত্র মুখে ভূমিকা রাখতে দ্বিধা করবে না। আগে যেমনটা বলেছি, একটি অবাধ ও উন্মুক্ত ইন্দোপ্যাসিফিক অঞ্চল সমুন্নত রাখতে আমরা ভারতীয় অংশীদারদের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করি। আমরা বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলো যৌথভাবে মোকাবেলা করি। উন্মুক্ত সমৃদ্ধ নিরাপদ স্থিতিশীল ও স্থিতিস্থাপক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াসহ ইন্দোপ্যাসিফিক অঞ্চল এবং বিশ্ব গড়তে কাজ করার জন্য আমরা ভারতীয় অংশীদারদের সঙ্গে সম্পর্ক আরো মজবুত করার অপেক্ষায় রয়েছি।

ভারতের মতো অংশীদারদের সঙ্গে আমেরিকা যে কাজ করতে প্রস্তুত সে কথা তো আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েই দিয়েছে। ভারতও যে বাংলাদেশের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে, সেটাও স্পষ্ট। বাংলাদেশে নির্বাচন আসছে ২০২৪ সালের জানুয়ারী মাসে। আর ভারতের নির্বাচন ২০২৪ সালের মে মাসে। তার আগেই এ বিষয়গুলোর জটিলতার জট ছাড়াতে আশা করা যায় আরো আলাপ-আলোচনা এগোবে। জি২০ সম্মেলন যখন দিল্লিতে হবে, তখন শেখ হাসিনাও বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে দিল্লিতে আসবেন। তখন বাইডেনও থাকবেন। থাকবেন অন্যান্য রাষ্ট্রনায়ক। সেই সময় ভারতে মোদির সঙ্গেও হাসিনার একটা দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হওয়ার কথা। সুতরাং সব মিলিয়ে আমরা আশাবাদী, আগামী দিনে আরো স্পষ্ট হবে ভবিষ্যতের যাত্রাপথ।

লেখক: নয়াদিল্লিতে কালের কণ্ঠ'র বিশেষ প্রতিনিধি

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

ঈদের জামাত কখন কোথায়

(প্রথম পাতার পর)

উদযাপনের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে নিউইয়র্কের বিভিন্ন মসজিদ পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে ঈদের নামাজের সময়সূচী ঘোষণা করা হয়েছে। যেসব স্থানে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে, সেসব স্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সিটি প্রশাসের সহযোগিতাও কামনা করা হয়েছে। বাংলাদেশী মুসলিম কমিউনিটি অধ্যুষিত নিউইয়র্কের জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস, কুইন্স ভিলেজ, হলিস, সাউথ জ্যামাইকা, ওজন পার্ক, রিচমন্ড হিল, পারসন্স, উডসাইড, এস্টোরিয়া, ব্রঙ্কস, ব্রুকলীন, ম্যানহাটনের বিভিন্ন মসজিদ এবং নিউইয়র্ক স্টেটের বিভিন্ন এলাকায় যেখানে মুসলিম কমিউনিটি ও মসজিদ আছে, সেখানে ঈদের জামাতের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নিউইয়র্ক ছাড়াও ওয়াশিংটন ডিসি, লস অ্যাঞ্জেলেস, ফ্লোরিডা, মিশিগান, নিউজার্সী, কানেক্টিকাটসহ মুসলিম-অধ্যুষিত স্টেট ও সিটিসমূহে ঈদের জামাতের আয়োজন করা হবে বলে জানা গেছে।

নিউইয়র্কের কোথায়, কখন ঈদের জামাত

কুইন্স: জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের উদ্যোগে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে জ্যামাইকার টমাস এডিসন হাইস্কুলের মাঠে। এখানে একটি ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল আটটায়। এই জামাতে মহিলাদেরও নামাজ পড়ার ব্যবস্থা রাখা হবে। তবে যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হবে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে পরপর তিনটি জামাত অনুষ্ঠিত হবে। জামাতগুলো হবে সকাল ৮টা, ৯টা ও ১০টায়। এখানেও পুরুষের পাশাপাশি নারী ও শিশুদের জন্যও নামাজের ব্যবস্থা রয়েছে।

আল আরাফা ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে জ্যামাইকার সুজান বি এন্থনির প্লে গ্রাউন্ডে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে। বাইরে হলে একটি জামাতে নামাজ হবে সকাল সাড়ে আটটায়। মসজিদ পরিচালনা পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারী খন্দকার তরিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, প্লে গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে আটটায় জামাত হবে একটি। এ জন্য সব প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছে। তবে বৃষ্টি হলে মসজিদে ঈদের নামাজের আদায় করা হবে। সে ক্ষেত্রে চারটি জামাত যথাক্রমে প্রথম জামাত সকাল সাতটা, দ্বিতীয় জামাত সকাল আটটা, তৃতীয় জামাত সকাল নয়টা এবং চতুর্থ জামাত সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, এই ঈদের জামাতে যেসব শিশু আসবে, তাদের জন্য থাকবে কটন ক্যান্ডি ও বেলুন।

এস্টোরিয়ার আল আমিন জামে মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল আটটায়। এস্টোরিয়ার ৩৬ স্ট্রিটে (৩৬ ও ৩৭ অ্যাভিনিউর মাঝে) জামাত হবে। আবহাওয়া খারাপ হলে মসজিদের ভেতরে তিনটি জামাত অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম জামাত সকাল সাতটায়, দ্বিতীয় জামাত সকাল আটটায় এবং তৃতীয় জামাত সকাল নয়টায় হবে। মহিলাদের জন্য আলাদা নামাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তৃতীয় জামাতে মহিলারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

দারুল উলুম নিউইয়র্ক-এর ঈদের জামাত সকাল ৮ টায় পার্কিং লটে অনুষ্ঠিত হবে। বৃষ্টি হলে মসজিদের ভেতরে জামাতটি অনুষ্ঠিত হবে।

জ্যাকসন হাইটসে ডাইভারসিটি প্লাজায় নিউইয়র্ক ঈদগাহর উদ্যোগে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে পাঁচটি। সকাল ছয়টা থেকে জামাত শুরু হবে। এরপর প্রতি এক ঘণ্টা পরপর ঈদের জামাত হবে। বৃষ্টি হলে কাবাব কিংয়ের দোতলায় ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে পরপর পাঁচটি জামাতের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান ইমাম মাওলানা কাজী কাইয়ূম। এদিকে জ্যাকসন হাইটসের মোহাম্মদী সেন্টারের উদ্যোগে ঈদের পরদিন স্বল্প আয়ের মানুষের মধ্যে এবং যারা কোরবানি দিতে পারবেন না, তাদের মধ্যে কোরবানির মাংস বিতরণ করা হবে। এই মাংস যারা বিতরণ করতে চান, তারা ঈদের পরদিন বিকেল চারটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত জ্যাকসন হাইটসে মোহাম্মদী সেন্টারে কোরবানির মাংস দিতে পারবেন।

ওজনপার্কের আল ফুরকান মসজিদে ঈদের নামাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৭৭ অ্যান্ড গ্ল্যানেমার অ্যাভিনিউতে দু'টি জামাত অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম জামাত হবে সকাল আটটায় আর দ্বিতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল নয়টায়।

আল কুবা ইসলামিক সেন্টার অব জ্যামাইকার উদ্যোগে সাউথ জ্যামাইকার পিএস ৫০ স্কুলের মাঠে একটি ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল আটটায়। বৃষ্টি হলে ঈদের জামাত হবে তিনটি। সে ক্ষেত্রে প্রথম জামাত হবে সকাল সাড়ে সাতটায়, দ্বিতীয় জামাত সকাল সাড়ে আটটায় এবং তৃতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল সাড়ে নয়টায়।

জ্যামাইকার দারুস সালাম মসজিদে ঈদের জামাতের আয়োজন করা হয়েছে। মসজিদের ভেতরে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। ১৪৮-১৬-৮৭ রোড, জ্যামাইকায় এই মসজিদের অবস্থান। এখানে ঈদের প্রথম জামাত সকাল সাতটায়, দ্বিতীয় জামাত সকাল আটটায়, তৃতীয় জামাত সকাল নয়টায় এবং চতুর্থ জামাত সকাল দশটায় অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম জামাত ব্যতীত অন্য সব জামাতে মহিলাদের জন্য নামাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইস্ট এলমহার্স্ট জামে মসজিদ অ্যান্ড মুসলিম সেন্টারের উদ্যোগে পিএস ১২৭ এর মাঠে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে। একটি জামাতের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে সকাল সাড়ে আটটা। বৃষ্টি হলে মসজিদের ভেতরে দুটি জামাতের ব্যবস্থা থাকবে। প্রথম জামাত হবে সকাল আটটায় ও দ্বিতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল নয়টায়।

ব্রুকলীন:

ব্রুকলীনের বায়তুল জান্নাহ জামে মসজিদ অ্যান্ড মুসলিম কমিউনিটি সেন্টারের উদ্যোগে সকাল সাড়ে ৬টায় প্রথম জামাত হবে মসজিদ ভবনে। যারা কোরবানি দেবেন, তাদের জন্য এই জামাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মূল জামাত হবে সকাল সাড়ে ৮টায় স্থানীয় ৫৬৯ ম্যাকডোনাল্ড অ্যাভিনিউতে খোলা রাস্তায়। আর বৃষ্টি হলে মসজিদ ভবনেই সকাল ৬টা থেকে পরপর ৫টি জামাত অনুষ্ঠিত হবে।

ব্রঙ্কস: বাংলাবাজার জামে মসজিদের উদ্যোগে খোলা আকাশের নিচে ঈদের বিশাল জামাত অনুষ্ঠিত হবে। বৃষ্টি হলে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে তিনটি বলে জানা গেছে। বায়তুল ইসলাম মসজিদ অ্যান্ড কমিউনিটি সেন্টারের উদ্যোগে ব্রঙ্কসে ঈদের জামাত শুরু হবে সকাল সাড়ে আটটায়।

এছাড়াও জ্যামাইকার ইকনা মসজিদ, রিয়াজুল জান্নাহ ইসলামিক সেন্টার, জ্যাকসন হাইটসে আল নূর ইসলামিক সেন্টার, আল নূর ইসলামিক সেন্টার শরিয়া বোর্ড নিউইয়র্ক, ব্রঙ্কসের নর্থ ব্রঙ্কস ইসলামিক সেন্টার, পার্কচেস্টার জামে মসজিদ, বাংলা বাজার জামে মসজিদ, ব্রুকলীনের বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টার, আল আমান মসজিদ, ওজন পার্কের ফুলতলী জামে মসজিদের উদ্যোগে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: popultaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
■ All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
■ Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
■ Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
tax refund
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
Road Lesson Local & Highway
5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
Road Test Appointment
Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
6 Hours DDC Class
Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া
যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

VIVID MORTGAGES® INC.

Crystal Clear Loans®

আপনার স্বপ্নের বাড়ি



ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি **NMLS# 244341**

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

VIVIDMORTGAGES

YOUR DREAM HOUSE



No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment
as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35 Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserved

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

শীতল অন্ধকার সাগরে হারিয়ে গেছে স্বজনরা, পরিবারের শোক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ছোট ডুবোযান টাইটানে চড়ে পাঁচজন গিয়েছিলেন, ১৯১২ সালে ডুবে যাওয়া টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ দেখতে। কিন্তু সেই টাইটানিক দেখতে গিয়ে নিজেরাই ইতিহাস হয়ে গেলেন তারা। ধারণা করা হচ্ছে, নিখোঁজ টাইটান সাবমার্সিবল ডুবোযানের পাঁচজন আরোহীই মারা গেছেন। মার্কিন কোস্ট গার্ডের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, ডুবোযানটি 'বিপর্যয়কর বিস্ফোরণ'-এর শিকার হয়েছিল বলে তারা ধারণা করা হচ্ছে। ফলে তারা সবাই মৃত্যুবরণ করেছেন।

ডুবোযানটি রবিবার নিখোঁজ হয়েছিল। উদ্ধারকারীরা এর পরপরই উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। এরপর গতকাল বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকালের দিকে, ডুবে যাওয়া ঐতিহাসিক জাহাজ টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষের কাছের একটি এলাকায় কিছু ভাঙা বস্তুর সন্ধান পান।

তা থেকেই ধারণা করা হচ্ছে, টাইটান এবং সেখানে থাকা যাত্রীদের ভাগ্যে কী ঘটেছে। বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন কোস্ট গার্ডের রিয়ার অ্যাডমিরাল জন মগার জানান, সমুদ্রতলে যেসব ভাঙা টুকরো পাওয়া গেছে, সেগুলো টাইটান সাবমার্সিবলের অংশ বলে মিলে গেছে বলেই তাদের ধারণা। ঘটনাটি নিয়ে পৃথিবীজুড়ে মানুষ উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় দিন কাটিয়েছে গত তিন দিন। অক্সিজেন কমে যাওয়ার সংবাদে সবার প্রর্থনা আরো বেড়ে যাচ্ছিল, তেমনি নিখোঁজ স্বজনদের ফিরে পাওয়ার আশায় ছিল পরিবারগুলো। কিন্তু তাদের আর ঘরে ফেরা হলো না।

নিখোঁজ টাইটান সাবমার্সিবল ডুবোযানের নিহত ৫ যাত্রী হলেন হামিশ হার্ডিং (৫৮), শাহজাদা দাউদ (৪৮) এবং তার ছেলে সুলেমান দাউদ (১৯), পল-হেনরি নারজিওলেট (৭৭) এবং স্টকটন রাশ (৬১)। তাদের পরিবারে এই ঘটনায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিহত স্বজনদের অনুসন্ধানের প্রচেষ্টাকে পরিবারগুলো স্বাগত জানিয়েছে।

নিহত পল হেনরি নারজিওলেটের সৎছেলে জন প্যাশাল সিবিএস নিউজকে বলেছেন, একজন বিখ্যাত সমুদ্রবিজ্ঞানী এবং অনুসন্ধানকারী ছিলেন তিনি।

তাকে আধুনিক ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ গভীর সমুদ্র অভিযাত্রীদের 'একজন' হিসেবে স্মরণ করা হবে। পল হেনরি এই ডুবোযান চালানোর দক্ষতার কারণে 'মিস্টার টাইটানিক' নামে পরিচিত ছিলেন।

জন প্যাশাল সিবিএস নিউজকে আরো বলেন, 'বাড়ি থেকে দূরে তার আরেক বাড়ি ছিল সমুদ্র। সেখানে তিনি খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। এই ভ্রমণে ঝুঁকি আছে, আমার মনে হয় সেটা জানেও তিনি ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তার শেষ মুহূর্তটিও ছিল সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত টাইটানিকের আশপাশেই। ঘটনাটি কাঁচা এবং তাজা ঘায়ের মতো। তবুও আমি মনে করি, তিনি বিশ্বের এমন একটি দৃশ্যের কাছে তার শেষ মুহূর্তগুলো কাটিয়েছেন, যা তার কাছে অনেক বেশি অর্থবহ।'

৭৭ বছর বয়সী পল হেনরি নারজিওলেট একজন বড় টাইটানিক বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। যিনি সমুদ্রে ৩৫টিরও বেশি ডাইভ সম্পন্ন করেছিলেন। একটি বিবৃতিতে তার পরিবার বলেছে, 'আমরা তাকে সবচেয়ে বেশি মনে রাখব তার বড় হৃদয়, তার অবিশ্বাস্য হাস্যরস মনোভাবের জন্য। সে তার পরিবারকে অনেক ভালোবাসত।'

নারজিওলেট ১৯৬৪ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ফরাসি নৌবাহিনীতে কমান্ডার, জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং গভীর সমুদ্রের ডুবুরিসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ দেখার বেশ কয়েকটি অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

নিহতদের মধ্যে আরো ২ যাত্রী শাহজাদা দাউদ ও তার ছেলে। তার পরিবার শাহজাদা দাউদ (৪৮) এবং তার ছেলে সুলেমানকে (১৯) হারানোর পর প্রচণ্ড শোকাহত। একই সঙ্গে দুইজনকেই হারিয়েছে পরিবার। তার পরিবার এক বিবৃতিতে জানান, 'এই ঘটনায় নিহত সবার প্রতি আমাদের সমবেদনা। যে ঘটনা সারা বিশ্ব দেখেছে।'

তারা আরো জানায়, 'এই ধরনের ট্র্যাজেডি মানুষের ভেতরের ভালো এবং খারাপ দিক বের করে আনে। কেউ কেউ সাহায্য এবং সমর্থনের জন্য এগিয়ে আসে কোনো স্বার্থ ছাড়া। আবার কেউ কেউ ব্যক্তিগত লাভের জন্য এইসব ঘটনা কাজে লাগায়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে সবার আচরণ তাদের নিজস্ব চরিত্র প্রকাশ করে। আমাদের পরিবার যে ভালোবাসা এবং সমর্থন পেয়েছে তাতে আমরা অভিভূত এবং যারা মানবতা প্রদর্শন করেছেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।'

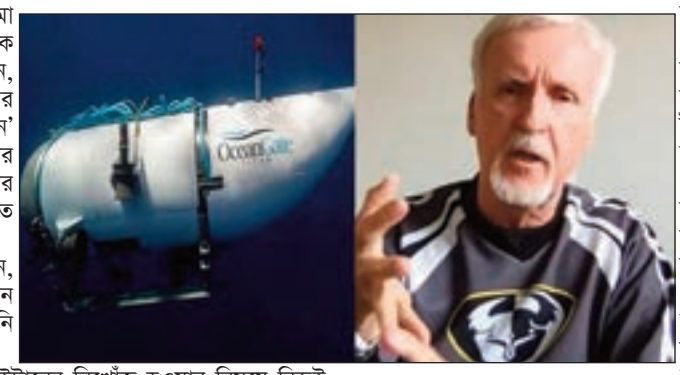
ব্রিটিশ ধনকুবের হামিশ হার্ডিংয়ের পরিবার তাকে 'একজন নিবেদিতপ্রাণ পিতা' বলে অভিহিত করে বলেছে, 'নিজেদের এই ট্র্যাজেডি থেকে সামান্য সান্ত্বনা নিতে পারি এই বলে যে আমরা তাকে হারিয়েছি সেখানে, যা তিনি ভালোবাসতেন।'

স্টকটন রাশ ওশানগেটের প্রধান নির্বাহী ছিলেন। যে ফার্মটি হারিয়ে যাওয়া সাবমার্সিবলে টাইটানিকের সমুদ্রযাত্রা পরিচালনা করে। সংস্থাটি বলেছে, 'এটি একটি দুঃখজনক সময়। এই ব্যক্তিরা সত্যিকারের অভিযাত্রী ছিলেন। যাদের মধ্যে বিশ্বের মহাসাগরগুলো অন্বেষণ করার সাহসিকতা ও রক্ষা করার গভীর আগ্রহ ছিল।' সূত্র : বিবিসি

'টাইটানিক' নির্মাতা অনুমান করেছিলেন টাইটানের পরিণতি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: টানা ৪ দিনের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা পেরিয়ে অবশেষে বৃহস্পতিবার (২২ জুন) জানা গেল, টাইটান সাবমার্সিবল 'বিস্ফোরিত' হয়েছে।

ডুবোযানটি নিখোঁজ হবার পরে যদিও এমন ভয়াবহতার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন 'টাইটানিক' ছবির পরিচালক জেমস ক্যামেরন।



বিখ্যাত হলিউড সিনেমা 'টাইটানিক'-এর পরিচালক জেমস ক্যামেরন জানান, আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশে 'টাইটান' নিখোঁজের খবর জানার পরই তিনি ডুবোযানের পরিণতি বুঝতে পেরেছিলেন।

ক্যামেরন আরো জানান, গত রবিবার টাইটান যখন নিখোঁজ হয়, তখন তিনি একটি জাহাজে ছিলেন।

সোমবার পর্যন্ত তিনি টাইটানের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে কিছুই জানতেন না। ঘটনাটি জানার পর ক্যামেরনের মাথায় প্রথমেই যে বিষয়টি এসেছিল, তা হল্লেবিস্ফোরণ। এই নির্মাতার কথার সঙ্গে মিলে যায় যুক্তরাষ্ট্রের কোস্টগার্ডের রিয়ার অ্যাডমিরাল জন মুগের কথা।

ক্যামেরন বলেন, 'কী ঘটেছে, তা আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। সাবমেরিনটির ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা, যোগাযোগব্যবস্থা ও ট্র্যাকিং ট্রান্সপন্ডার একই সঙ্গে নিষ্ক্রিয় হয়েছে। এই তথ্য জেনে আমি বুঝতে পেরেছি, ডুবোযানটি শেষ। কারণ, একটি চরম বিপর্যয়মূলক ঘটনা ছাড়া এগুলো একত্রে নিষ্ক্রিয় হতে পারে না।'

যুক্তরাষ্ট্রের কোস্টগার্ডের রিয়ার অ্যাডমিরাল জন মুগ বৃহস্পতিবার (২২ জুন) সংবাদ সম্মেলনে জানান, টাইটানিক জাহাজের ধ্বংসাবশেষের কাছেই অপর একটি ধ্বংসাবশেষের খোঁজ পান।

সেখানে ডুবোযান টাইটানের পাঁচটি বড় অংশ পাওয়া যায়। আর এসব অংশ দেখে নিশ্চিত হওয়া গেছে, পানির নিচে যাওয়ার পর এতে বিস্ফোরণ হয়েছিল।

১৯১২ সালে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে টাইটানিক জাহাজটি ডুবে যায়। আটলান্টিকের তলদেশে ১২ হাজার ৫০০ ফুট গভীরে জাহাজটির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

'টাইটানিক' সিনেমা নির্মাণের জন্য টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ দেখতে ক্যামেরন ৩৩ বার আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশে গিয়েছিলেন।

এরপর ১৯৯৭ সালে তিনি নির্মাণ করেন 'টাইটানিক' চলচ্চিত্রটি।



আবু জাফর মাহমুদকে সম্মানসূচক ডক্টরেট প্রদান

Abu Zafar Mahmood recieves honorary Ph.D.

বিশ্বশান্তির দূত হিসেবে নতুন অভিযাত্রা

A New voyage of Ambassador for global peace

“আমি জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব করেছি। এই সম্মানসূচক স্বীকৃতি ও ডিগ্রির মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের দায়বদ্ধতা উপলব্ধি করছি। আজ আমি গ্লোবাল ফাইটার। সারা পৃথিবীর যুদ্ধ বিধ্বস্ত ও দুর্যোগ কবলিত জাতিগুলির জন্য মানবতার পক্ষে লড়াই করার সুযোগ পেয়েছি। আল্লাহ্‌র দরবারে শোকর আদায় করছি।”













কুইন মাদারের সঙ্গে ড. আবু জাফর মাহমুদ

PEOPLE UNITED FOR PROGRESS

POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES

PEOPLE UNITED FOR PROGRESS

Political rights for Ethnic Communities

সাহিত্য সাময়িকী

জীবন একাকী হাঁটে
সোহরাব পাশা

উন্মাদ সময়
গৃহমুখি মানুষের নিঃস্ব কোলাহল
রুগ্ন ভোরে অসমাপ্ত খুচরো ভ্রমণ,

কাউকে শোনে না কেউ
আলো ঠোঁটে পাশে থাকে প্রতারক ছায়া
সৌন্দর্যের ফুল ওড়ে ধুলোর ভেতর;

গোপনে ছিঁড়ছে কেউ শিল্পের কুসুম

অন্যবাড়ি ডেকে ওঠে প্রেম
অজস্র ছেঁড়া গল্পের কষ্ট
নিঃস্বতা লুকিয়ে রাখে হাসি,
মেঘের গুপ্তিগুঞ্জন বাড়ে
আগুনের জলরং;

জীবন একাকী হাঁটে ।

এখনো সামন্ত অভিলাষ
কাজী আতীক

যদি সহভাগী ভাবো, কেনো সহযাত্রী হতে পারো না?
যদি বন্ধুই হবে তুমি, কেনো বন্ধুর করো পথ চলা?

খোলা আকাশ, যে যার মতো করে উড়বে,
যার যতোটুকু ডানার জোর,
কেউ ডানা মেলে, কেউ ডানা ঝাপটিয়ে,
যে পারে- সে পৌঁছে যাবে অন্তরীক্ষ অসীমে ।

অথচ এখনো দাস-প্রভুত্বের গন্ডি পেরুতে পারেনি সময়,
বিবর্ত ধারায় এখনো বিকল্প সামন্ত অভিলাষ ।

যদি খোলাসা হয়েছে অভিপ্রায়,
এবার সময় হয়েছে দেখার নিজ মুখচ্ছবি একই আয়নায়,

দেখো নি? প্রদীপের নিচেই থাকে নিজ ছায়া, ঘোর অন্ধকার ।

যা পেতে আজন্ম কাতর ছিলো
শাহীন ইবনে দিলওয়ার

যা পেতে আজন্ম কাতর ছিলো
প্রাপ্তিতে দগ্ধ হাত দূরবর্তী জলের ঠিকানা
কল্পনাতে জমেছিলো আড্ডা
বাস্তবে কথার তোড়ে পালাতে চায় ।

পথের মোড়ে মোড়ে সহিংসতা
ক্ষুরধার শব্দে অপসৃয়মান সুষমা
সৌন্দর্য আলো ছড়ায় না অন্ধকার
বিলিয়ে প্রেত হাস্যে মুখর ।

আর কোনো গন্তব্য নেই যাওয়ার
কল্পনাতো কবেই শূন্য যোগায় না ইচ্ছে
কিছু পেতে বিশ্বস্ততা লাগে তা এখন বিরল
যা পাওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই ।

সময় থমকে গেছে দুপুর বেলা
ঘরে ফেরার বিকেল আসে না
মুগ্ধতার নক্ষত্র ভরা রাত ভুল পথে
মহাশূন্যে কোথাও স্থির দাঁড়িয়ে আছে!

মরে যায় প্রেমফুল
আশরাফ হাসান

অর্থের ভালোবাসা আমাকে জন্ম দেয় রোজ
জন্ম দেয় কোনো পরাধীন জাতির
টাকায় মোহান্ধ কোনো শরাব সাকীর

অর্থের প্রেমশরীরে আমি বেঁচে উঠি প্রতিদিন
আমি রোজ রোজ মরে যাই
মরে যাই ব্যর্থ প্রেমিকের মতো
কেউ আমার হৃদয়দোর ভেঙ্গে ঢুকিয়ে দেয়
সহস্রকোটি টাকার ছেনাল- লজ্জ হাহাকার

আমাকে বাণিজ্যনোটিশ দেয় অর্থবেশ্যা
লাল শরমের মতো মরে যায় প্রেমফুল
আমি মরে যাই শকুনবিদ্ধ রাতে

দিনের ঔরসে বাঁচি পরাধীন পুরুষ
নর্তকীনিনিদ্র নিশীতে নিহত হই বেওয়ারিশ ।

মন খারাপের কারণ জানি না
হাবিব ফয়েজি

নাজায়েজ মনখারাপ নিয়ে সেদিন
সমুদ্র স্নানে গিয়েছিলাম
আমার দুঃখগুলোকে ছোটো ছোটো নৌকা বানিয়ে
সাগরের উত্তাল ঢেউ আর ফেনায় ভাসিয়ে দিলাম যখন
তখন কাগজের নৌকায় চড়ে হারিয়ে গিয়েছিলাম
ছোট্টবেলার সেই বৃষ্টিস্নাত বাড়ির উঠোনে
মনেপড়ে সেই সময়টা কতোইনা আনন্দের ছিলো
একসময় পবিত্র মেজাজে বাড়ি ফিরে এলাম

ভাবনার ফাঁকফোকরে উঁকি দিয়ে গেলো
কতগুলো চেনাজানা অসহায় মুখ

এ পৃথিবীতে কতজনই তো আছে, যাদের
ঘর আছে তো সংসার নেই, আবার
সংসার আছে তো ঘর নেই
তারাও তো হাসে-কাঁদে, হাসতে হাসতে বাঁচে

আমার তো ঘর সংসার দুটোই আছে
তবে কেন
তবে কি দিনদিন অকৃতজ্ঞ হয়ে যাচ্ছি?

জোসনা ও অপেক্ষার গল্প
সৈয়দ আহমদ জুয়েদ

কত রাত পার হয় জোনাকি আলোর
রেখায় আর মৌসুমী চাষাবাদে প্রেম
নোঙ্গর ফেলে পানির মত টলটলে
কোন হৃদয় পুকুরে ।

বাস্তবতা চিনে নিতে আগাম বাড়ি
ফিরে ঝিঙে ফুল ।

প্রজাপতি মন তখন ভীষণ লাজুক,
তারপর ও কোন জোসনা রাতে
তোমার অপেক্ষায় প্রহর বেঁচে স্বপ্ন
কেনে, তোমার জন্য মন ।

তুমি বুঝে কিংবা না বুঝে
দূরেই রয়ে যাও- বহুদূরে ।

ফিরে যদি আসো,
সে আশায় বৈরাগী ফেলে
বাউলা প্রেম থাকে তুমুল অপেক্ষায় ।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549



মুক্তি পেল অ্যানিমেশন সিনেমা ‘মুজিব ভাই’

বিনোদন ডেস্ক: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে ‘জাতির পিতা’ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ অবলম্বনে নির্মিত অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র ‘মুজিব ভাই’ মুক্তি পেয়েছে। এ উপলক্ষে শুক্রবার (২৩ জুন) রাজধানী ঢাকার সীমান্ত সম্ভারের স্টার সিনেপ্লেক্সে এর প্রিমিয়ার শো অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক প্রিমিয়ার শো-এর উদ্বোধন করেন। ছিন্নমূল ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু কিশোরদের বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এই সিনেমা দেখার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়।

প্রিমিয়ার শো শেষে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়কালে প্রতিমন্ত্রী পলক বলেন, ‘নতুন প্রজন্মের শিশু-কিশোর সহ সকলের কাছে কাছে বঙ্গবন্ধুর জীবনের গল্প পৌঁছে দেয়া আমাদের দায়িত্ব। তাদেরকে জানানোর জন্য অ্যানিমেশন চলচ্চিত্রের চেয়ে ভাল আর কোন মাধ্যম হতে পারে না। নর্মাতাগণ বঙ্গবন্ধুর ছেলেবেলা সম্পর্কে এ অ্যানিমেশন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সুনিপণভাবে তুলে ধরেছেন।’

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ‘বলেন, বাবা-মায়ের আদরের খোকা কিভাবে বাংলার মানুষের কাছে মুজিব ভাই হয়ে উঠলেন, তাঁর জীবন সংগ্রাম এবং তাঁর বিজয়ের সারমর্ম তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে চলচ্চিত্রটিতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের একজন ছাত্র হিসেবে কীভাবে মুজিব একজন নেতা হয়ে ওঠেন, জনমানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেন, রাজনৈতিকভাবে সফল হয়ে উঠলেন এবং বাংলাদেশের রূপকার হলেন। কীভাবে হয়ে উঠলেন সকলের মুজিব ভাই; এসকল বিষয়বস্তু হচ্ছে এই চলচ্চিত্রটির বিষয়।’

প্রতিমন্ত্রী আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে অ্যানিমেশন চলচ্চিত্রটি দেশের তরুণ দর্শকসহ সকল বয়সী দর্শকের কাছে ‘জাতির পিতা’ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের এই সকল অধ্যায় চমৎকারভাবে উপস্থাপিত করার একটি প্রয়াস বলে উল্লেখ করেন। প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ‘অ্যানিমেশন চলচ্চিত্রে এবং অ্যানিমেশন শিল্পে দেশের তরুণদের উদ্বুদ্ধ করতে সর্বোপরি দেশের অ্যানিমেশন শিল্পকে এগিয়ে নিতে এ মুভি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

চলচ্চিত্রটির মূল কাহিনি লিখেছেন অজয় দাশগুপ্ত, সংলাপ এবং চিত্রনাট্য লিখেছেন আদনান আদীব খান। চলচ্চিত্রটির পরিচালনা করেছেন চন্দন কুমার বর্মন এবং সোহেল মোহাম্মদ রানা। চলচ্চিত্রটির প্রযোজনা করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং মূল নির্বাহী প্রযোজকগণ হলেন জিনাত ফারজানা, আরিফ মোহাম্মদ ও মোঃ শফিউল আলম। চলচ্চিত্রটির রিসার্চ লিড ছিলেন তন্ময় আহমেদ, প্রজেক্ট অ্যাডভাইজার ছিলেন মুস্তাফা মুহাম্মাদ হোসাইন এবং এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার ছিলেন বায়জিদ খান রাহুল। এই চলচ্চিত্রটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মোবাইল গেইম ও অ্যাপ্লিকেশন এর দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে। চলচ্চিত্রটির অ্যানিমেশন ডেভেলপ করেছে টেকনোম্যাজিক প্রাইভেট লিমিটেড আর সহযোগী প্রতিষ্ঠান ছিল হাইপার ট্যাগ লিমিটেড।

প্রিমিয়ার শোতে আরো উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব নাভেদ শফিউল্লাহ, মোবাইল গেইম ও অ্যাপ্লিকেশন এর দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, আইসিটি বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ। এই চলচ্চিত্রটি বিভিন্ন সিনেপ্লেক্স, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম এবং বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে দেখা যাবে।

যুক্তরাষ্ট্রে আসা শিল্পীদের ‘কাউয়া’ বললেন ওমর সানী

বিনোদন ডেস্ক: ঢাকাই চলচ্চিত্রের একসময়ের জনপ্রিয় চিত্রনায়ক ওমর সানী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সক্রিয়। যে কোনো ইস্যুতে মুখ খোলেন এ নায়ক। এবার যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী যেসব তারকাকে নিয়ে অনুষ্ঠান করা হচ্ছে, তাদের নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এ অভিনেতা। তাদের ‘কাউয়া শিল্পী’ আখ্যা দিয়ে বিষয়টিকে রুচির দুর্ভিক্ষ হিসেবে মন্তব্য করেছেন তিনি।



শুক্রবার (২৩ জুন) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকের নিজস্ব টাইমলাইনে ওমর সানী এক স্ট্যাটাস দিয়েছেন। সেখানে তিনি লেখেন, আগে আমেরিকার অনুষ্ঠানের নাম শুনলেই কমবেশি আমরা সবাই লাফ দিতাম। কিন্তু এখন যে ধরনের দু-একজন কাউয়া শিল্পীকে তারা নিয়ে যাচ্ছে। আমরা অবাক হচ্ছি, রুচির দুর্ভিক্ষ। হায়রে...!

এ মন্তব্যের জন্য অনেকেই সহমত পোষণ করেছেন তারকার সঙ্গে। আবার কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করে সমালোচনাও করেছেন তার।

প্রসঙ্গত, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী তারকাদের নিয়ে বিভিন্ন সময় বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান হয়। এসব অনুষ্ঠান মূলত প্রবাসী বাংলাদেশীরা আয়োজন করে থাকে।

এবার যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ‘ঢালিউড ফিল্ম অ্যান্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস’। জ্যামাইকার আমাজুরা হলে আগামী ২৫ জুন রোববার অনুষ্ঠিত হবে প্রথম পর্ব ‘মিউজিক অ্যাওয়ার্ড’ এবং ১ জুলাই শনিবার থেকে ভার্জিনিয়াতে হবে দ্বিতীয় পর্ব ‘ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড’।

শাকিবকে দেখে রীতিমতো মুগ্ধ আলমগীর-রুনা লায়লা

বিনোদন ডেস্ক: দেশের চলচ্চিত্রপ্রেমীদের কাছে প্রশংসা পাচ্ছে ‘প্রিয়তমা’য় শাকিব খানের বৃদ্ধ বয়সী লুকটি। সব মহলে প্রশংসিত এই নায়কের লুক নিয়ে এবার মুগ্ধতা প্রকাশ করলেন দুই কিংবদন্তি ও তারকা দম্পতি আলমগীর এবং রুনা লায়লা। গত দুই দিন ধরে চলচ্চিত্র ও নাটকের অধিকাংশ তারকাই শাকিবের লুকের প্রশংসা করেছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। নায়ক, প্রযোজক ও নির্মাতা আলমগীরকেও ছুঁয়ে গেছে শাকিবের এই লুক। তিনিও নিজের ফেসবুকে পোস্ট করেন প্রিয়তমায় শাকিবের লুকটি।



ক্যাপশনে আলমগীর লেখেন, ‘ওয়েলডান শাকিব, তোমার জন্য অনেক শুভ কামনা ও দোয়া।’ তার সেই পোস্টে মন্তব্য করেছেন উপমহাদেশের বিখ্যাত সংগীতশিল্পী রুনা লায়লা। তিনি মন্তব্যে লেখেন, ‘ব্রাভো, ওয়েলডান। আমার পছন্দের অভিনেতাদের একজন সে। তার জন্য অনেক শুভ কামনা।’

আলমগীরের সেই পোস্টে কালজয়ী ছবি ‘গুড্ডি’র নির্মাতা সালাউদ্দিক জাকি লিখেছেন, ‘শাকিব, অভিনয়ে এবার আরো মনোযোগ দাও, দোয়া রইল।’ টানা এক মাস শুটিংয়ের মাধ্যমে ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে ছবির শুটিং।

গত ২১ জুন বুধবার ছবিটি সেন্সর ছাড়পত্রও পেয়েছে। আরশাদ আদনানের প্রযোজনায় নির্মিত রোমান্টিক অ্যাকশন ধাঁচের মৌলিক গল্পের সিনেমা ‘প্রিয়তমা’। এর কাহিনি প্রয়াত ফারুক হোসেনের।

যৌথভাবে চিত্রনাট্য ও সংলাপ করেছেন ফারুক হোসেন ও হিমেল আশরাফ। শাকিব ছাড়াও ছবিতে অভিনয় করছেন ইধিকা পাল, শহিদুজ্জামান সেলিম, এলিনা শাম্মী, ডন সহ অনেক।

শাকিব খানকে ‘বৃদ্ধ’ বানাতে সবুজের লেগেছে ৮ ঘণ্টা!



বিনোদন ডেস্ক: শাকিব খান। চমকের পর চমক। যেন সব হিসাব বদলে দিচ্ছেন। এই তো ‘প্রিয়তমা’ চলচ্চিত্রে এক লুকেই যেন আটকে ছিলেন। চমক সৃষ্টি করা বড় চুলের শাকিবকে মিলিয়েছিলেন। দুয়ে-দুয়ে চার মিলিয়ে যখন অপেক্ষা করছিল ভক্তদের একাংশ, তখনই দাবার চাল উল্টে দিয়ে অঙ্কটাকে বদলে দিলেন গত ২০ জুন মঙ্গলবার। অন্তত ভক্তরা এমনটাই বলছেন।

সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে বসে আছেন এক বৃদ্ধ। জীবনসায়হ্নে এসে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কী যেন খুঁজছেন ৮০ বছর বয়সী এই বৃদ্ধ! এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দেখলে বোঝার উপায় নেই তিনি ঢাকাই সুপারস্টার শাকিব খান। যার এই লুকটি দেখে বিস্মিত হয়েছেন নেটিজেনরাও! তারা বলছেন, এ কোন শাকিব খান? জানা যায়, শাকিব অভিনীত আসন্ন ঈদের ছবি ‘প্রিয়তমা’য় এমন একটি লুকে দেখা যাবে তাকে।

শাকিব খানের এই লুক আনতে মেকআপ শিল্পীর সময় লেগেছে আট ঘণ্টা।

এমনটাই জানালেন শাকিব খানের মেকআপ শিল্পী সবুজ খান। গত ২২ জুন বৃহস্পতিবার বিকেলে আলাপকালে সবুজ বলেন, ‘শাকিব ভাইকে ৮০ বছরের বৃদ্ধ বানাতে হবে। এ জন্য মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে হিমেল আশরাফ ভাই আমাকে নির্দেশনা দেন। তার নির্দেশনা অনুযায়ী আমি কাজ শুরু করি। সকাল থেকে এই কাজ করতে গিয়ে আট ঘণ্টা লেগেছে।

আয়নায় নিজেকে দেখে কেমন প্রতিক্রিয়া ছিল শাকিবের? এই প্রশ্নের জবাবে সবুজ বলেন, ‘ভাইয়া তো দেখে অবাক। স্বাভাবিক, এটাই তো হবে। তিনি আমার ওপর খুশি হয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা, সবাই এটা নিয়ে কথা বলছে। সবাই প্রশংসা করছে, এতেই আমার ভালো লাগছে।’



২০৩০ বিশ্বকাপের আয়োজন করবে না সৌদি আরব

স্পোর্টস ডেস্ক: ২০৩০ ফিফা বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক হবার দৌড় থেকে নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে সৌদি আরব। ঘরোয়া লিগে তারকা ফুটবলারদের কিনতে কাড়ি কাড়ি অর্থ খরচ করাটাই এমন সিদ্ধান্তের অন্যতম কারণ বলে মনে করছে বেশকিছু গণমাধ্যম। সৌদি নাম সরিয়ে নিলে আয়োজক হিসেবে রাস্তা অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে স্পেন-পর্তুগালের জন্য। পাশাপাশি ২৪তম আসর আয়োজনে আগ্রহ রয়েছে আর্জেন্টিনাসহ লাতিন আমেরিকার চার দেশের।

ক্লাব ফুটবলে ইউরোপের একচেটিয়া আধিপত্যে ভাগ বসাতে যাচ্ছে সৌদি। ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো থেকে শুরু করে একের পর এক তারকা ফুটবলারদের কিনে, বিশ্বকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা এশিয়ার দেশটির।

রোনালদোর পর করিম বেনজেমা কিংবা এনগোলো কান্তে, ইউরোপ ছেড়ে সৌদি প্রো-লিগে পাড়ি জমানো ফুটবলারদের তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আর তাদের আনতে আকাশচুম্বী পারিশ্রমিকও গুনতে হচ্ছে দেশটিকে। লিগের অধিকাংশ ক্লাব রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন হওয়ায় সরকারি কোষাগারেও চাপ বাড়ছে।

আর সেই চাপে পড়ে যৌথভাবে ২০৩০ বিশ্বকাপ আয়োজনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়াতে যাচ্ছে সৌদি। 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' খ্যাত এই টুর্নামেন্টের আয়োজক হতে, মিসর ও গ্রিসের সঙ্গে জোট বেঁধেছিল দেশটি। তবে বিশ্বকাপ আয়োজন খুবই ব্যয়বহুল হওয়ায়, আগে থেকেই আগ্রহ কম ছিল সৌদি বাদে অন্য দুই দেশের। তবে গ্রিস ও মিসরে অবকাঠামোগত খরচ বহন করার শর্তে ওই দুই দেশকে রাজি করেছিলেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ বিন সালমান। অবশ্য সেই শর্তে গোটা টুর্নামেন্টের ৭৫ শতাংশ ম্যাচ সৌদিতে আয়োজন করার চুক্তি ছিল।

তিন দেশ ভিন্ন তিন মহাদেশের হওয়ায় ভোটের লড়াই নিয়ে অনেকটাই আত্মবিশ্বাসী ছিল সৌদি। তবে শীর্ষস্থানীয় বেশকিছু গণমাধ্যমের মতে, আনুষ্ঠানিকভাবে আয়োজক হবার প্রস্তাব সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা।

এছাড়া ২০০৬ জার্মানি বিশ্বকাপের পর থেকে অনুষ্ঠিত হওয়া পাঁচ বিশ্বকাপের চারটিই হয়েছে ইউরোপের বাইরে। ত্রিশের বিশ্বকাপ তাই এ মহাদেশে ফেরানোর ব্যাপারে ইতিবাচক বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রকরা। তাই ইউরোপ থেকে যৌথভাবে আয়োজকের বিড করা স্পেন-পর্তুগাল এ দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে।

সৌদির সরে যাওয়ায় কপাল খুলতে পারে আর্জেন্টিনারও। দক্ষিণ আমেরিকার তিন দেশকে নিয়ে বিশ্বকাপ আয়োজন করতে চায় তিনবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। আগামী বছরের সেপ্টেম্বরে আয়োজকের নাম ঘোষণা করার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাবর-আফ্রিদিদেরকে বিশ্বকাপ বয়কটের পরামর্শ মিয়াঁদাদের

স্পোর্টস ডেস্ক: ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিসিআই) আক্রমণ করেছেন সাবেক ক্রিকেটার জাভেদ মিয়াঁদাদ। তার স্পষ্ট বক্তব্য- এশিয়া কাপ খেলতে বিসিসিআই যখন পাকিস্তানে দল পাঠাচ্ছে না, তখন পাকিস্তানেরও বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাওয়ার দরকার নেই। খবর ইন্ডিয়া টুডের।



খসড়াসূচি অনুযায়ী, ১৫ অক্টোবর আহমেদাবাদে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হওয়ার কথা; কিন্তু মিয়াঁদাদ বলছেন, পাকিস্তান ২০১২ এবং ২০১৬ সালে ভারত সফরে গিয়েছিল। এবার ভারতের পালা পাকিস্তানে আসার।

এরপরই মিয়াঁদাদের সংযোজন, আমি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গায় থাকলে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে যেতাম না। আমরা বরাবরই ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে আগ্রহী। কিন্তু ভারত কোনো আগ্রহ দেখায় না।

মিয়াঁদাদ আরও বলেছেন, পাকিস্তান ক্রিকেটকে এত হেয় করার কিছু নেই। আমরা নিয়মিত প্রতিভা তুলে আনছি। তাই মনে হয় না, ভারতে খেলতে না গেলে পাকিস্তান ক্রিকেটের বড় কিছু ক্ষতি হয়ে যাবে। আমার পরিষ্কার কথা, ভারত এশিয়া কাপ খেলতে পাকিস্তানে না এলে, এবার আমাদেরও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

প্রসঙ্গত, ভারত শেষবার পাকিস্তান গিয়েছিল ২০০৮ সালে এশিয়া কাপ খেলতে। এরপর নিরাপত্তাহীনতার কারণ দেখিয়ে আর দেশটিতে পা রাখেনি টিম ইন্ডিয়া। মিয়াঁদাদ বলেন, খেলার সঙ্গে রাজনীতি মেশানো ঠিক নয়। খেলাই পারে দুই দেশের মানুষকে আরও কাছে আনতে।



স্পোর্টস ডেস্ক: নেইমার নিজেই আছেন বিপদে। সন্তানসম্ভবা প্রেমিকার বিশ্বাস ভেঙে পরনারীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়ানোর অভিযোগ ওঠার পর ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছেন ব্রাজিলীয় ফরোয়ার্ড। এতে তার ভাবমূর্তির যেমন বারোটা বেজেছে, তেমনি জনপ্রিয়তায় ধস নেমেছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার অনুসারীর সংখ্যা হু হু করে কমছে। এর মধ্যে ব্রাজিলে পরিবেশ আইন লঙ্ঘনের নতুন অভিযোগ উঠেছে নেইমারের বিরুদ্ধে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে অন্তত ১০ লাখ মার্কিন ডলার জরিমানা হতে পারে তার।

বৃহস্পতিবার (২৩ জুন) পিএসজি তারকার মালিকানাধীন একটি প্রাসাদসম বাড়ির নির্মাণকাজ বন্ধ করে দিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। নেইমারের বাবাকে গ্রেফতারও করা হয়েছিল। পরে আদালতের নির্দেশে মুক্তি পান নেইমার সিনিয়রপ্রিও ডি জেনিরোর দক্ষিণ প্রান্তে উপকূলীয় শহর মানগারাতিবায় আড়াই একর জায়গাজুড়ে বিলাসবহুল প্রাসাদ তৈরি করতে গিয়ে পরিবেশের অনেক ক্ষতি করেছেন নেইমার। এর মধ্যে রয়েছে পানি চলাচলের পথ বদলে দেওয়া, নদীর পানির অপব্যবহার, সৈকত থেকে বালি তোলা এবং পাথর উত্তোলন।

গত পরশু বাড়ির নির্মাণকাজ বন্ধ করতে গিয়ে স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তারা নেইমারের বাবার দুর্ব্যবহারের শিকার হন বলেও অভিযোগ উঠেছে। যে কারণে গ্রেফতার হতে হয়েছিল নেইমার সিনিয়রকে।

এত সব ঝামেলার মধ্যেও জাতীয় দলের দুর্দশা নিয়ে চিন্তিত ইনজুরির দরুন মাঠের বাইরে থাকা নেইমার। শেষ চার ম্যাচের তিনটিতেই হেরেছে ব্রাজিল। কাতার বিশ্বকাপের পর থেকে ভারপ্রাপ্ত কোচের অধীনে খেলছে সেলেকাওরা।

শোনা যাচ্ছে, ২০২৪ সালের জুনে ব্রাজিলের পরবর্তী স্থায়ী কোচ হবেন বর্তমানে রিয়াল মাদ্রিদের দায়িত্বে থাকা কার্লো আনচেলত্তি। এই ইতালিয়ান কোচেই আলোর দিশা দেখছেন নেইমার, 'একজন বিশ্বমানের বিদেশি কোচ পাওয়ার সুযোগ হচ্ছে আমাদের। আমি নিশ্চিত, পরিস্থিতি বদলে যাবে। আনচেলত্তি সব কিছুই জিতেছেন। তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারব আমরা।'

অবৈধ বোলিং অ্যাকশনের দায়ে নিষিদ্ধ ফিলিপ



স্পোর্টস ডেস্ক: অবৈধ বোলিং অ্যাকশনের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের পেসার কাইল ফিলিপকে নিষিদ্ধ করেছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। আইসিসির ইভেন্ট প্যানেলে বোলিং অ্যাকশন অবৈধ প্রমাণিত হওয়ার পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বোলিং থেকে নিষিদ্ধ করা হয় তাকে। জিম্বাবুয়ের হারারেতে চলমান বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে গত ১৮ জুন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ম্যাচের পর ২৬ বছর বয়সী ফিলিপের বিপক্ষে সন্দেহজনক বোলিং অ্যাকশনের অভিযোগ আনেন ম্যাচ অফিসিয়ালরা। ঐ ম্যাচে ৫৬ রানে ৩ উইকেট নেন ফিলিপ। ম্যাচটি ৩৯ রানে হেরেছিলো যুক্তরাষ্ট্র। ২০ জুন নেপালের বিপক্ষেও মাঠে নেমেছিলো ফিলিপ। কিন্তু নিষেধাজ্ঞার কারণে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে পরের ম্যাচে খেলতে পারেননি তিনি।

ফিলিপের বোলিং অ্যাকশনের ফুটেজ পর্যালোচনা করার পর অবৈধ বলে নিশ্চিত করে ইভেন্ট প্যানেল। আইসিসির বিধিমালার ৬.৭ ধারা অনুযায়ী নিষিদ্ধ করা হয় ফিলিপকে। আইসিসির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বোলিং অ্যাকশন শুধরে বিশেষজ্ঞ প্যানেলের কাছে পরীক্ষা দেওয়ার আগ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিষিদ্ধ থাকবেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে ৫ ওয়ানডেতে ৬ উইকেট নিয়েছেন ফিলিপ।



টাইটানের নিরাপত্তা নিয়ে আগেই সতর্ক করা হয়েছিল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিখোঁজ হওয়া টাইটান ডুবোযানটি যে কম্পানি চালায় সেই ওশানগেটের এক সাবেক কর্মকর্তা ২০১৮ সালেই এর নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের আদালতের কিছু নথিতে দেখা যায়, কম্পানিটির মেরিন অপারেশনের পরিচালক ডেভিড লকরিজ তার এক প্রতিবেদনে এর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তুলে ধরেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, 'অনেকগুলো জায়গা শনাক্ত করা হয়েছে, যা নিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকি।' একইসাথে এটা যেভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে সে নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়।

লকরিজ মত দেন, 'এই ডুবোযান যখন পানির একেবারে গভীরে যাবে তখন সেখানে থাকা যাত্রীদের জন্য সেটি মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠতে পারে।' তিনি বলেন, তার এই সতর্কতা উপেক্ষা করা হয়েছে। তিনি যখন ওশানগেট বসের সঙ্গে বৈঠক ডাকেন তখন তাকে চাকরিচ্যুত করা হয় বলে এই নথি থেকে জানা যায়।

কম্পানি তার বিরুদ্ধে গোপনীয় তথ্য প্রকাশের অভিযোগে মামলাও করে, আর তিনিও পাল্টা মামলা করেন তাকে অনৈতিকভাবে ছাঁটাই করার জন্য।

পরে দুপক্ষই মামলার বিষয়টি নিয়ে সমঝোতায় আসে। তবে বিস্তারিত আর কিছু জানা যায়নি।

বিবিসি লকরিজের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে, কিন্তু তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। এ ছাড়া ওশানগেটকে ২০১৮ সালের মার্চে আলাদাভাবে একটা চিঠি দেয় মেরিন টেকনোলজি সোসাইটি (এমটিএস), যা নিউ ইয়র্ক টাইমসের হাতে আসে এবং এতে লেখা হয়, 'যেভাবে ওশানগেট এটার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে, তার ফলাফল নেতিবাচক হতে পারে (সামান্য থেকে ভয়াবহ বিপর্যয় পর্যন্ত)।

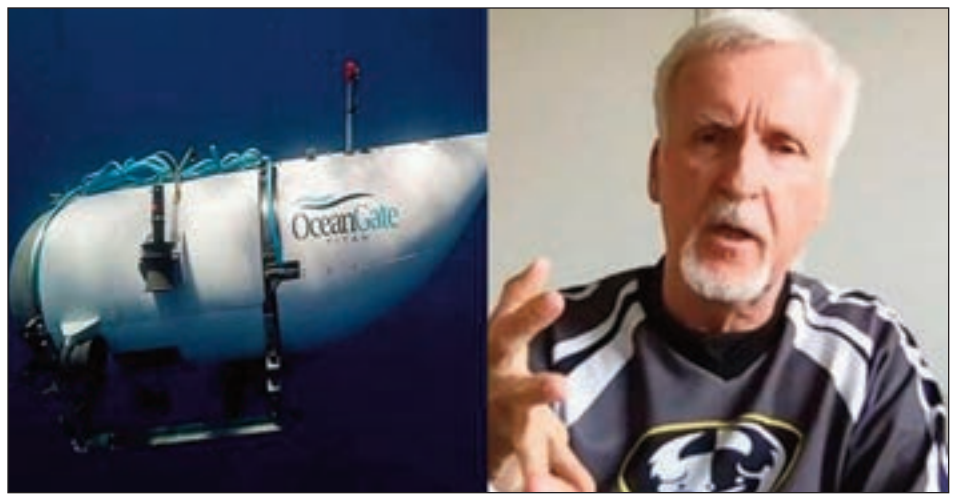
টাইটান ডুবোযান, যেটাকে কম্পানিটি বর্ণনা করে পরীক্ষামূলক হিসেবে, সেটি কিছু ভিন্ন উপকরণে নির্মিত হয়, যা সাধারণত গভীর সমুদ্রযানে দেখা যায় না। এটার যে প্রধান কাঠামো, যেখানে যাত্রীরা বসে তার চারপাশ কার্বন ফাইবার দিয়ে তৈরি, এর সাথে ব্যবহার হয় টাইটানিয়ামের পেট এবং একপাশে একটা ছোট জানালা রাখা হয়।

পোর্টসমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরিন বায়োলজি বিষয়ের লেকচারার ড. নিকোলাই রটেরডাম বলেন, 'সাধারণত গভীর সমুদ্রের ডুবোযান, যা মানুষ বহন করে সেটি প্রায় দুই মিটার ব্যাসরেখার টাইটানিয়াম স্ফেয়ারের হয়ে থাকে।' পানির গভীরে যে প্রচন্ড চাপ তৈরি হয়, সেটার মোকাবেলায় আপনার খুবই শক্তিশালী উপাদান লাগবে, যাতে পানির ওজন, যা আপনাকে প্রতিনিয়ত নিচের দিকে নিতে থাকে সেটা আপনি এড়াতে পারেন। কার্বন ফাইবার টাইটানিয়াম স্টিলের চেয়ে কম দামি, কিন্তু এটাও খুবই শক্তিশালী।

কিন্তু টাইটানের মতো গভীর সমুদ্রের ডুবোযানের ক্ষেত্রে তা এখনো পরীক্ষিত নয়।

গত বছর ওশানোগ্রাফিকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ওশানগেটের প্রধান নির্বাহী রাশ টকটন বলেন, 'কার্বন ফাইবার ইয়ট এবং এভিয়েশনে সাফল্যের সঙ্গেই ব্যবহার হচ্ছে, তবে ডুবোযান যাতে মানুষ থাকে সেখানে এখনো ব্যবহার করা হয়নি।'

আদালতের নথিতে লকরিজ দাবি করেন, এর কাঠামো কতটা



চাপ নিতে পারে এবং এর সম্ভাব্য সমস্যাগুলো কি তা যথাযথভাবে পরীক্ষা করা হয়নি। তার দাবি, এটি কতটা চাপ নিতে পারে সেটার একটা ছোট স্কেলে পরীক্ষার সময় এই ডুবোযানের কার্বন ফাইবারে বেশ কিছু ত্রুটি ধরা পড়ে।

একইসঙ্গে টাইটানের যে জানালা রাখা হয় সেটা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন লকরিজ। তিনি বলেন, যারা এটি বানিয়েছে তাদের সেই উপকরণ তখনই স্বীকৃতি পাবে যখন তা এক হাজার ৩০০ মিটার গভীরে ব্যবহার করা হবে।

২০১৮ সালের ডিসেম্বরে ওশানগেট এক বিবৃতিতে জানায়, টাইটান চার হাজার মিটার গভীর পর্যন্ত গিয়েছে, যা 'এর কার্বন ফাইবার ও টাইটানিয়াম কাঠামোর ব্যাপারে ওশানগেটের উদ্ভাবনী প্রকৌশল ও নির্মাণকে নিশ্চিত করে'।

২০২০ সালে গিকওয়্যারের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে রাশ বলে, পরীক্ষায় ডুবোযানটি 'টানা ব্যবহারে কিছু ক্লান্তির ছাপ' দেখিয়েছে।

২০২১ সালের মে মাসে আদালতের নথিতে বলা হয়, কম্পানিটি জানিয়েছে, টাইটান ৫০টিরও বেশি টেস্ট ড্রাইভ দিয়েছে, টাইটানিকের সমপরিমাণ গভীরে গেছে, বাহামার গভীর সমুদ্রে গেছে এবং একটা প্রেশার চেম্বারেও এটি নেমেছে।

টাইটানের কাঠামোটাও একটু ভিন্নরকম। গভীর সমুদ্রের ডুবোযানের আকৃতি সাধারণত গোলাকার হয়ে থাকে, যাতে সবদিকে এটি সমান চাপ নিতে পারে। কিন্তু টাইটান টিউব আকৃতির, ফলে এতে সবদিকে চাপ সমানভাবে যায় না।

অনুমোদন ছিল না কেন?

আদালতের নথিতে লকরিজ বলেন, ওশানগেট যাতে এই সাবমেরিনটা পরিদর্শন করায় এবং সার্টিফিকেট পায় সে ব্যাপারে জোর দিয়েছিলেন।

ডুবোযানের স্বীকৃতি দিতে পারে মেরিন প্রতিষ্ঠানগুলো, যেমন আমেরিকান ব্যুরো অব শিপিং (এবিএস) বা ডিএনভি নরওয়েভিত্তিক একটি বৈশ্বিক অ্যাক্রিডিটেশন সংস্থা কিংবা লয়েডস অব লন্ডন। এর মানে হলো যানটিকে স্থায়িত্ব, সামর্থ্য, নিরাপত্তা ও পারফরম্যান্সএমন নানা দিকে কিছু নির্দিষ্ট মান পূরণ করতে হবে। যে প্রক্রিয়ায় এর নকশা ও নির্মাণ পর্যালোচনা করা হয়, ট্রায়াল দেখে তারপর সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। আর একবার যখন ডুবোযান চলা শুরু করবে তারপর থেকে এটি নিয়মিত কিছুদিন পরপর পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে এটা সমস্ত মান নিশ্চিত করে চলেছে।

তবে ডুবোযানের স্বীকৃতির ব্যাপারটি বাধ্যতামূলক নয়। ২০১৯ সালে কম্পানি তাদের এক বগ পোস্টে লেখে, টাইটান কখনোই কোনো স্বীকৃতি পায়নি।

এটা অনেকটা এভাবে বলা হয়, টাইটান যেভাবে নকশা করা হয়েছে তাতে সেটি প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ছে না। কিন্তু 'এর মানে এটাও নয় যে ওশানগেট প্রয়োজনীয় মান পূরণ করেছে'।

এতে যোগ করা হয়, প্রথাগত সংস্থাগুলো 'উদ্ভাবনের গতি কমিয়ে দেয়...যে কোনো উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বাস্তব বিশ্বে পরীক্ষার আগে একটা বাইরের সংস্থাকে নিয়ে আসা দ্রুত উদ্ভাবনীর ক্ষেত্রে অভিশাপ'।

২০২২ সালে টাইটানে যাওয়া এক সিবিএস রিপোর্টার মন্তব্য করেন, 'এটি একটি পরীক্ষামূলক ডুবোযান, যা কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদিত নয় এবং এটি আপনার শারিরীক ইনজুরি, মানসিক ট্রমা বা মৃত্যুর কারণ হতে পারে।' যাত্রা শুরুর আগে এরকম লেখা কাগজে স্বাক্ষর করতে হয় যাত্রীদের।

যেকোনো সাব, যা চার হাজার মিটার গভীরে যায়, এগুলো খুবই বিরল ধরণের যান। যা খুব বেশি দেখা যায় না এবং এর জন্য উদ্ভাবন ও নকশাটা অনন্য হতে হয়, যাতে এত গভীরে এটি টিকে থাকতে পারে। তবে এর মানে আবার এটাও নয় যে প্রথাগতভাবে এর স্বীকৃতি প্রদান হবে না। উদাহরণস্বরুপ আরেকটা ডুবোযান লিমিটিং ফ্যাক্টর। এটির নির্মাতা ট্রাইটন সাবমেরিন, যা নিয়মিত সমুদ্রের গভীরে ভ্রমণ করেছে, এমনকি ১১ কিলোমিটার গভীরে ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চের নিচ পর্যন্ত গেছে।

এই যানটি প্রকৃতপক্ষেই অনন্য ধরণের এবং অত্যাধুনিক। তবে এই দলটি এর নকশা, নির্মাণ ও পরীক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে ডিএনভির ক্লাসিং এজেন্সির সঙ্গে মিলে কাজ করেছে। আর লিমিটিং ফ্যাক্টর সমুদ্রের যেকোনো গভীর পর্যন্ত একাধিকবার নিরাপদে যাওয়ার জন্য পুরোপুরি অনুমোদিত। সূত্র : বিবিসি

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
MLS
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

নিউইয়র্কে দলের ৭৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের সভাপতি পদপ্রার্থীতার ঘোষণা আইরীন পারভীনের

আ. লীগকে বর্গীদের হাতে নস্যাত হতে দেবো না : নিজাম চৌধুরী

বিশেষ প্রতিনিধিঃ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করেছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ। এ উপলক্ষ্যে গত ২২ জুন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উডসাইডের গুলশান ট্যারেসে সংগঠনটির উদ্যোগে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, ২৩ জুন ছিলো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। সভায় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আইরীন পারভীন নিজেকে সংগঠনের পরবর্তী সভাপতি পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা দেন। অপরদিকে সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিজাম চৌধুরী বিগত ৩৭ বছরে নিজের জীবন-যৌবন, অর্থ দিয়ে তিলে তিলে গড়া যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগকে বর্গীদের হাতে নস্যাত হতে দেবেন না বলে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

উল্লেখ্য, নিউজার্সীতে বসবাসরত যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান অসুস্থতার কারণে দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সভায় উপস্থিত হতে পারেননি। এছাড়াও সংগঠনের সহ সভাপতিদের কেউ সভায় উপস্থিতিতে না হওয়ায় এদিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন অন্যতম কার্যকরী সদস্য শামসুল আবদীন। ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আইরীন পারভীন ও সাংগঠনিক সম্পাদক দেওয়ান মহিউদ্দিনের যৌথ পরিচালনায় সভায় প্রধান আলোচক ছিলেন সংগঠনের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিজাম চৌধুরী।



সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন ইমাম কাজী কায়ুম। এছাড়াও পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ করেন ডা. টমাস দুলু রায় এবং পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন মনিকা রায় চৌধুরী। এরপর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের নৃশংস হত্যাকান্ডে শাহাদতবরণকারী 'জাতির জনক; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেসা মুজিব, শেখ কামার, শেখ জামাল ও শিশু শেখ রাসেলসহ অন্যান্য শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়। সভায় বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম মাওলানা সাইফুল আলম সিদ্দিকী। সভায় দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেকও কাটা হয়।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়্যার ভেটার্নস ১৯৭১ ইউএসএ'র সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা খাঁন মিরাজ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি মুজিব-উর রহমান, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও পূনর্বাসন বিষয়ক সম্পাদক জাহাঙ্গির হোসেন, কানেকটিকাট ষ্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি জিহাদুল হক জিহাদ, নিউইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি একেএম আলমগীর, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা শাহ সেলিম, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সভাপতি নুরুজ্জামান সরদার, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইকবাল হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা খোরশেদ আলম বাবলু, বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল হোসেন খাঁন আনসারী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মিজানুর রহমান চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকত আকবর রীচি, বীর মুক্তিযোদ্ধা বিএম জাকির হোসেন হিরু, কবি সালেয়া ইসলাম প্রমুখ।

সভায় বক্তারা প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানিয়ে বলেন, দলাদলি-বিরোধ ভুলে নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি বৃদ্ধি করতে হবে। যাতে নিজেদের কর্মকান্ডে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরে বক্তারা বলেন, আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিকল্প নেই। তাই আগাম নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে পুনরায় বিজয়ী করতে প্রবাস থেকে কাজ করতে হবে।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ঃ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্পর্কীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিসিনারি গ্রেজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member : naea e-file

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ/নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SECI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

ল'অফিস অব
রুমা জান্নাতুল
ইমিগ্রেশন ল' অফিস
কানুন কার্যালয়

- ইমিগ্রেশন
  * গ্রীন কার্ড * সিটিজেনশিপ
  * এসাইলাম * আপিল
  * I-130 * বিজনেস ইমিগ্রেশন
- ডিভোর্স / ম্যাট্রিমনিয়াল
  * চাইল্ড সাপোর্ট * কাস্টডি
- এক্সিডেন্ট এন্ড ইনজুরি
- রিয়েল স্টেট ক্লোজিং
- ল্যান্ডলর্ড এন্ড ট্যানেন্ট
  * ইভেকসান
- সিভিল কোর্ট প্রসিডিংস



৬ দিনই খোলা

এটর্নী জান্নাতুল রুমা
জুরিস ডক্টর
এটর্নী এ্যাট ল' (নিউইয়র্ক)

বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী কমিউনিটিকে আইনি সহায়তা প্রদান

(516) 549-6707
(718) 427-1233
37 11 74th Street,Suite # F2
Jackson Heights, NY 11372
rumalawny@gmail.com
www.rumalawny.com



আজ থেকে পবিত্র হজের আনুষ্ঠানিকতা শুরু

ঢাকা ডেস্ক, ২৫ জুন : পবিত্র হজের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে আজ। ভোরে সৌদি আরবের মক্কা থেকে মিনার উদ্দেশে যাত্রার মধ্য দিয়ে সূচনা হয়েছে ইসলামের অন্যতম এ স্তম্ভের প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের। ২৭ জুন আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করে আল্লাহর দুয়ারে নিজেদের উপস্থিতির জানান দেবেন মুসল্লিরা (হজের মূল অনুষঙ্গ)। সেদিন 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক' ধ্বনিতে মুখর হবে ময়দান।

করোনা মহামারির পর এবার সর্বাধিক মুসল্লি পবিত্র হজ পালন করবেন। সৌদি আরবের গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, বাংলাদেশসহ ১৬০ দেশ থেকে ১৬ লাখ পাঁচ হাজার মুসল্লি হাজির হয়েছেন মক্কায়। এর সঙ্গে সৌদি আরবের আরও চার লাখের বেশি মুসল্লি অংশ নেবেন হজে। নিকট ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি গরমও সহ্য করতে হবে এবার হজযাত্রীদের। এই কদিন মিনা ও এর আশপাশের এলাকায় তাপমাত্রা প্রায় ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকবে বলে আবহাওয়া বার্তায় জানানো হয়েছে।

হাজিদের নির্বিঘ্নে হজ পালনের জন্য সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জননিরাপত্তা বিভাগের প্রধান মোহাম্মদ আল বাসামী শি-নবার জানিয়েছেন, দুই লাখ ৩৮ হাজার নিরাপত্তাকর্মী হাজিদের সেবায় প্রস্তুত রয়েছেন।

সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহবিষয়ক মন্ত্রী ডা. তৌফিক আল রাবিয়া বলেন, এ বছর ৩২ হাজারের বেশি স্বাস্থ্যকর্মী হজযাত্রীদের সেবা দেবেন। গরমসহ নানাবিধ কারণে কোনো হজযাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ চিকিৎসা কর্মকর্তা নিয়োজিত রয়েছে। মক্কা, মিনা, আরাফাত ময়দান ও মুজদালিফায় বহু অ্যাম্বুলেন্স, অস্থায়ী চিকিৎসাকেন্দ্র ও হেলিকপ্টার প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এসব এলাকার পথে পথে হাজিদের বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহ-য়তার জন্য বিভিন্ন ভাষার কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

২০২২ সালে ৯ লাখ ২৬ হাজারেরও বেশি লোক হজ পালন করেছেন। এর আগের বছর প্রায় ৫৯ হাজার জন হজ পালন করেছেন। করোনা মহামারির আগে ২০১৯ সালে প্রায় ২৫ লাখ লোক হজ পালন করেছেন। এবার কোভিড-১৯ বিধিনিষেধ সম্পূর্ণভাবে তুলে নেওয়া হয়েছে এবং বয়সের সীমা বাতিল করা হয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় এক লাখ ২২ হাজার হজযাত্রী সৌদি পৌঁছেছেন। এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ১০ হাজার ৩২১ ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় এক লাখ ১২ হাজার ১৯৮ জন।

মক্কা থেকে মিনার দূরত্ব প্রায় ৮ কিলোমিটার। হজ পালনকারীদের জন্য ৮ জিলহজ জোহরের নামাজের পূর্বে মিনায় পৌঁছা সুন্নত। মিনা প্রান্তরে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় ও রাত্রী যাপন সুন্নত আমল। মিনাতে হাজিদের রাত কাটানোর জন্য আলাদা আলাদা তাঁবু রয়েছে। মিনাকে তাঁবুর শহর বলা হয়। এবার প্রায় এক লাখ অস্থায়ী তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে। সবই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। মিনায় হজ পালনকারীরা ৮ জিলহজ রাত থেকে আরাফাতের ময়দানে চলে যাবেন ৯ জিলহজ।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.
Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস
সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন



Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মুলহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নালবন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনহেড ফ্রাইস	$ 9.99
ফোলার স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
স্যাভার স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com



বাংলা প্রেসক্লাব অব মিশিগান ইউএসএ'র সভায়

সাংবাদিক নাদিম হত্যাকারীদের শাস্তি ও গণমাধ্যম কর্মীদের নিরাপত্তা দাবী

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে জামালপুরের সাংবাদিক নাদিম হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও গণমাধ্যম কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের দাবীতে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলা প্রেসক্লাব অব মিশিগান ইউএসএ এই সভার আয়োজন করে।

গত ১৮ জুন রোববার সন্ধ্যায় মিশিগানের ওয়ারেন সিটির একটি অভিজাত রেস্তোরায় অনুষ্ঠিত এই প্রতিবাদ সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি হেলাল উদ্দিন রানা। সভার শুরুতে সাংবাদিক গোলাম রব্বানী নাদিমের স্মরণে এক মিনিট দাড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক পার্থ সারথী দেব, শফিক রহমান, ফারজানা চৌধুরী, জুয়েল খান, ফয়সল আহমদ মুন্না, মাহমুদুল হক লিটু, আবুল হাসনাত, এ এস কুটি, হারান কান্তি সেন ও সঞ্জয় দেব।

গভায় সভাপতি হেলাল উদ্দিন রানা বলেন, 'নাদিম হত্যাকারীদের এমন শাস্তি দেয়া হোক যাতে কেউ ভবিষ্যতে সাংবাদিকদের উপর হামলা করতে ভয় পায়'। সাধারণ সম্পাদক ইকবাল ফেরদৌস 'গণমাধ্যম কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবী জানান।'

প্রতিবাদ সভায় বাংলাদেশের মূলধারার গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

সভার পর রাতে প্রবাসে সাংবাদিকতার মান উন্নয়নে বিশেষ করে আইন, স্থানীয় সিটি ও কাউন্টির বিভিন্ন আইন বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় প্রবীণ সাংবাদিকগণ অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশী আমেরিকান লায়নস ক্লাব'র নির্বাচন

সভাপতি শাহ নেওয়াজ, সম্পাদক রাসেল

বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশী আমেরিকান লায়নস ক্লাব নিউইয়র্ক-এর নির্বানে সভাপতি পদে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড সদস্য ও সাপ্তাহিক আজকাল'র সম্পাদক শাহ নেওয়াজ সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন জে এফ এম রাসেল নির্বাচিত হয়েছেন। গত ২০ জুন মঙ্গলবার সংগঠনের সাধারণ সভা শেষে গোপন ভোটাভুটির মাধ্যমে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনে শাহ নেওয়াজের বিপরীতে লড়েছেন বারী হোম কেয়ারের চেয়ারম্যান মুনমুন হাসিনা বারী। তিনি লায়ন ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর ২ এর সেকেন্ড গর্ভনর ও বারী হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট আসেফ বারি টুটুলের সহধর্মিনী। নির্বাচনে শাহ নেওয়াজ ৪৭ ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হন। তার একমাত্র নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মুনমুন হাসিনা বারী পান ৩১ ভোট।



অপরদিকে নির্বাচনে সেক্রেটারী পদে বিজয়ী জে এফ এম রাসেল পেয়েছেন ৪২ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হাসান জিলানী পেয়েছেন ৩২ ভোট। ট্রেজারার পদে ৪৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন মশিউর রহমান মজুমদার। এ পদে দ্বিতীয় হয়েছেন গোলাম সারোয়ার। প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন রকি আলিয়ান। দ্বিতীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোট (৫৯) পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন একেএম রশীদ। তৃতীয়, ৪র্থ ও ৫ম ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে রেজা রশীদ, সাইফুল ইসলাম ও রুহুল আমিন।

মঙ্গলবার রাত ১০টার পরে গোপন ভোট শুরু হয়। এর আগে অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের সাধারণ সভা। এতে সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি আহসান হাবিব। সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক হাসান জিলানী।

ভোটের আগে সভায় কয়েকজন সদস্যের ভোটাধিকার না থাকায় তীব্র তর্ক-বিতর্ক দেখা দেয়। ৫ জন সদস্য চাঁদা পরিশোধ করার পরও ভোটার তালিকায় তাদের নাম না থাকায় হৈচৈ ও হট্টগোলের ঘটনা ঘটে। এ জন্য সদস্যরা নির্বাচন কমিশন ও বিদায়ী প্রেসিডেন্টকে দায়ী করেন।

উল্লেখ্য, সাধারন সভা ও ভোট গ্রহন পর্বে কোন অধিবেশনেই সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার ছিল না। এনিয়ে সাংবাদিকদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

নির্বাচন পরিচালনা করেন ৫ সদস্যের নির্বাচন কমিশন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন সংগঠনের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ। কমিশনের সদস্য ছিলেন যথাক্রমে মতিউর রহমান, মোঃ নাসির উদ্দীন, গিয়াস আহমেদ ও এটর্নী মঈন চৌধুরী।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশী আমেরিকান লায়নস ক্লাব বিগত ৯ বছর ধরে বিশ্বব্যাপী লায়নদের ঐতিহ্য ও মর্যাদার পতাকা বহন করে চলেছে। একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংগঠনটি কাজ করে যাচ্ছে। এই সংগঠনের সাথে জড়িতরা দেশে থাকতেও লায়ন্স অথবা লিউ ক্লাবের সাথে সম্পক্ত থেকে লায়নিজমের সাথে জড়িত ছিলেন।

নিউইয়র্কের বৈশাখী রেস্টুরেন্টের কর্ণধার

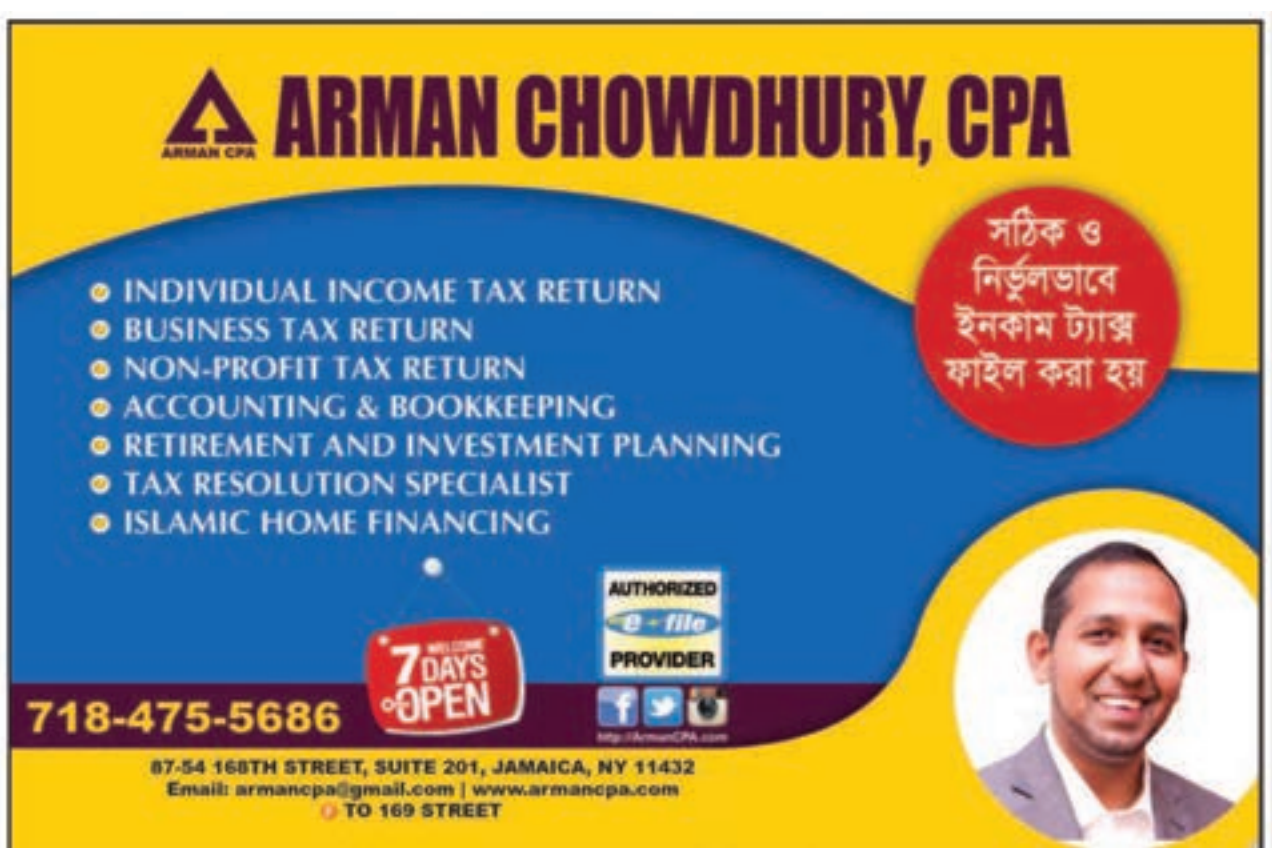
(শেষের পাতার পর)

অন্যতম কর্ণধার আবু সুলতান তাহের আতিক (৪৯) ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন। দু'দিন আগে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তাকে জ্যামাইকা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার (২০ জুন) দিবাগত রাত ২টার দিকে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তার আকস্মিক মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃত্যুকালে তিনি মা, শ্বশুর-শ্বাশুরী, বড় ভাই, স্ত্রী ও এক ছেলে রেখে গেছেন। তার দেশের বাড়ী ফেনীর বল্লভপুর। খবর ইউএনএ'র।

মরহুম আবু সুলতান তাহের আতিকের নামাজে জানাজা বুধবার (২১ জুন) বাদ জোহর জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী জানাজায় যোগ দেন। এদিন অপরাহ্নে তার মরদেহ নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের ফারমিংডেল কবরস্থানে দাফন করা হয়।

সাংবাদিক শেখ সিরাজুল ইসলাম জানান, আবু সুলতান তাহের আতিক দুই দশকের অধিক সময়ে ধরে নিউইয়র্কে বসবাস করে আসছিলেন। ৭/৮ বছর আগে অন্যান্যের সাথে এষ্টোরিয়ায় গড়ে তোলেন বৈশাখী রেষ্টুরেন্ট। অল্পদিনের মধ্যে রেস্টুরেন্টটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। কঠোর পরিশ্রমী আতিক এনওয়াওসি এইচআর-এ কাজ করলেও কাজ শেষে ছুটে যেতেন নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বৈশাখী রেষ্টুরেন্টে। কখনো বসে থাকতেন না তিনি। সব সময় কিছু না কিছু করতেন। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস ২১ জুন ভোর রাত (মঙ্গলবার) সকলকে কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেলেন তিনি।





১৬ জুন এবং ইতিহাসের শিক্ষা

(শেষের পাতার পর)

কলংকিত দিন। কারন এ দিনে মত প্রকাশের অধিকারের ওপর চূড়ান্ত আঘাতটি হানা হয়েছিল। এক হুকুমে সরকার চারটি দৈনিক বাদে সকল পত্রপত্রিকা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। হালে ইউনিয়ন দুইভাগ, সরকার সমর্থক সরকারবিরোধী। ১৬ জুন এলে একভাগ চুপ থাকে অন্য ভাগ 'কালো দিবস' পালন করে।

সাংবাদিকতায় কম দিন হলো না। লেখালেখির বয়স আরও বেশী। দেখাদেখিও কম না। পাকিস্তান আমলে মত প্রকাশের স্বাধীনতা অবারিত না থাকলেও যাদের লেখা দরকার সরকারি বিধিনিষেধ মেনেও নিজেদের কথা লিখে যেতেন, যাদের যা বলার বলতেন। এ সময় সাংবাদিকতা ছিল মূলত: বামপন্থী প্রভাবিত। যারা আসতেন এ পেশায় রুটী-রুজীর চাইতে রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার এবং প্রতিষ্ঠাকে প্রাধান্য দিতেন। সরকার তা জানতো। ফলে মাঝেমাঝেই খড়্গ নেমে আসতো। গ্রেপ্তার, মামলা বা কোন প্রকাশনায় সাময়িক নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই সীমিত থাকতো এসব নিপীড়ন। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে কড়া সেন্সরশীপ মোকাবিলা করতে হতো। সম্ভবত: প্রকাশনা ও ছাপাখানা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা আইন তখনও ছিল। এ আইনে শুধু পত্রপত্রিকা প্রকাশ না, একটা সাধারন ছাপাখানা বসাতেও সরকার থেকে অনুমতি নিতে হতো।

মনে আছে ছোটবেলায় একবার কয়েক বন্ধু মিলে ছাপার অক্ষরে একটা সংকলন বের করেছিলাম। 'নব জাগরন'। সে আমলে আমাদের মত ক্ষুদে লিখিয়েদের সাহিত্য চর্চার মাধ্যম ছিল হাতেলেখা দেয়াল পত্রিকা। ছাপার অক্ষরে কারও লেখা, তাও নিজের নামসহ- সে এক বিরাট ব্যপার। ছোট্ট মফস্বল শহর জামালপুর, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে কয়েক ফর্মার (ডিমাই ওয়ান ফোর) ওই ম্যাগাজিনটা আমরা বের করেছিলাম। কিন্তু দেখা গেল দুইদিন পরই ডিবির লোক খুঁজছে। কিছুই না, বাচ্চাদের লেখা কিছু গল্প ছড়া কবিতা। আইন হচ্ছে, ছাপার অক্ষরে কিছু প্রকাশ করতে চাইলেই অনুমতি লাগবে। এই অনুমতি দেয় ডিসি। বিষয়টা আমাদের জানা ছিল না। এ্যারেস্ট হয়ে যাওয়ার অবস্থা! যাহোক আব্বা সরকারি চাকুরে, বলে কয়ে ম্যানেজ করলেন। পরদিন আমি আর শাহনেওয়াজ দুই বন্ধু মিলে দ্রুতযানে চেপে জামালপুর থেকে ময়মনসিংহ যাই। ডিসি অফিসে দরখাস্ত দিয়ে একটা রফা করেছিলাম। স্বাধীনতার পরও একই বা এ ধরনের একটা আইন ছিল। তবে সদ্য স্বাধীন দেশ হিসাবে মানুষের আকাংখা ছিল অদম্য। মত প্রকাশের অধিকারটা তখন সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় নাই। ছাপাখানা আইনের তোয়াক্কা না করে অনেক প্রেস বসেছে, ডিক্লিয়ারেশন ছাড়া পত্রপত্রিকাও বের হয়েছে। তবে ধীরে ধীরে সরকার এ সবের ওপর নিয়ন্ত্রন কায়েম করতে থাকে। একসময় মত প্রকাশের স্বাধীনতা চলে যায় এসবি আর ডিসি অফিসে। অর্থাৎ তারা অনুমতি দিলেই কেবল কেউ পত্রপত্রিকা বের হতে পারতো। এবং সে অনুমতি নিতে নানা কাঠখড় পোড়াতে হতো। তারপরও দেশে বেশ কয়েকটি দৈনিক সহ অসংখ্য সাপ্তাহিক পাক্ষিক মাসিক পত্রিকা ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছে। স্রেফ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কেউ কেউ সংবাদপত্র বের করলেও অধিকাংশই ছিল কোন না কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রচারক। এসব কাগজে প্রচুর লেখালেখি হতো। তখনও কোন লেখা বা অভিমত সরকারের পছন্দ না হলে পুলিশি এ্যাকশন হতো, অর্থাৎ রাতের আঁধারে পুলিশ প্রেসে গিয়ে ম্যাটার ভেঙ্গে দিয়ে আসতো। ছাপাখানা সীলগালা করে দিতো। সাংবাদিককে গ্রেপ্তার মামলা বা হুলিয়া দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ানো- এসব ঘটনাও ঘটতো। কিন্তু একটা অভিনব ঘটনা ঘটলো ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন।

একটা অধ্যাদেশবলে (এ্যানালমেন্ট অর্ডার) সরকার এদিন থেকে দেশের সকল পত্রপত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে দেয়। সরকারি মালিকানায় চারটি দৈনিক থাকলো। দৈনিক বাংলা এবং অবজার্ভার আগে থেকেই সরকারের ছিল। ইত্তেফাক মরহুম তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার দুই পুত্র ব্যরিস্টার মঈনুল হোসেন হিরু আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর এবং টাইমসয়ের মালিক ছিলেন যুবলীগ প্রধান প্রধানমন্ত্রীর ভাগিনেয় শেখ ফজলুল হক মনি। এ দু'টি পত্রিকাকে অধিগ্রহন করে সরকারি মালিকানায় নেয়া হলো। এসব পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিক এবং কর্মচারির চাকুরি বহাল থাকলো। এ ছাড়া বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা নামের সরকারি নিউজ এজেন্সিটাও চালু থাকলো। কিন্তু বেকার হয়ে গেল বন্ধ হয়ে যাওয়া বাদবাকি সকল পত্রপত্রিকার হাজার হাজার সাংবাদিক কর্মচারি। সেই সাথে রুদ্ধ হলো দেশে অবাধ মত প্রকাশের স্বাধীনতা।

এই ব্যবস্থাটি নেয়া হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী সংবিধান সংশোধন করে একদলীয় বাকশাল শাষন কায়েমের ধারাবাহিকতায়। জানা যায় এই আইডিয়াটা ছিল মূলত: সে সময় সরকারের সাথে গাঁটছড়াবাঁধা মস্কোপন্থী দু'টি দলের। '৭২এর জানুয়ারিতেই স্বাধীনতা আন্দোলন সংগঠক এবং মুক্তিযোদ্ধাদের একটি বড় অংশ যুদ্ধোত্তর দেশ পুনর্গঠনে প্রথাগত সরকার ব্যবস্থায় না গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনকারী সকল রাজনৈতিক শক্তির সমন্বয়ে সাময়িককালের জন্য একটি অস্থায়ী বিপবী সরকার গঠনের দাবী তুলেছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ বলেছিলো সারা জীবন রাজনীতি করেছি সংসদীয় গনতন্ত্রের জন্য, এখন বিপ্লবী সরকার করলে তো গনতন্ত্র থাকবে না। তারা প্রধানমন্ত্রীশাষিত সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা চালু করে। সিরাজুল আলম খানপন্থীদের সাথে আওয়ামী লীগের বিরোধ এবং দুরত্বের এটাও একটা অন্যতম কারন। কিন্তু এই সংসদীয় ব্যবস্থা সংকট মোকাবিলায় কার্যকর হলো না। এক পর্যায়ে মস্কোপন্থীদের সাথে সরকারের ঐক্য দৃঢ় হয়। মূলত: তাদেরই শলায় সোভিয়েত ব্যবস্থার আদলে সব দল নিষিদ্ধ করে একদলীয় বাকশাল শাষনব্যবস্থা কায়েমের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর ভাগিনেয় যুবলীগ নেতা শেখ ফজলুল হক মনি তখন বেশ প্রভাবশালী। বলা হয় তিনিই বাকশাল শাষনের অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেন।

'৭৫এর ২৫ জানুয়ারী নাখালপাড়ার সংসদ ভবনে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী পাশের মাধ্যমে বাকশাল শাষন কায়েম হয়। এতে সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হয়। আওয়ামী লীগ মোজাফ্ফর ন্যাপ এবং সিপিবি- প্রধানত: এই তিন দলের সমন্বয়ে বাকশাল বা বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ নামে নতুন দল হয়। প্রধানমন্ত্রী হন এর চেয়ারম্যান। দেশে রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থা কায়েম হয় এবং প্রধানমন্ত্রী নিজেই রাষ্ট্রপতি হয়ে যান। বাকশালকে বলা হলো জাতীয় দল। সকল সরকারি কর্মচারি সশস্ত্র বাহিনী পুলিশ আনসার বাহিনীর সদস্যদের জন্য এই দলে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয়। যারা রাজনীতি করতে চান তাদের জন্যও একই বিধান, জাতীয় দলে যোগ দিতে হবে। এমপিরাও যারা বাকশালে যোগদানে বিরত থাকেন তাদের সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায়।

এই বাকশাল ব্যবস্থারই একটি অংশ হচ্ছে নিউজপেপার এ্যানালমেন্ট এ্যাক্ট বা অর্ডার। এটি কার্যকর হয় বাকশাল কায়েমের সাড়ে চার মাস পর '৭৫এর ১৬ই জুন। এদিন থেকে মাত্র চারটি সরকারি দৈনিক বাদে সকল পত্রপত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়।

আমি তখন সরকারের চক্ষুশূল দৈনিক গণকণ্ঠের রিপোর্টার। আমাদের কাগজটি বন্ধ করে দেয়া হয় ২৫ জানুয়ারী রাতেই। দিনে বাকশাল পাশ হয়, আমরা সারা দিনের ইভেন্টগুলো সুন্দর করে লিখে কাগজ সাজালাম। ভোরের দিকে পুলিশ গিয়ে প্রেসের সব ম্যাটার ভেঙ্গে ফেলে। প্রেস সীলগালা করে দেয়। অফিস তালা মেরে সামনে পুলিশ বসিয়ে দেয়। ফলে পরদিন ২৬ জানুয়ারি থেকে কাগজটি অনির্দিস্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

তার অর্থ আমরা বেকার হলাম ১৬ জুনের সাড়ে চার মাস আগেই। বলা হলো বেকার সাংবাদিকদেরকে বিভিন্ন সরকারি চাকুরিতে প্রোভাইড করা হবে। তখন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল না। মাত্র কিছুদিন আগে দুর্ভিক্ষ গেছে। এই হঠাৎ বেকারত্ব মরার ওপর খাড়ার ঘা হয়ে উঠলো। এ অবস্থায় সরকারি চাকুরির জন্য অনেকেই নানা দৌড়ঝাপ শুরু করে দিলেন। তবে শর্ত- বাকশালে যোগ দিতে হবে। সাংবাদিকদেরকে বাকশালে যোগ দেওয়ানোর জন্য প্রেসক্লাবে শামসুল হক আলী নুর ইকবাল সোবহান চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি গ্রুপ স ক্রিয় হলো। নাজিমুদ্দিন মানিক ভাইসহ আরও অনেকেই ছিলেন। তারা প্রায় প্রতিদিনই কয়েকজন করে সাংবাদিক নিয়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়ে যোগদান করিয়ে আনতে লাগলেন। আমাদের ওপরও চাপ এলো। অনেকেই হয়তো ভাবছিলেন বাকশালে যোগ দিলে যদি একটা সরকারি চাকুরি পাওয়া যায় তবুও তো সংসার বাঁচবে। গণকণ্ঠের সাংবাদিকদের কেউ যোগ দিয়েছিলেন কিনা বা দিলেও কারা আমার জানা নাই।

প্রেসক্লাবে তখন এক ধরনের ধুম চলছে। রীতিমত হৈহৈ রৈরৈ ব্যপার। প্রায় প্রতিদিনই কিছু করে সাংবাদিক জড়ো করা হচ্ছে, তাদেরকে নিয়ে মিছিল করে গিয়ে বাকশালে যোগ দেওয়ানো হচ্ছে। আমি একটু কমকম যেতাম এ সময়টায়। একদিন প্রেসক্লাবের বারান্দায় আলী নুর আমাকে পাকড়াও করলেন। কালই তাদের সাথে গিয়ে বাকশালে যোগ দিয়ে আসতে হবে। আমি আমতা আমতা করি। আলী নুর বলেন জয়েন না করলে খুব বিপদে পড়তে হবে। জেলে যেতে হতে পারে, হয়তো দেশেই থাকা যাবে না। ইত্যাদী ইত্যাদী। যাহোক পরদিনই আমি ঢাকা শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যাই।

কিছুদিনের মধ্যে জানা যায় সরকারি চাকুরি শুধু তারাই পাবে যারা এ্যানালমেন্ট অর্ডারে বেকার হয়েছে। আমরা বেকার হয়েছি ১৬ জুনের অনেক আগে, তাও পুলিশি এ্যাকশনে। সে কারনে আমরা সরকারি চাকুরির জন্য বিবেচ্য হবো না। নির্মল সেন তখন ইউনিয়নের বড় নেতা। তাকে ধরি। তিনি এখানেওখানে তদ্বির করে ব্যর্থ হন। অন্যান্ন কাগজের বেকার সাংবাদিকদের কেউ কেউ বিভিন্ন ধরনের সরকারি চাকুরি পেতে লাগলো, আমরা গনকণ্ঠের সাংবাদিকরা বেঁচে থাকার জন্য নানা জায়গায় ঢুঁ মেরে চললাম। কেউ পেশা পরিবর্তন করলেন কারও কারও কপালে বেকারত্বই দীর্ঘমেয়াদী হলো। তখনকার ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের কাছে অনেক অনুনয়বিনয় করা হয়েছে, যাতে আমাদের জন্য কিছু করেন। কিন্তু কে তাকায় কার দিকে, সবাই তখন দৌড়ের ওপর। শুধু গণকণ্ঠের সাংবাদিক কর্মচারিরা নন একই অবস্থায় পড়লেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকার হাজার হাজার সাংবাদিক,শ্রমিক কর্মচারি। কারন বেকারদেরকে সরকারি চাকুরিতে প্রভাইড করা হবে বলা হলেও মাত্র হাতেগোনা কয়েকজনকে এখানে ওখানে পাঠানো গেছিলো।

অবশেষে গনকণ্ঠ পুন:প্রকাশিত হয়েছিল, ১৯৭৯ সালে। ততদিনে কেউ কেউ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন কেউ অন্য পেশায় চলে গেছেন। আমরা যারা মাটি কামড়ে পরে ছিলাম আবার শুরু করি। ১৬ জুনকে পরবর্তীকালে সাংবাদিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে 'কালো দিবস' ঘোষনা করা হয়। প্রতি বছর ঘটা করে তা পালনও করা হতো।

সে সময় সংবাদপত্র এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর খড়্গ চালিয়ে দেওয়া ছিল একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা। কিন্তু এমন ব্যবস্থা কখনই কারোরই নেওয়া উচিত নয় যাতে মানুষের পেটে লাথি পড়ে, রুটী রুজী বন্ধ হয়ে যায়। ১৬ জুনের মর্মবেদনা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম, যারা চার মাস আগেই পুলিশি এ্যাকশনে বেকার হয়ে গেছিলাম। আরও হাজার হাজার সাংবাদিক, কর্মচারি, প্রেস শ্রমিক, তাদের পরিবার পরিজন কি মানবেতর জীবন যাপন করেছে তা আমার নিজের চোখে দেখা। কাউকেই পাশে পাই নাই সে সময়। ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে বলা হয়েছে অন্তত:: প্রেসিডেন্টের কাছে গিয়ে আমাদের দুর্দশার কথাগুলো বলা হোক, কেউই যান নি।

দু:খের বিষয় হচ্ছে- ১৫ আগষ্টের পরবর্তী বেশ কয়েক বছর ওইসব নেতাদেরকে আর আশেপাশে দেখা যায় নাই। স্বার্থপরতা মোসাহেবি চাটুকারিতা অন্ধ দলদাসত্ব কিভাবে রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটায় তা দেখার দুর্ভাগ্যও এই অভাগার হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে- ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নিলো না। তাবেদারী চাটুকারিতা দালালী পদলেহনের একই ধারা এখনও বহমান!





জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার
নব নির্বাচিত ভারপ্রাপ্ত সভাপতি



শাহীন কামালী-কে
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন



আপনার নেতৃত্বে জালালাবাদ এসোসিয়েশন হোক
প্রবাসের শক্তিশালী সামাজিক সংগঠন

প্রচারে: প্রবাসী জালালাবাদবাসী, নিউইয়র্ক

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
Authorized e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায়

(শেষের পাতার পর)

তাদের উদ্ধার করে। হোয়াইট স্টোন এক্সপ্রেওয়েতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ২৯ বছর বয়সী এক মোটরবাইক চালক বেপরোয়া গতিতে চালারোর সময় নিয়ন্ত্রণ হারায়। আলিস হেনলি, ১৭ মাথায় গুরুতর আঘাত পায়। ও ঘটনাস্থলেই মারা যায়। তার মরদেহ মটরবাইকের নিচে চাপা পড়া অবস্থায় পায় পুলিশ। চালককে উদ্ধার করে প্রেসবিটেরিয়ান কুইন্স হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় তদন্ত চলছে বলেও জানিয়েছেন এনওয়াইপিডি।

হত্যা-হামলা-জখম, রক্তাক্ত গোটা

(শেষের পাতার পর)

সপ্তাহান্ত নিয়ে আমেরিকানদের ছোটাছুটি কম ছিলো না। কিন্তু অনেক স্টেটেই সে আনন্দ মাটি হয় বন্দুক হামলা, হত্যা, দুর্ঘটনা, জখম ইত্যাদি ঘটনায়। সবচেয়ে বড় সহিংসতা ঘটে শিকাগোতে। এই এক স্টেটেই অন্তত ৬০ জন আহত হয়েছে। চার ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। পেনসিলভ্যানিয়া গুপ্ত হামলায় নিহত হয়েছেন স্টেট ট্রপার, এছাড়া মিসৌরিতে একটি পার্টিতে বন্দুকধারীর হামলায় ১১ টিনেজার হয়েছে গুলিবিদ্ধ, নিহত হয়েছেন ১ জন। বন্দুকধারীর হামলা হয়েছে ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, স্যানফ্রান্সিসকো, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া, মিলওয়াকি ও বাল্টিমোরেও। এসব হামলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে যেমন হয়েছে তেমনি ঘটেছে দূরের গ্রামেও।

শিকাগোর সাউথ সাইডে রোববার সন্ধ্যায় বন্দুক হামলায় ৫ জন গুলিবিদ্ধ হয়, যার মধ্যে ২ জন নিহত হয়। ওয়েস্ট সাইডে অপর হামলায় ১ জন নিহত ও চার জন গুলিবিদ্ধ হয়। এই ঘটনা ঘটে রাত ৩টার দিকে। এর আগে শনিবার লিঙ্কন পার্ক জু এলাকায় এক টিনেজ মেয়েসহ ৫ জন গুলিবিদ্ধ হয়। এছাড়াও শুক্রবার রাত থেকে আর কয়েকটি গুলির ঘটনায় অন্তত ২ ডজন ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়। শিকাগোর উপশহরীয় অঞ্চলে একটি পার্টির পার্কিং লটে ২৩ জনকে গুলিবিদ্ধ করা হয়েছে। জুনটিনথ সেলিব্রেশনের দিন এই ঘটনা ঘটে। মিলওয়াকিতে জুনটিনথের পার্টির শেষের দিকে হঠাৎ বন্দুকধারীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয় ৬ টিনেজার। পুলিশ প্রধান জেফরি নরম্যান বলেছেন ১৭ বছর বয়সী বন্দুকধারীকে আটক করা হয়েছে। আহতদের বয়স ১৪ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে। হোয়াইট হাউস এইসব সহিংসতার পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিবৃতিতে বলেছে, এমন সহিংসতা স্রেফ ট্রাজেডে এবং প্রেসিডেন্ট বাইডেন বিষয়টিতে উদ্বিগ্ন। এলিনয়ের গভর্নর জেবি প্রিজকার বলেছেন, তিনি এসব ঘটনার তদন্তের দিকে নজর রাখছেন।

মারা গেলেন যুক্তরাষ্ট্রের 'সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তি'

(শেষের পাতার পর)

তথ্য ফাঁস করে দেশটির 'সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তি'র খেতাব পাওয়া ড্যানিয়েল এলসবার্গ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ৯২ বছর বয়সী এই মার্কিন নিরাপত্তা বিশ্লেষক শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের কেনসিংটন শহরে মারা গেছেন।

পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারে ভুগছিলেন তিনি। ১৯৫৫ সালে ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট বিদ্রোহী ও গণতন্ত্রপন্থীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। পরে সেই যুদ্ধ পার্শ্ববর্তী লাওস এবং কম্বোডিয়াতেও ছড়িয়ে পড়ে। ভিয়েতনামের উত্তরাংশ ছিল কমিউনিস্টদের অধীনে, অন্যদিকে দক্ষিণাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ছিল গণতন্ত্রপন্থীদের হাতে। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই যুদ্ধে একসময় যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নও জড়িয়ে পড়ে। তবে এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্টতা যে অনেক বেশি ছিল, তার জানা যায় 'পেন্টাগন পেপার্স' ফাঁসের পর। ১৯৬৯ সালে মার্কিন প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদরদপ্তর পেন্টাগন থেকে ভিয়েতনাম যুদ্ধ সংক্রান্ত ৭ হাজার পৃষ্ঠার গোপন নথি ফাঁস করেন ড্যানিয়েল এলসবার্গ, যা পরে পরিচিতি পায় পেন্টাগন পেপার্স নামে। ড্যানিয়েল এলসবার্গ 'পেন্টাগন পেপার্স' ফাঁসের আগ পর্যন্ত আমেরিকান জনগণের বিশ্বাস ছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহায়তাপুষ্ট তথাকথিত গণতন্ত্রপন্থীরাই জয়ী হবে। আমেরিকান রাজনীতিবিদ, সংবাদমাধ্যম এবং অন্যান্য প্রচার-প্রচারণাযন্ত্রও সেই বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখতে সদা তৎপর ছিল। কিন্তু মার্কিনীদের এই ধারণা বড় ধরনের ধাক্কা দেন ড্যানিয়েল এলসবার্গ, ১৯৬৯ সালে পেন্টাগন পেপার্স ফাঁসের মাধ্যমে। তার এই কারুের পরই জানা যায়, ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে দেশের জনগণের সঙ্গে মিথ্যাচার করছিল যুক্তরাষ্ট্রের সরকার।এবং তারপর থেকেই ভিয়েতনাম থেকে আমেরিকান সেনাদের প্রত্যাহার করে নিয়ে আসার দাবি যুক্তরাষ্ট্রে উঠতে থাকে জোরে শোরে। এজন্য অবশ্য এলসবার্গকে মূল্যও দিতে হয়েছে।

আমেরিকান সংবাদামাধ্যম দ্যা নিউইয়র্ক টাইমসে গোপন সেসব প্রতিরক্ষা তথ্য প্রকাশের পর তাকে গ্রেপ্তার করে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের নেতৃত্বাধীন সরকার। সেই সঙ্গে দেশবিরোধী তৎপরতা ও গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে মামলা হয় তার বিরুদ্ধে। সেই মামলা গড়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত এবং তাতে জয়ী হন ড্যানিয়েল। সর্বোচ্চ আদালত বলেন, ড্যানিয়েল এলসবার্গ কোনো অপরাধ করেননি, বরং মার্কিন সরকারেরর দায়ের করা এই মামলা ভুল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ১৯৩১ সালে মিশিগানে জন্ম নেওয়া ড্যানিয়েল এলসবার্গ প্রথম জীবনে আমেরিকান মেরিন বাহিনীর একজন সেনাসদস্য ছিলেন। সেনা বাহিনী থেকে অবসর নেওয়ার পর মার্কিন নিরাপত্তা বিশ্লেষক হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন তিনি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি ডক্টরেট ডিগ্রিও অর্জন করেছেন এলসবার্গ। পেশাগতভাবে মার্কিন নিরাপত্তা বিশ্লেষক হলেও অন্যান্য নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের চেয়ে ব্যতিক্রম ছিলেন এলসবার্গ। বাইরের দেশে আমেরিকান সেনা পাঠানোর ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি।



ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে
বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয়
সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

যেভাবে কোটি টাকার পর্যটক আকৃষ্ট করত টাইটান



ঢাকা ডেস্ক, ২৫ জুন : আড়াই কোটি টাকারও বেশি খরচ করে আটলান্টিক মহাসাগরে টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাওয়ার জন্য ধনকুবেরদের 'অভিনব কায়দায়' আকৃষ্ট করত টাইটান ডুবোজাহাজের নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওশানগেট। এ কাজে চটকদার বিজ্ঞাপন ব্যবহার করত প্রতিষ্ঠানটি। কী বলা হতো সেসব বিজ্ঞাপনে তা জানা গেছে সিএনএনের প্রতিবেদনে।

ওশানগেটের বিজ্ঞাপনে বলা হতো, যতটুকু নিরাপত্তা প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি ঝুঁকিমুক্তভাবে তৈরি করা হয়েছে এই ডুবোযান। কিন্তু এর পরও অনেকের আস্থা আসেনি। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসের ধনকুবের ব্যবসায়ী জে ব্লুম ও তাঁর ছেলে শন রয়েছেন। ঝুঁকি বিবেচনায় তাঁরা কয়েকদিন আগে এই যাত্রায় রাজি হননি। তাঁদের ১ লাখ ডলার ছাড় দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিল কোম্পানিটি।

পরে এই দু'জনের পরিবর্তে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত অপর ধনকুবের বাবা শাহজাদা ও ছেলে সুলেমান যান টাইটানিক দেখতে। শুধু তাই নয়, নিরাপত্তার সাফাই গেয়ে ফরাসি গবেষক ও টাইটানিক বিশেষজ্ঞ পল হেনরি-নার্জিওলেট এই বিজ্ঞাপন বানিয়েছিলেন, তাঁরও মৃত্যু হয়েছে গত সপ্তাহের এই যাত্রায়।

বিনিয়োগকারী ব্লুম ও তাঁর ছেলে শন জানান, ডুবোজাহাজ এবং পরিকল্পিত সমুদ্রযাত্রার আগে সমুদ্রের গভীরে ভ্রমণ করার ক্ষমতা নিয়ে তাঁরা চিন্তিত ছিলেন। অবশেষে বাবাকে বলার পর তিনিও যাননি। আটলান্টিকের ১২ হাজার ৫০০ ফুট গভীরে পড়ে থাকা টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ দেখার সুযোগ দিয়েছিল টাইটান, যা গত সপ্তাহে গভীর সমুদ্রের ব্যাপক চাপে বিপর্যয়কর বিস্ফোরণের শিকার হয়। ফলে মৃত্যু হয় নাবিকসহ অপর চার যাত্রীর।

এদিকে, টাইটানের নিরাপত্তার বিষয়ে গভীর সমুদ্র অনুসন্ধান বিশেষজ্ঞের সতর্কতা একাধিকবার নাকচ করে দিয়েছিলেন কোম্পানির সিইও স্টকটন রাশ। বিশেষজ্ঞ রব ম্যাককালাম বলেন, স্বাধীন সংস্থার মধ্যমে নিশ্চিত না হওয়ার আগে ডুবোযানটি ব্যবহার না করতে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু জবাবে রাশ বলেছিলেন, তাঁর কোম্পানির প্রতিদ্বন্দ্বিরা এসব নিরাপত্তা ঝুঁকির যুক্তি ব্যবহারের চেষ্টা করে।

টাইটান সাবমার্সিবলের বিপর্যয়কর বিস্ফোরণের তদন্তের নেতৃত্ব দেবে ইউএস কোস্টগার্ড। একই সঙ্গে কানাডার কর্মকর্তারা তদন্ত শুরু করেছে।

উল্লেখ্য, মধ্য আটলান্টিক মহাসাগরের সাড়ে ১২ হাজার ফুট গভীরে টাইটানিকের জাহাজের ধ্বংসাবশেষ দেখতে ৮ দিনের ভ্রমণের জন্য আড়াই লাখ ডলার (প্রায় ২ কোটি ৭০ লাখ ৬০ হাজার টাকা) খরচ করতে হতো।

রাশিয়ায় একদিনের বিদ্রোহ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা ঘটলো

ঢাকা ডেস্ক, ২৫ জুন : ইয়েভগেনি প্রিগোজিনের নেতৃত্বাধীন বেসরকারি সামরিক সংস্থা ওয়াগনার রাশিয়ায় একটি অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা চালিয়েছে। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় শুরু হয়ে মস্কো অভিমুখে সামরিক পদযাত্রা চলে শনিবার পর্যন্ত। গ্রুপের সশস্ত্র সেনারা রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে একটি সেনা সদর দপ্তর দখল করতে সক্ষম হয় বিনা বাধায়। এমনকি মস্কো অভিমুখে যাত্রাপথে সর্বশেষ অবস্থান পর্যন্ত তাদের কোথাও বাধা দেওয়া হয়নি।

রুশ সংবাদমাধ্যম আরটির প্রতিবেদন বলছে, ওয়াগনার সেনারা অন্যান্য সামরিক ইউনিটগুকে একত্রিত করতে ব্যর্থ হয়। এরপর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর পরে শেষ পর্যন্ত মস্কোর দিকে তাদের অগ্রগতি বাতিল করে। বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কোর মধ্যস্থতায় সংস্থার প্রধান প্রিগোজিনের সঙ্গে একটি চুক্তি হয়েছে। চুক্তির অধীনে প্রিগোজিন ও তার সৈন্যরা বিদ্রোহের ঘোষণার পরও বিচারের আওতায় পড়বে না।



বেসরকারি সামরিক সংস্থা ওয়াগনার গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেছেন শক্তিশালী ও বিত্তবান রেস্টুরেন্ট-ক্যাটারিং ব্যবসায়ী ইয়েভগেনি প্রিগোজিন। এই গ্রুপের সদস্যরা নিয়মিত রাশিয়ান সৈন্যদের পাশাপাশি রুশ স্বার্থে লড়াই করে। আর্টিওমভস্কের ডনবাস শহরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তারা নিজেদের শক্তির জানান দিয়েছে ভালোভাবেই।

প্রিগোজিন রাশিয়ার শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে একজন সোচ্চার সমালোচক। তিনি প্রকাশ্যে প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগু এবং চিফ অব জেনারেল স্টাফ জেনারেল ভ্যালেরি গেরাসিমভের বিরুদ্ধে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান পরিচালনার নানা ব্যর্থতার অভিযোগ করেছেন। প্রিগোজিন রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তি করতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

প্রিগোজিনের মস্কোতে সামরিক পদযাত্রা:

স্থানীয় সময় শুক্রবার (২৩ জুন) রাতে ওয়াগনার প্রধান প্রিগোজিন তার লোকদের ওপর রুশ সৈন্যদের মিসাইল হামলার অভিযোগ তোলেন। রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফিল্ড ক্যাম্পে এই হামলা চালানোর অভিযোগ তোলা হয়।

তবে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দ্রুত প্রিগোজিনের দাবিকে তথ্যমূলক উস্কানি হিসাবে প্রত্যাখ্যান করে। তবুও প্রিগোজিন ঘোষণা করেছিলেন, তার বাহিনী মস্কোতে পৌঁছানোর পরিকল্পনা নিয়ে ন্যায়বিচারের জন্য পদযাত্রা শুরু করছে। তারা রুশ সামরিক বাহিনীর কিছু দুষ্ট কর্মকর্তাদের সরিয়ে দিতে চান।

শনিবার ভোরে ওয়াগনারের ট্যাংকসহ সাঁজোয়া যুদ্ধযান ও গাড়িবহর দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর রোস্তোভ-অন-ডনের দিকে ঢুকতে শুরু করে। শহরে ওয়াগনার সদস্যরা কোনও লড়াই কিংবা বাধা ছাড়াই দক্ষিণ সামরিক জেলার সদর দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ নেন। পরে রোস্তোভে বেশ কয়েকটি গুলির শব্দ শোনা গেলেও হতাহতের কোন খবর পাওয়া যায়নি।

বিদ্রোহের নিন্দা পুতিনের:

পদযাত্রা ঘোষণা করার অল্প সময়ের মধ্যেই রুশ ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিস ওয়াগনার প্রধানকে সশস্ত্র বিদ্রোহে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ করে। তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা কার্যক্রম শুরু হয়।

এরপর শনিবার (২৪ জুন) সকালে এক ভিডিওবার্তায় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ওয়াগনারের কার্যক্রমকে দেশ ও জনগণের পিঠে ছুরিকাঘাত বলে আখ্যায়িত করে। ওয়াগনার এই পদক্ষেপ রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল বলেও উল্লেখ করেন তিনি। সেইসঙ্গে ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে পুতিন বলেন, শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এদিকে, মস্কো এবং এর আশেপাশের অঞ্চলে সন্ত্রাসবিরোধী নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। বেশ কয়েকটি শহরে সমস্ত পাবলিক ইভেন্ট বাতিল করা হয়। মস্কোর দিকে যাওয়ার প্রধান মহাসড়কগুলোতে বন্ধ করে দেওয়া হয় যান চলাচল।

একই সময়ে প্রিগোজিনের অন্যান্য সামরিক ইউনিট থেকে সমর্থন পেতে ব্যর্থ হন। বিপরীতে বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ কমান্ডার এবং কর্মকর্তা ওয়াগনারকে অস্ত্র সমর্পণের আহ্বান জানান।

সমঝোতার পর ফিরে গেছে বিদ্রোহী ইউনিট:

শনিবার সন্ধ্যায় বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো পুতিনের পক্ষ থেকে প্রিগোজিনের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর তিনি জানান, ওয়াগনার প্রধান নিরাপত্তা গ্যারান্টির বিনিময়ে বিদ্রোহের প্রচেষ্টা বন্ধ করতে সম্মত হয়েছেন।

এর কয়েক ঘণ্টা পরে প্রিগোজিন বলেন, ওয়াগনার সেনারা মস্কোর দিকে তাদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে ঘাঁটিতে ফিরে যাচ্ছে। কিছু সময় পরে আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করে, ওয়াগনার যোদ্ধারা রোস্তোভ-অন-ডন ছেড়ে চলে গেছে।

ক্রেমলিন বলেছে, রক্তপাত এড়ানোর জন্য প্রিগোজিনের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হবে এবং তিনি বেলারুশে চলে যাবেন।

পুতিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, ইউক্রেনে ফ্রন্টলাইনে ওয়াগনার সেনাদের সাহসী অর্জনের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া বা বিচার করা হবে না।

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে

সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty

of Western New York

155 Summer St
Buffalo, NY 14222



মাহফুজ-বুবলীতে মুগ্ধ সুবর্ণা মুস্তাফা

(শেষের পাতার পর)

চয়নিকা চৌধুরী নির্মিত এই ছবি ঘিরে ইতোমধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। সিনেমাটির মুক্তি ঘিরে জোর প্রচারণাও চালাচ্ছেন সংশ্লিষ্টরা। সিনেমার পোস্টারে তারকাদের লুক ও গান মুক্তির পর বেশ প্রশংসিতও হচ্ছে। নানা মাধ্যমে নিজেদের মন্তব্য প্রকাশ করছেন চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টরাসহ দর্শকরা।

সম্প্রতি গুণী অভিনেত্রী ও সংসদ সদস্য সুবর্ণা মুস্তাফা মুক্তি প্রতীক্ষিত 'প্রহেলিকা'র জন্য ইতিবাচক বার্তা দিলেন। ভিডিও বার্তায় সুবর্ণা মুস্তাফা বলেন, 'এই সিনেমার কুশলী, শিল্পী সবার জন্য অনেক শুভ কামনা। সিনেমাটির একটা বিশেষ ব্যাপার আছে আমার কাছে, আমার খুব প্রিয় একজন মানুষের বড় পর্দায় ফের আগমন হচ্ছে, মাহফুজ আহমেদ। আমি সিনেমার যা ক্লিপস দেখেছি, গান দেখেছি, মাহফুজের লুক খুবই ব্যতিক্রম। আমরা যে মাহফুজ আহমেদের সঙ্গে পরিচিত, তার থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে একটি চরিত্র। এতে আমার কৌতূহল বেড়েছে। আমি অবশ্যই এই সিনেমাটি বড় পর্দায় দেখব।'

শুধু মাহফুজ আহমেদ নয়, বুবলীকে নিয়েও প্রশংসা করেন সুবর্ণা মুস্তাফা। তিনি বলেন, সিনেমাটিতে এখনকার সময়ের খুব নামকরা অভিনেত্রী বুবলী আছে। বুবলীরও যে মেকআপ, গেটআপ দেখলাম বা যতটুকু অভিনয় দেখলাম, সচরাচর আমরা বুবলীকে যেভাবে দেখি তার থেকে খুব ভিন্নভাবে তাকে নির্মাতা উপস্থাপন করেছেন। মাহফুজ-বুবলীকে একসঙ্গে দেখতে খুব ভালো লাগছে।

সুবর্ণা মুস্তাফা বলেন, গান, গানের চিত্রায়ণ খুবই দৃষ্টিনন্দন। আশা করছি, পুরো সিনেমাটি এ রকমই ভালো হবে। প্রহেলিকার জন্য শুভ কামনা। যেহেতু ঈদের ছবি, আশা করি দর্শক হলে গিয়ে দেখবে।

মাহফুজ আহমেদ ও বুবলীর পাশাপাশি সিনেমাটিতে আরো অভিনয় করেছেন নাসির উদ্দিন খান, রাশেদ মামুন অপু, এ কে আজাদ সেতু, রহমত আলী, সাবিহা জামান প্রমুখ।

নিউইয়র্কে ৬ মাসে ১১০ অগ্নিকান্ড

(শেষের পাতার পর)

অনেকগুলো বাইক পুড়ে যায়। আর শুক্রবার আবার দোকানটির ভিতরে আগুন লাগে।

একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় তৃতীয় দফা আগুন লাগার আগে বেশ কয়েকটি লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিলো। বিষয়টিকে ভীতিকর উল্লেখ করে দোকানটি একজন প্রতিবেশি জানান, নিকটেই তার বাড়ি থেকে তিনি বাইকের দোকান থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখতে পান। এর একদিন আগে তাদের এই দোকানে আগুন লাগে। তারও একদিন আগে আরো একবার আগুনে পুড়ে যায় দোকানটির একটা বড় অংশ। নিউ ইয়র্ক ফায়ার বিভাগের সদস্যরা দোকানটিকে পরিষ্কার করছিলেন এমন অবস্থাতেও একবার আগুন জ্বলে ওঠে। তারা নষ্ট হয়ে যাওয়া বাইক, অকেজো ব্যাটারি ও অন্য ধ্বংসাবশেষগুলো সড়াচ্ছিলেন তখন। এই ধরনের ই-বাইকগুলো থেকে কখন যে আগুন জ্বলে উঠবে তা আন্দাজ করা কঠিন। এই অবস্থায় ওই এলাকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। এ ধরনের দোকানের আশেপাশে বসবাস করাটিই মুশকিল হয়ে পড়েছে। ফায়ার কর্তৃপক্ষও একই বলা বলছে। আগুনের ব্যাপারে সাধারণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতেও উদ্যোগ নিয়েছে ফায়ার বিভাগ। তিন ফুট দূরত্বের মধ্যে কোথাও ব্যাটারি চার্জ করা হচ্ছে দেখতে পেলে কিংবা একাধিক বাড়তি তার ব্যবহার করে একই সঙ্গে পাঁচটির বেশি ব্যাটারি চার্জ দিতে দেখলে অবশ্যই যেনো কল করে ফায়ার বিভাগকে জানায় এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। চিফ ফায়ার মার্শাল ড্যান ফ্লিন বলেন, অনেকেই অবৈধভাবে এই ব্যাটারি ব্যবহার করায় এ ধরনের অগ্নিকান্ড বাড়ছে। অতীতের চেয়ে বেশি গুরুত্বের সাথে বিষয়টি দেখছে ফায়ার বিভাগ। ফ্লিন বলেন, আমরা ফায়ার সদস্যদের এ ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছি। এইচকিউ ই-বাইক রিপেয়ার শপের ওপর আগে থেকেই বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। ২০২১ সাল থেকে শপটি ফায়ার বিভাগের নজরদারিতে ছিলো বলেও জানান তিনি। নিউ ইয়র্ক সিটিতে অগ্নিকান্ডের তৃতীয় বৃহত্তম কারণ এই লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি। ২০২২ সালে ২০০টির ও বেশ ই-স্কুটার ও ই-বাইক আগুনে পুড়ে যায়। সে বছর মৃত্যু হয়েছিলো ৬ জনের।

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত

কাজী ইমাম মাওলানা

আব্দুল মুকিত

পেশ ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো, মেরিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা প্রদান করা হয়।

পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!

I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT

Authorized IRS e-file Provider

IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর

৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।

যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

NOTICE

Ibne Studios, LLC, filed Articles of Organization with the NY Secretary of State ("NYSOS"), on 12/06/2022. Office location: Queens County. NYSOS is designated as agent of the LLC upon whom process against it may be served. NYSOS shall mail copy of process to: 187-11 Wexford Terrace, 1st Floor, Jamaica, NY. Purpose: Any lawful purpose.
Please confirm receipt of this email and if you have any questions or concerns.
Contact: Sanan Ibne. **Cell: 347-849-0006**

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।

যোগাযোগঃ উদ্দিন

929-519-5139



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ এবং ১৮৩ স্ট্রীট সাবওয়ের সন্নিকটে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রীট, হিলসাইড এবং জ্যামাইকা এভিনিউ-এর মধ্যে সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯৪-৩০ ১৯৯ স্ট্রীট হলিসে দুই ও এক বেডরুম এবং ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট হলিসে এক বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৮৮-৬৩৮২ মে-০৮

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বেইসমেন্ট ভাড়া

জেএফকে বিমান বন্দর থেকে ১০ মিনিটের দুরত্বে। ছোট পরিবার নিয়ে বসবাসবাসের জন্য (New renovation) বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হইবে। নিউইয়র্কের কুইন্সের রোজডেলে ১বেডরুম ১ ফুল বাথরুম, ১ লিভিং রুম সাথে কিচেন ভাড়া দেওয়া হইবে ঠিকানা: 242-03 133rd ave, Rosedale, New York 11422 যোগাযোগ করুন : **203-993-7788 Humayunchy@hotmail.com**

বাসা ভাড়া

বাঙালি অধ্যুষিত পার্কচেস্টার সাবওয়ের সন্নিকটে একটি মনোরম বাসা ভাড়া হবে। তিন বেডরুম, ১ বাথরুম (১ম তলা)। ঠিকানাঃ ১৪৫৯ লোল্যান্ড এভিনিউ।
ফোনঃ ৬৪৬-৬৮৪-০৯০৯।

রুম ভাড়া

সুন্দর ভদ্র পরিবেশে কর্মজীবী পুরুষদের জন্য বেড বিছানাসহ এক রুম, কিচেনের সাথে ডাইনিং রুমের চেয়ার টেবিল ও ইন্টারনেটের সুবিধায় ভাড়া হবে। সি ট্রেনে শেফার্ড এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স স্ট্রীট, ব্রুকলীন।

যোগাযোগঃ
৬৩১-২৩০-০২৩০
৭১৮-৩৪৮-৮৪২২।

বাসা ভাড়া

উডহ্যাভেন এলাকায় ৩ বেড, ১ লিভিং, কিচেন এবং বাথরুম (১ম তলা) ভাড়া হবে। জে ট্রেন এবং কিউ-৫৬, কিউ-২৪, কিউ-৫৩, কিউ-৫২, কিউ-১১ এবং বি-১ বাসের সন্নিকটে। ভাড়া ২৪০০ ডলার। সববিল একত্রে।

যোগাযোগঃ
জিনাত ৬৪৬ ২৮৯ ০৫৩৯.

বাসা ভাড়া

বাঙালি অধ্যুষিত পার্কচেস্টার সাবওয়ের সন্নিকটে একটি মনোরম বাসা ভাড়া হবে। তিন বেডরুম, ১ বাথরুম (১ম তলা)। ঠিকানাঃ ১৪৫৯ লোল্যান্ড এভিনিউ।
ফোনঃ ৬৪৬-৬৮৪-০৯০৯।

পাত্র-পাত্রী চাই

(১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই। (২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই। এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। **৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭.**

পূর্বাচলে রাজউকের নির্ভেজাল ৫ কাঠার প্লট বিক্রয়

ঢাকার মাস্টার প্ল্যান শহর পূর্বাচলের আকর্ষণীয় লোকেশনে সরাসরি রাজউকের বরাদ্দতো ৫ কাটার নির্ভেজার একটি প্লট বিক্রয় হবে। আমেরিকান সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার নিজের কেনা প্লটটি সরাসরি নিজে বিক্রি করবেন।

যোগাযোগের ফোন: ১-৪০৮-৫৬৪-৩৯১০
Email: gomaruf@gmail.com

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোটিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দুরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ মোহাম্মদ তুহিন

☎ ৭১৮-৩১০-০৪১৩

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-

TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. f-06/14

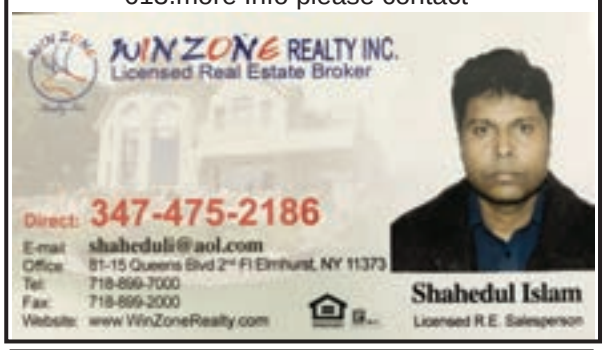
পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।

যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২



আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।

যোগাযোগঃ ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

বিক্রি করা হবে

একটা পিজা স্টোরের সব মালপত্র বিক্রি করা হবে। 2 Oven, 5 refrigerator & freezer, One Greel, One fryer, Two A/C (wall mount), One pizza dough mixer messing, One pizza display counter, rack, camera system, me. যোগাযোগ: **৬৪৬-৬১০-৯০৯২** অথবা **৩৪৭-২১৩-৩৩১৩.** মে-২২/২৯

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

মালদ্বীপকে উড়িয়ে দিল বাংলাদেশ

(শেষের পাতার পর)

জামাল ভূঁইয়ার দল আজ ফিফা র‍্যাংকিংয়ের ১৫৪ নম্বরে থাকা মালদ্বীপকে উড়িয়ে দিয়েছে ৩-১ গোলে। শুরুতে পিছিয়ে পড়লেও তিনটি গোল করেছেন রাকিব হাসান, তারিক কাজী এবং শেখ মোরসালিন। ভারতের বেঙ্গালুরুর শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে চলমান 'বি' গ্রুপের ম্যাচের শুরু থেকেই বাংলাদেশ উপহার দেয় আক্রমণাত্মক ফুটবল।

খেলার ৭ মিনিটেই বড় সুযোগ এসেছিল। কিন্তু সোহেল রানা বলে নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পারায় সুযোগ নষ্ট হয়। ১৮ মিনিটের সময় হাসান হাইসামের পাস থেকে আরও এক সতীর্থের পা ঘুরে বল পেয়ে বাঁকানো শটে মালদ্বীপকে এগিয়ে দেন হামজা। গোল হজম করে কিছুটা চাপে পড়লেও দ্রুতই ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ।

দারুণ গোছালো আক্রমণ থেকে ৪২তম মিনিটে ম্যাচে আসে সমতা। বিশ্বনাথের থ্রো ইনের পর সোহেল রানার ক্রসে তপুর হেড পাস থেকে দারুণ হেডে বল জালে পাঠিয়ে দেন রাকিব। প্রথমার্ধের শেষ দিকে রাকিবের আরও দুটি শট কোনোমতে ফিরিয়েছেন মালদ্বীপের গোলকিপার। বিরতির পর ৬৭ মিনিটে বাংলাদেশকে এগিয়ে দেন তারিক কাজী।

ইব্রাহিমের কর্নার থেকে জটলার মাঝে বল পেয়ে মালদ্বীপের রক্ষণকে ফাঁকি দিয়ে বল জালে পাঠিয়ে দেন বাংলাদেশের এই ডিফেন্ডার। ৮২তম মিনিটে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন তারিক; বদলি নামেন মেহেদী হাসান মিঠু। ৯০ মিনিটে স্কোরলাইন ৩-০ করে ফেলেন শেখ মোরসালিন। গোলকিপারকে একা পেয়ে এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে দারুণ আঁড়াআড়ি শটে বল জালে পাঠিয়ে দেন এই মিডফিল্ডার। বাংলাদেশ পায় স্বস্তির জয়।

মাংস খান তবে বুঝেশুনে

(শেষের পাতার পর)

দিতে পারেন না পুরোপুরি। মনের ভেতর বাধা রেখে আনন্দটা হয় মাটি। তবে কোরবানি ঈদের আগে যদি জানা যায় কতটুকু মাংস কে খাবেন তাহলে মানসিক প্রস্তুতি থাকে। থাকে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞানের অধ্যাপক নাজমা শাহীন এ বিষয়ে আমাদের বিস্তারিত জানাচ্ছেন।

কিডনির রোগে ভুগছেন যারা

কিডনির রোগীদের জন্য লাল মাংস একেবারেই মানা। তাদের জন্য লিন মিট। অর্থাৎ খাবারে বৈচিত্র্য এনে মুরগীর মাংস। লাল মাংসের সোডিয়াম শারীরিক জটিলতা বাড়াতে পারে যদি মাংস খেতেই হয় তাহলে লবণ কম দিয়ে রান্না করুন। মশলা না দিয়ে ঝোল ছাড়া খান। হয়তো কাবাব বা কোফতা হতে পারে। মশলা ও লবণ কম। মশলা ত্যাগ করাই ভালো।

হৃদরোগ

বড় বিপদ হৃদরোগীদের। চর্বিজাতীয় খাবার ভীষণ ক্ষতিকর। এমনটি হলে খাসি বা গরুর সাদা চর্বি সরিয়ে মাংস খেতে পারবেন কাবাব করে। ঝোল খাবেন না। ঝোলে ফ্যাট মিশে থাকতে পারে।

উচ্চ রক্তচাপ যাদের

হৃদরোগীদের মতো উচ্চ-রক্তচাপ যাদের তাদেরও ছুরি বা বটি দিয়ে সাদা চর্বি কেটে ফেলতে হবে। কম মশলা ও লবণ দিয়ে ঝোল রান্না করে শুধু মাংস খেতে পারবেন ঝোল খাবেন না।

যাদের রক্তে ইউরিক অ্যাসিড বেশি

যাদের রক্তে ইউরিক অ্যাসিড অনেক বেশি তাদের জন্য গরুর মাংস এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। কিন্তু আপনার রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা সামান্য নিয়ন্ত্রণে থাকলে এক দুই টুকরো খেতে পারেন।

ডায়াবেটিসের রোগী

ডায়াবেটিস রোগীদের মিষ্টি খেতে বারণ। তবে তাদের চর্বি খাওয়াও ঠিক না। কারণ চর্বিতে প্রচুর ক্যালরি। প্রোটিনের ক্ষেত্রে তাদের চর্বি-ছাড়া মাংসই খেতে হবে।

দিনে কতটুকু মাংস খাবেন?

সুস্থ থাকতে দৈনিক ঠিক কতটুকু মাংস খাওয়া উচিত তা অনেকেরই জানা নেই। ইনস্টিটিউট অব মেডিসিন ইউএসএ'র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক প্রোটিনে চাহিদা ১ গ্রাম/কেজি বডি ওয়েট।

অর্থাৎ কারো ওজন যদি ৬০ কেজি হয়, আর সে যদি পরিশ্রমী না হন তাহলে তার দৈনিক প্রোটিনের দরকার পড়ে ৬০ গ্রাম। আর ভারি কাজ করলে আরও ৩০ গ্রাম বাড়বে, অর্থাৎ ৯০ গ্রাম প্রোটিন দরকার। এটা হচ্ছে স্বাভাবিক শারীরিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন।

তবে একজন সুস্থ মানুষ কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ব্যতীত দৈনিক সর্বোচ্চ ২গ্রাম/কেজি বডি ওয়েট করে প্রোটিন খেতে পারবে। সুতরাং একজন ৬০ কেজি ওজনের মানুষ দৈনিক সর্বোচ্চ ১২০ গ্রাম প্রোটিন খেতে পারবে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ব্যতীত।

এই পরিমাণের চেয়ে বেশি খেলে ডায়রিয়া কিংবা কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিতে পারে। প্রোটিনের অন্যতম উপাদান হলো মাংস, মাছ, ডিম ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে শুধু মাংসই নয় বরং এ পরিমাণের বেশি মাছ বা ডিম খেলেও শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে।

কোবানীর অর্ডার নেয়া বন্ধ

(শেষের পাতার পর)

এদিকে ঈদকে কেন্দ্র করে শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা চলছে। কেনাকাটার জন্য গ্রোসারীগুলোতে বাড়ছে ভিড়। যদিও সকর জিনিসপত্রের দাম অনেক বেড়ে গেছে। এদিকে অনেকেই গ্রোসারীতে কোরবানীর অর্ডার দিচ্ছেন।

নিউইয়র্কের বাংলাদেশী মালিকানাধীন গ্রোসারীর মালিকরা জানান, গত বছরের তুলনায় মাংসের দাম কিছুটা বাড়বে। এবার অনেক প্রবাসী ঈদ করার জন্য পরিবার নিয়ে দেশে গেছেন, স্কুল ছুটির পর আরও অনেকে যাবেন। এদিকে বিভিন্ন গ্রোসারীতে ঈদুল ফিতরের পর থেকেই কোরবানীর অর্ডার নেওয়া শুরু হয়। এখনো অর্ডার নেওয়া হচ্ছে। তবে আগেভাগে যারা কোরবানির অর্ডার দিয়েছেন, তারা ঈদের দিনই মাংস পাবেন। যারা পরে অর্ডার দিচ্ছেন, তারা ঈদের দিন মাংস পাবেন না। আবার অনেক গ্রেসারী ও ফার্ম কোরবানীর অর্ডার নেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে এবছর রেকর্ড পরিমান কোরবানী হচ্ছে।

করোনার পর গত দু'বছর ধরে স্বাভাবিক পরিবেশে কোরবানির ঈদ হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে করোনার সময়ে লকডাউনের কারণে ঈদের জামাত ও কোরবানী করা সম্ভব হয়নি।

নিউইয়র্ক সিটির এডুকেশন কাউন্সিলে মামুন উর রশীদ নির্বাচিত

(শেষের পাতার পর)

নির্বাচিত হলেন। তিনি ব্রুকলীনের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিক্ষানুরাগী। তিনি ব্রুককলীন ভিত্তিক টিডিএস ইন্স্যুরেন্সের একজন ডিরেক্টর।

স্কুলশিক্ষকের পুত্র মামুন উর রশীদ তাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করার জন্য স্কুল ডিষ্ট্রিক্ট ১৫'র সকল ভোটারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, এই স্কুল ডিষ্ট্রিক্টে প্রি-কে থেকে মিডল লেভেলের ৪৮টি স্কুল রয়েছে। আর এইসব স্কুলের মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৯,০০০। ব্রুকলীনের পাক স্লোপ, সানসেট পার্ক, কেন্সসিংটন ও ডাউনটাউন ব্রুকলীন এলাকা নিয়ে স্কুল ডিষ্ট্রিক্ট ১৫ গঠিত। গত ২১ এপ্রিল থেকে ৯ মে এই নির্বাচন হয়।

নির্বাচিত হওয়ার পর মামুন উর রশীদ বলেন, তিনি তার স্কুল ডিষ্ট্রিক্টের যেসব সমস্যা রয়েছে তা চিহ্নিত করে সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করবেন। বলেন, যে কোনো পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠে নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুলের সকল শিক্ষার্থীর সেরা শিক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। তিনি তার দায়িত্বন পালনে এই বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দেবেন। তিনি সকল শিক্ষার্থীর উজ্জল ভবিষ্যৎ নির্মাণে অবদান রাখতে চান।

আসুন পৃথিবীর সকল শরনার্থীর পাশে দাঁড়াই

(শেষের পাতার পর)

প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার মাউন্টেন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার, গ্লোবাল অ্যামব্যাসেডর ফর পিস ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেছেন, পৃথিবীর ১০০ মিলিয়নের বেশি শরনার্থীর শান্তি ও নিরাপদে ঘরে ফেরার অনুকুল পথ তৈরির জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সবাই হাতে হাত ধরে মানুষকে মানুষের শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে রক্ষা করতে হবে। প্রয়োজনে লড়াই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

ইন্টারফেইথ সেন্টার অফ ইউএসএ'র প্রেসিডেন্ট ইমাম মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কো স্পন্সর ছিল নিউইয়র্ক স্টেট ২৪ এর অ্যাসেম্ব্লিম্যান ডেভিড আই ওয়েপরিন ও তৃণমূল সংগঠন ইউএনএ-ইউএসএ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জুইশ সম্প্রদায়ের নেতা দি ব্রিজ এমসিপি'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট মার্ক মেয়ের অ্যাপেল, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মাউন্ট সিনাই ওরশীপ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী বিশপ লুবিন মোইজ, হিন্দু ধর্মীয় গুরু আনন্দ মর্গ ও ইয়োগা মেডিটেশনের প্রেসিডেন্ট আচার্য অভিরামানান্দ অভদূত, মুসলিম অন্টর্পনার এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট আব্দুল রহমান, সমাজকর্মী মুহাম্মদ রকিবুল ইসলাম, এএইচআরআই এর প্রধান নির্বাহী ড. এনামুল হক প্রমুখ।

উপস্থিত বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিনিধিরা তাদের প্রার্থনা রীতিনীতি পরিবেশন করেন। সে সঙ্গে তারা মানুষসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক কারণে শরণার্থী পরিণত হওয়া পৃথিবীর ১০০ মিলিয়নের বেশি মানুষের বাস্তুভিটায় ফিরে যাওয়ার অনুকুল পথ তৈরিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, রিফিউজি





ডে উপভোগের কোনো দিবস নয়, এটি বর্তমান পৃথিবীর এক কঠিন বাস্তবতার কথা মনে করিয়ে দেয়ার দিবস। প্রত্যেকের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত ও তৎপরতা গ্রহণের দিন। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বস্থানীয় এক যোদ্ধা হিসেবে আমি স্মরণ করি, ১৯৭১ এ আমিসহ আমার গোটা জাতি শরণার্থী ছিলাম। আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধে আমরা শরণার্থী হলেও অস্ত্র হাতে নিয়ে মোকাবিলা করেছি। গেরিলা যুদ্ধ করেছি। আমরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীন ভূখন্ড সৃষ্টি করেছি। এই কারণে, আমরা শরণার্থীর যে যন্ত্রণা তা গভীরভাবে বুঝতে পারি। আমাদের দুঃখ কষ্ট ও নীপিড়নের বিষয়গুলো পৃথিবীর সকল জাতির শরণার্থীর সঙ্গে শেয়ার করতে চাই।

ড. মাহমুদ বলেন, গত এক দশকে গোটা পৃথিবীর শরণার্থী সংকট বেড়ে চলেছে। আফগানিস্তান, কিউবা, হাইতি, নিকারাগুয়া, ইউক্রেন, ভেনিজুয়েলাসহ পৃথিবীর দেশে দেশে শরণার্থীরা কঠিন মানবেতর জীবনযাপন করছে। অত্যাচার নীপিড়নের বাইরেও জলবায়ু পরিবর্তনের করুণ পরিণতি হিসেবে শরণার্থী হতে হচ্ছে বহু মানুষকে। সেখানে ক্ষুধা ও দারিদ্রের অভিঘাতে জর্জরিত হতে হচ্ছে নারী পুরুষ শিশুদেরকে। এই পরিস্থিতির ভেতরে বিশ্ব মানবতার স্বার্থেই আমাদেরকে নতুন পথ তৈরি করতে হবে। শরনার্থীর জন্য অন্তত. নিজের অন্তরের দরজা খুলে দিতে হবে। নিজের হাত প্রসারিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা সবার ভয়েসকে মানবতার পক্ষে একাত্ম করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের অতিথি আবু জাফর মাহমুদসহ উপস্থিত বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে নিউইয়র্ক স্টেট এর অ্যাসেম্ব্লিম্যান ডেভিড আই ওয়েপরিনের পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। উপস্থিত শরণার্থীদেরদের মাঝে আবু জাফর মাহমুদ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বিশেষ সহায়তা প্রদান করেন আবু জাফর মাহমুদ।





বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার

সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // June 26 // 2023

নিউইয়র্কে বাড়ছে সংক্রমণ

(শেষের পাতার পর)

সময়ে। সাইক্লোসপোরা নামের এক ধরনের প্যারাসাইটে আক্রান্ত হচ্ছেন বেশির ভাগ মানুষ। আর এই সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। নিউইয়র্কে সাইক্লোপোরিয়াসিসে আক্রান্ত হয়ে অন্তত ৩০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এখনো এই সংক্রমণের প্রাথমিক উৎস খুঁজছেন। সাইক্লোসপোরা সাধারণত খাবারের মাধ্যেমেই ছড়ায়। আর এই ধরনের খাবার গুলো পেট খারাপ করে। ডায়রিয়া, পাকতন্ত্রের বিক্রিয়া, সর্দি আর অবসাদগ্রস্ততা তৈরি করে। জর্জিয়া ও অ্যালাবামায় কিছু ব্রোকলির মধ্যে প্যারাসাইটের অস্তিত্ব খুঁজে পায় সিডিসি। তবে অন্য স্টেটে অন্য কিছুর মধ্যেও থাকতে পারে এর অস্তিত্ব, বলেছেন সিডিসির কর্মকর্তারা। আর ব্রোকলি খেয়ে নিউ ইয়র্কে কেউ অসুস্থ হয়েছেন এমনটা জানা যায়নি।

পুতিনের হুশিয়ারির জবাবে যা বললেন ওয়াগনার প্রধান

ঢাকা ডেস্ক, ২৫ জুন : রাশিয়ার ভাড়াটে সেনা ওয়াগনার গ্রুপের প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোজিনের কর্মকাণ্ডকে 'বিশ্বাসঘাতকতা' বলে উল্লেখ করেছেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।



তিনি বলেছেন, রাশিয়া ভবিষ্যতের জন্য লড়াই করছে এবং এখন আমাদের ঐক্য প্রয়োজন। যা ঘটছে তাকে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা বলে অভিহিত করেছেন।

ওয়াগনার বাহিনীর নাম উল্লেখ না করলেও পুতিন রাশিয়ার সমাজকে যারা বিভক্ত করছে তাদের 'অ-নবার্য শাস্তির' বিষয়ে যে সতর্ক বার্তা উচ্চারণ করেছেন তার জবাব সরাসরি এবং বেপরোয়াভাবেই দিয়েছেন ওয়ানগার প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোজিন।

শনিবার টেলিভিশনে দেওয়া এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে পুতিন ওয়াগনার যোদ্ধাদের কোনো উল্লেখ না করে বলেছেন, রুশদের 'প্রতারণার মাধ্যমে অপরাধমূলক দুঃসাহসিক কাজে জড়ানো হয়েছে'।

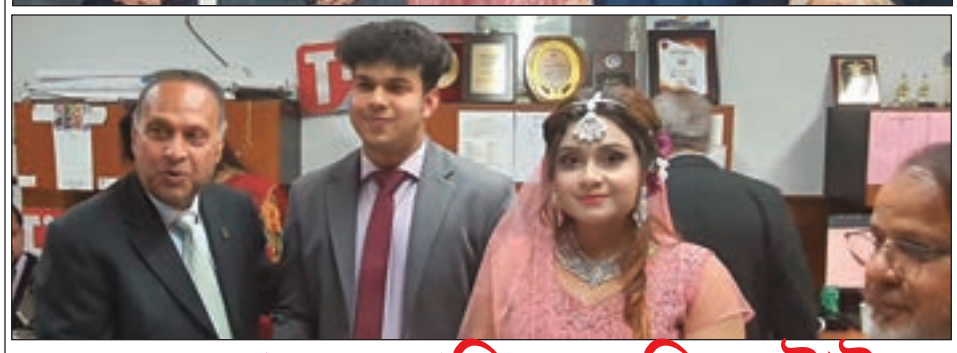
পুতিনের ওই ভাষণের পর ওয়াগনারের টেলিগ্রাম চ্যানেলে একটি অডিও বার্তা প্রকাশ করা হয় বলে জানায় বিবিসি।

যেখানে প্রিগোজিনের মত শোনায় এমন একটি পুরুষ কণ্ঠকে বলতে শোনা যায়, 'মাতৃভূমিকার বিরুদ্ধে বিশ্বাস-ঘাতকতা সম্বন্ধে, প্রেসিডেন্ট বড় ধরণের ভুল করেছেন। আমরা দেশপ্রেমিক। আমরা যুদ্ধ করছি এবং এখনো করে যাচ্ছি। আমাদের দোষ স্বীকার করতে... প্রেসিডেন্ট যেমনটা চেয়েছেন, এফএসবি (রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা) অথবা অন্যকেউ বা কেউই তেমনটা করতে যাচ্ছে না।কারণ আমরা চাই না আমাদের দেশ আর দুর্নীতি, মিথ্যা ও আমলাতন্ত্রের মধ্য দিয়ে চলুক।

দীর্ঘ এক দশক ধরে বিভিন্ন দেশে রাশিয়ার ছায়াযুদ্ধের সহযোগী ছিল তার বাহিনী। মূলত ইউক্রেন যুদ্ধে গিয়ে রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এ নিয়ে বেশ কয়েকবার ক্ষোভ জানিয়েছিলেন ওয়াগনার প্রধান। রুশ সামরিক নেতাদের সঙ্গেও তার বৈরিতা দিন দিন বাড়ছিল। শুক্রবার তা প্রকাশ্যে রূপ নেয়।

প্রিগোজিনের দাবি, ভাড়াটে বাহিনীর সাফল্যে দেশীয় সামরিক নেতারা ঈর্ষান্বিত। তাই তাদের ঠিকমতো অস্ত্র, গোলাবারুদ ও রসদ দেওয়া হচ্ছে না। তিনি বলেন, রাশিয়ার সেনাবাহিনীর ভেতর যে 'শয়তান' আছে তাদের থামাতে হবে। আমরা ন্যায় বিচারের জন্য লড়াই করছি। যারাই আমাদের বাহিনীর সামনে দাঁড়াবে তাদেরই ধ্বংস করে দেওয়া হবে। আমার সেনারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত।





অন্তু-নুপুর দম্পতি-কে ঘিরে টাইম টিভি-বাংলা পত্রিকায় অন্যরকম সন্ধ্যা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: টাইম টে লি ভিশ নের রেক র্ডিং ও ট্রান্স মিশন অ ধিকর্তা এবং নিউজ প্রেজেন্টার মুশ ফিকুর রহমান অন্তু ও মুক্তা আফসারী নূপুর এর বিবা হোত্তর সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে শুক্রবার (২৩ জুন) সন্ধ্যায় টাইম টে লি ভিশন ও বাংলা পত্রিকার বার্তা কক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠা নে কমিউনি টির গন ্যমান ্য ব ্যক্তিবর্গসহ বিপুল সংখ ্যক শুভানুধ ্যায়ী উপ স্থিত হ য়ে নব দম্প তি অন্তু-নুপুর কে শু ভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠা নে নৈশ ভোজসহ ছিল সঙ্গীত প রি বেশনা। অন ্যা নের মা ঝে উপস্থিত ছি লেন লন্ডন থেকে আগত বিশিষ্ট সমাজসেবক, বিয়ানীবাজার ক্যান্সার হাসপাতালের সিও মোহাম্সমদ শাহাবুদ্দিন, নিউইয়র্কের বিশিষ্ট বাবসায়ী আলহাজ বদরুল হক, বিশিষ্ট সমাজসেবী, বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও আলেগ্রা হোম কেয়ারের সিইও/প্রেসিডেন্ট, বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. আবু জাফর মাহমুদ, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী ফের দৌস খান, বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক ও টিভি ব্যক্তিত্ব সাঈদ তারেক, বাংলা পত্রিকা'র বার্তা সম্পাদক হা বিবুর রহমান, সাংবাদিক শেখ সিরাজুল ইসলাম, টাইম টিভির বার্তা সম্পাদক ইকবাল মাহমুদ, বিশিষ্ট কবি ও টাইম টিভি'র অনুষ্ঠান উপস্থাপক এ বিএম সা লেউ দ্দিন, সা-ংবাদিক আ দিত ্য শা হিন, খলিল বিরানী হাউজের কর্ণধার, বিশিষ্ট শেফ খ লিলুর রহমান, ফটোগ্রাফার মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী, টাইম টিভির অন্যতম পরিচালক সৈয়দ খসরু, টাইম টিভি'র সাবেক বার্তা সম্পাদক কাজী জে সিন, নিউজ প্রেজেন্টার ফারহানা সালাম, সাবেক ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়ার তপন মাহমুদ জনি, আইটি বিভাগের প্রধান ফারুক হোসাইন, ভিডিও এডিটর এন্থনী গনজালেস, জনপ্রিয় ইউটিউবার রুহুল কদ্দুস ছাড়াও টাইম টে লি ভিশ নের অন্যান্য কর্মী ও কলাকুশলীবৃন্দ সহ অনু-নূপুরের বন্ধুরা। নৈশ ভোজ শেষে সঙ্গীত প রি বেশন ক রেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী শা মিম সি দ্দিকী, চন্দ্রা রায় ও রুনা। ব ্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠান টি আ য়োজন ক রেন টাইম টে লি ভিশ নের সিইও ও বাংলা প ত্রিকার সম্পাদক আবু তা হের।

সব মি লি য়ে এক কথায় 'অন্তু-নূপুর এর বিবা হোত্তর সম্বর্ধনা সন্ধ ্যাটা হ য়ে উ ঠে ছিল প্রাণবন্ত। আগত অতিথিদের স্বাগত জানান বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি'র বিশেষ প্রতিনিধি এ বিএম সালাহউ দ্দিন আহমদ।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিবেদন

কোভিড উহানের ল্যাব থেকে এসেছে এমন 'প্রমাণ নেই'

ঢাকা ডেস্ক, ২৫ জুন : কোভিড-১৯ মহামারির শুরুটা যে চীনের উহান ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজির কোনো ঘটনা থেকে হয়েছে, তার কোনো অকাট্য প্রমাণ পায়নি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। শুক্রবার কর্তৃপক্ষ আর গোপনীয় নয় এমন একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করার পর বিষয়টি জানা গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালকের কার্যালয় (ওডিএনআই) থেকে প্রকাশিত ঐ চার পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মহামারির উত্স খুঁজে পেতে সক্ষম না হলেও করোনা ভাইরাসটি কোনো একটি গবেষণাগার থেকে ছড়িয়েছে, এমন সম্ভাবনা এখনো উড়িয়ে দিচ্ছে না মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। 'কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিআইএ) এবং অন্য সংস্থাগুলো এখনো কোভিড-১৯ মহামারির সুনির্দিষ্ট উত্স বের করতে পারেনি; এটা প্রাকৃতিক না গবেষণাগার থেকে এসেছে–উভয় ধারণার ক্ষেত্রেই নানান তাত্পর্যপূর্ণ অনুমানের ওপর নির্ভর করা হচ্ছে এবং সেগুলো পরস্পরবিরোধী প্রতিবেদনে চ্যালেঞ্জের মুখেও পড়ছে,' বলা হয়েছে ওডিএনআইয়ের প্রতিবেদনে। এতে বলা হয়েছে, উহানের ঐ ইনস্টিটিউটে করোনা ভাইরাস নিয়ে 'বিস্তৃত কাজ' হলেও এমন কোনো ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়নি যা থেকে মহামারি হতে পারে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'উহান ইনস্টিটিউটে মহামারির আগে সার্সসিওভি-২ বা তার কাছাকাছি কিছু নিয়ে গবেষণা হয়েছে কিংবা গবেষণাজনিত এমন সুনির্দিষ্ট কোনো ঘটনা ঘটেছে, যাতে ইনস্টিটিউটের কোনো কর্মীর সংশ্লিষ্টতা ছিল এবং যার কারণে কোভিড মহামারি শুরু হতে পারে, এমন কিছুর ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।' ২০১৯ সালের শেষ প্রান্তে উহানে প্রথম রোগী পাওয়ার পর থেকেই করোনা ভাইরাস মহামারির উৎস নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে তুমুল বিতর্ক চলছে। মহামারির উত্স সংক্রান্ত গোপন তথ্য প্রকাশ করতে চলতি বছরের মার্চে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে একটি বিলেও স্বাক্ষর করতে হয়। সে সময় বাইডেন বলেছিলেন, কোভিড-১৯-এর উত্স সংক্রান্ত যত বেশি সম্ভব তথ্য প্রকাশ্যে আনতে মার্কিন কংগ্রেসের যে উদ্দেশ্য, তাতে তারও সমর্থন রয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের একটি প্রতিবেদন কোভিডের উত্স নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিতর্ককে আরো উসকে দেয়। ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, মহামারি খুব সম্ভবত চীনের গবেষণাগার থেকে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার কারণে হয়েছে–গোয়েন্দাদের এমন গোপনীয় প্রতিবেদনকে যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি মন্ত্রণালয় 'কম আস্থা' নিয়ে পর্যালোচনা করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআইয়ের পরিচালক ক্রিস্টোফার রে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বলেছিলেন, খুব সম্ভবত চীনের উহানের কোনো গবেষণাগার থেকেই কোভিডের উদ্ভব বলে তাদের মূল্যায়ন বলছে।



আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন











এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম



হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি করে থাকি

Barnali Hasan MD
Internal Medicine
ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন

Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign
ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস

We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি

WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES

Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park

» Primary Care » Annual Exam » Physical Checkup » TLC Test » Diabetes » Immigration » Cholesterol » EKG » » Spiro » PAP Smear » Pregnancy Test » Allergies » TB Test » Vaccinations » Telemedicine & all kind of Medical Services.

Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services

We accept most Insurances & Medicaid

CALL 917 930 1170

EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.





SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে



Free Consultation



পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্লুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্থ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য
যোগাযোগ করুন



Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

www.surdezperezlaw.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MBA
CPA



বৈশাখী রস্টুরেন্টের কর্ণধার আতিকের ইন্তেকাল

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক সিটির এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউর বৈশাখী রেস্টুরেন্টের (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

সাঈদ তারেকের কলাম

১৬ জুন এবং ইতিহাসের শিক্ষা



ইউনিয়নে এক সময় আমরা ১৬ জুন 'কালো দিবস' পালন করতাম। তখন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন একটা। দলমত নির্বিশেষে সবাই মনে করতাম এ দিনটা দেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে একটা (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

ভীতির নাম ই-বাইক লিথিয়ান-আয়ন ব্যাটারি

নিউইয়র্কে ৬ মাসে ১১০ অগ্নিকান্ড : মৃত্যু ১৩

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটিতে লিথিয়ান-আয়ন ব্যাটারি থেকেই এ বছর এ পর্যন্ত ১১০টি অগ্নিকান্ড ঘটেছে। এতে নিহত হয়েছে অন্তত ১৩ জন। সবশেষ ঘটনাটি ঘটে একটি ইলেক্ট্রিক বাইক শপে। গত চার দিনে এইচকিউ-ইবাইক নামের এই বাইক শপে তিনটি অগ্নিকান্ড ঘটেছে। লোয়ার ইস্ট সাইডের দোকানটিতে গত ২০ মঙ্গলবার ভোরে প্রথম অগ্নিকান্ডটি ঘটে। এতে অন্তত ৪ জনের মৃত্যু হয়। আর গুরুতর দগ্ধ হয় আরও ২ জন। বৃহস্পতিবার রাতে ফের অগ্নিকান্ডে পুড়ে যায় সাইডওয়াকে রাখা (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

ঈদের শেষ কেনাকাটা চলছে

কোবানীর অর্ডার নেয়া বন্ধ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সহ উত্তর আমেরিকায় আগামী ২৮ জুন বুধবার পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপিত হবে। যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ঈদুল আজহা উদযাপনের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ষ্টেটের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

নিউইয়র্ক সিটির এডুকেশন কাউন্সিলে মামুন উর রশীদ নির্বাচিত



বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ নিউইয়র্ক সিটির এডুকেশন কাউন্সিলে বাংলাদেশী-আমেরিবান মামুন উর রশীদ নির্বাচিত হয়েছেন। তিনিই প্রথম বাংলাদেশী যিনি সিটির ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশনের অন্তর্ভুক্ত কমিউনিটি এডুকেশন কাউন্সিল নির্বাচনে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ওয়ার্ল্ড রিফিউজি ডে উদযাপন অনুষ্ঠানে ড. আবু জাফর মাহমুদ

আসুন পৃথিবীর সকল শরনার্থীর পাশে দাঁড়াই

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে ওয়ার্ল্ড রিফিউজি ডে উদযাপন করেছে ইন্টারফেইথ সেন্টার অফ ইউএসএ। গত ২০ জুন মঙ্গলবার নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় দারুল উলুম মুসলিম সেন্টারে ওই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির শরণার্থীসহ বিভিন্ন স্তরের সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস এর (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



হত্যা-হামলা-জখম, রক্তাক্ত গোটা আমেরিকায়

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: সপ্তাহান্তটি মোটেই ভালো যায় নি আমেরিকার জন্য। লং উইকেন্ড ছিলো এটি। জুনটিনথের ছুটি পড়ে যায় সোমবার। তাতে টানা ৩ দিনের (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

খাদ্যে প্যারাসাইট

নিউইয়র্কে বাড়ছে সংক্রমণ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে এপ্রিল থেকে এ পর্যন্ত ২১ থেকে ৩০ জন মানুষ ফুড প্যারাসাইট সংক্রমণের শিকার হয়েছেন। সেন্টার ফর ডিজেস কন্ট্রোল এই তথ্য দিচ্ছে। আর দেশের ২২টি স্টেটের ২০০ জন আক্রান্ত হয়েছে সাম্প্রতিক (বাকি অংশ ০০ পাতায়)



GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

মারা গেলেন যুক্তরাষ্ট্রের 'সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তি'

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গত শতকের পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভিয়েতনামে যে যুদ্ধ হয়েছিল, তার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্টতা সংক্রান্ত গোপন (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত ১

নিউইয়র্কের কুইন্সে সোমবার মোটরবাইক দুর্ঘটনায় ১ টিনেজার মেয়ে নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও একজন। ওদিন মধ্যরাতের পরপরই ৯১১ কল পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM



কুরবানীর আগে জরুরী কিছু কুরবানী

জাফর আহমাদ

ঈদুল আযহা সমাগত। ঈদুল আযহা আমাদের এতদঞ্চলে কুরবানীর ঈদ নামে অধিক পরিচিত। ঈদুল আযহার একটি মৌলিক ইবাদাত হলো, ঈদ শেষে পশু কুরবানী করা। (বাকি অংশ ১৪ পাতায়)

খেলার খবর

মালদ্বীপকে উড়িয়ে দিল বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক: র ্যাংকিংয়ে অনেক এগিয়ে থাকা মালদ্বীপকে উড়িয়ে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম জয় তুলে নিল বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচে লেবাননের কাছে হেরে যাওয়া (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

হেলথ টিপস

মাংস খান তবে বুঝেশুনে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কোরবানী ঈদে মাংসের নানা পদ খাওয়া হবেই। তবে স্বাস্থ্যগত জটিলতার চিন্তায় অনেকেই উৎসবে যোগ (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বিনোদন

মাহফুজ-বুবলীতে মুগ্ধ সুবর্ণা মুস্তাফা

বিনোদন ডেস্ক: এই ঈদে মুক্তি পাচ্ছে বেশ কয়েকটি সিনেমা। সেই তালিকায় রয়েছে মাহফুজ ও বুবলী জুটির প্রথম সিনেমা 'প্রহেলিকা'। (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com